ওম

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

www.monersathe.com

ওম

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

আনন্দ

www.monersathe.com

অনেক প্রেমের গল্প হয়েছে, এবার শালা বিপ্লবের গল্প হবে। ফ্রাস্ট্রেশন, হাঙ্গার, করাপশান আর সোশ্যাল ইমমোবিলিটির বিরুদ্ধে লড়তে থাকা এক বিপ্লবের গল্প! চারিদিকে পোস্টার মারতে হবে। বন্দুক জোগাড় করতে হবে। সুন্দরী মেয়েদের সমস্ত প্রেমপত্র জ্বালিয়ে সেই আগুনে ভাত তৈরি করে খাওয়াতে হবে মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, কাতর ভারতবাসী আর নেগেলেক্টেড ভারতবাসীকে। তারপর জুতসই একটা জঙ্গল খুঁজতে হবে। কলকাতার জঙ্গল নয়, সত্যিকারের জঙ্গল। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় জঙ্গলটা হবে ভীষণ গভীর আর হরর মুভির মতো ভয়ংকর। পিকনিক করতে আসা নিষিদ্ধ সেখানে। গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে বা বসে হিসু করাও নিষিদ্ধ। সেই জঙ্গলে টেন্ট করে থাকতে হবে। তিনকোণা আগুন বানিয়ে বেয়োনেটের মাথায় কেটলি বেঁধে তৈরি করতে হবে চা। আর পড়তে হবে বলিভিয়ার জঙ্গল, কিউবার গেরিলা ট্যাক্টিক্স। পড়তে হবে সিআইএ-র হাতে ধরা-পড়া ফ্যাকাশে, একলা চে।

চা আর চে। এই না হলে কি আর বিপ্লব জমে!

সত্যি, কত কাজ যে পড়ে রয়েছে! আর সেসব না দেখে শালা প্রেমের গল্প মারাচ্ছে! কে রে মালটা? খালি ভালবাসা-বাসি, না? খালি নাকের জল, চোখের জল আর ইন্টু-পিন্টুর ধান্দা! আরে বাবা উত্তমকুমার কবে স্বর্গে গিয়েছেন। প্ল্যানচেট করলে শুধু নেমে এসে বলেন, "রাজা হতে আমি আসিনি!" সুচিত্রা সেনও আর আধার কার্ড করানো ছাড়া ফোটো তোলান না। এমন ভাইব্রেটনিং সময়ে, ডেনড্রাইট, মেথ আর উইড-এর সময়ে কেউ প্রেমের গল্প লেখে? বেঁচে থাকার একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকবে না? ঋত্বিকের শেষে ঘটকটুকু খুলে পড়ে গিয়ে সেখানে এখন রোশন এসে বসেছে বলেই কি সবাইকে অমন হাত-পা তুলে প্রেমের কথা শুনতে হবে? মনটাকে শক্ত

www.monersathe.com

করতে হবে না? এখন এক সঙ্গে চারজনকে ডেট করার টাইম। দুপুরবেলা ফাঁকা দেখে ফ্ল্যাটে গ্রুপ-অর্জি করার টাইম। ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার সেই দেখে তাদের দিকে ফেরোমোন ছোড়ার টাইম। সেখানে প্রেম! পাগল না চক্রবর্তী?

আসলে তো কাকা, সেই জাস্ট শোওয়ার ধান্দা। রিবড, ডটেড আর আইসক্রিমের মতো ফ্লেভার কার্ড দেখে বিলিতি বেলুন কেনার ধান্দা! জাপানি শ্যাম্পু থেকে জাপানি পাউডার সব মেখে বসে থাকার ধান্দা! তার জন্য হেদিয়ে প্রেম করার কী দরকার আছে! তাই বুঝতে হবে আসল চক্রান্তটা। বিদেশি মাল্টিন্যাশনালের বিজনেস এক্সপ্যানশনের মিঠি ছুরি হল প্রেম। ফিল্মি লোকেদের চারশো কোটির মাইল স্টোন ছোঁয়ার টোপ হল প্রেম। কেটে ফেলা কবজি আর তারপরের একটা ব্লেড হল প্রেম! তাই ওসবে কান দিয়ো না ভারতবাসী। মনে রেখো এর চেয়ে বিপ্লব জরুরি। মন দিয়ে সেটা করতে হবে। বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হবে গাড়ি, মূর্তি, বাড়ি আর পায়রা! শান্তির প্রতীকের ঢপবাজি অনেক দেখা আছে! ওসবে আর ভুলবে না পাবলিক। এখন পাবলিক শুধু চায় বিপ্লব। আর পাবলিক যা চায়, সেটা কেটার করাই হল সারভাইভাল ইডিওলজি।

"কী রে? কী করছিস তখন থেকে বসে? পিসিমা ডাকছে শুনতে পাচ্ছিস না?"

জীমূতের গলায় ধ্যাতানি খেয়ে পিছন ফিরে তাকাল বিপ্লব। ইশ্! দিল ওর স্পিচের পিণ্ডি চটকে! পিসি ডাকছে তো কী হয়েছে? পিসি করিনা কপূর নাকি? বিপ্লবের বিরক্ত লাগল।

জীমূতের চেহারাটা কেমন যেন বকের মতো। টিংটিঙে রোগা শরীর, গলাটা হুকের মতো বাড়িয়েই রেখেছে সব সময়। দেখলেই মনে হয় খপ করে জলে মুখ ডুবিয়ে মাছ ধরবে। আঠাশ বছর বয়সেই কেমন যেন দড়ি পাকিয়ে গিয়েছে ওর চেহারাটা! তবে এমন শরীর হলে কী হবে, রোয়াবে জাহাঙ্গির বাদশা! রবির খাস লোক বলে কথা!

www.monersathe.com

"কী রে, কথা নাকি তুই? কী বললাম তোকে? এই ভাঙা পাঁচিলের ওপর বসে আছিস কেন? কী ভাবছিস?"

বিপ্লব হাসল। আসলে ও যে একটা ডেভেলপমেন্ট করার কথা ভাবছে, সেটা তো আর বলা যায় না। নিরুপম খুব খরচে পড়েছে চারদিকে চোর-ছ্যাঁচোড়ের রাজত্ব। সব মেরে দেওয়ার ধান্দায় ঘুরছে। কপিরাইটের ভোয়াক্কাই যেখানে কেউ করে না, বিপ্লবের ওরিজিন্যাল আইডিয়াটা মেরে দিতে আর তাদের কত সময় লাগবে!

বিপ্লব বলল, "পিসি? পিসি তো ট্রাঙ্কেভেন্টাল স্টেটে থাকে। আমায় ডাকবে কেন?"

"মারব শালা খাবড়া," জিনুত চোয়াল শক্ত করল, "আবার ইংরিজি ঝাড়ছিস?"

বিপ্লবের হাসি পেল। এরা সব কটা গাধা। একটা শব্দেরও মানে জানে না।

ও বলল, "ঠিক আছে, বলে দাও আমি আসছি।"

"লাথি মারব শালা! বলে দাও মানে? তোর বাপের চাকর আছি নাকি?"

বিপ্লব বলল, "বাপের নয়, দাদার। তুমি দাদার চাকর।"

"কী বললি?" জীমূতের শরীরটা বকের পালক খসিয়ে যেন শকুন হয়ে গেল নিমেষে।

বিপ্লব বুঝল রেভোলিউশনটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে। এবার বিনিপয়সায় বৃন্দাবনের কন্ডাক্টেড টুর হয়ে যাবে। ও ছোট ভাঙা পাঁচিলটার উপর থেকে লাফ মেরে নেমে দৌড় লাগাল।

ওদের এই বাড়িটা বিশাল বড় জায়গা নিয়ে তৈরি। বড় রাস্তা থেকে লোহার গেট পেরিয়ে বেশ কিছুটা এলে বাড়িতে পৌঁছনো যায়। সেই পথটুকুর দু'দিকে বাগান আছে। নানারকম ফলের বাগান। বাড়িটার আর-এক পাশে পুকুর আছে একটা। লাল সিমেন্টের বাঁধানো চওড়া ঘাটওয়ালা একটা পুকুর। বিপ্লব ওতে নামে মাঝে-মাঝে।

www.monersathe.com

দৌড়ে পুকুরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ও। আচ্ছা, ও কেন পিসিমার কাছে যাচ্ছে? কী হবে পিসিমার কাছে গিয়ে? সারাদিন পিসি আর রবির ফাইফরমাশ খেটে-খেটে তো এই ছাব্বিশ বছর কাটিয়ে দিল। এখনও কি তাই করবে? এভাবে সময় নষ্ট হলে বিপ্লব করবে কখন?

"বিপ্লব, এই বিপ্লব।"

ও পিসির গলা পেল। পিসি কাছের গার্লস স্কুলটার হেড দিদিমণি ছিল। এখন রিটায়ার করছে। কিন্তু কয়লা ধুলেই কি আর ময়লা যায়? সারাদিন পুরনো ঘড়ির মতো এমন টিকটিক করে চলে যে, আজকাল টিকটিকিরাও লজ্জা পায় পিসিকে দেখলে।

"তুই পুকুরপাড়ে কী করছিস?" পিসি দাঁড়িয়ে চোখ পাকাল।

"না মানে, ইয়ে..." বিপ্লব থতমত খেল। পিসিকে দেখলেই কেন যে এত ভয় লাগে ওর!

পিসি বলল, "বিকেল হয়ে গেল, যা, দ্যাখ তো, কেন ঝিল এখনও এল না? এতক্ষণে তো এসে যায়! কারও যদি খেয়াল থাকে! যা।"

ঝিল ওদের মামাতো বোন। তবে বিপ্লবের নিজের মামা নয়। রবির মামার মেয়ে। রবি ওর সৎদাদা। বাবার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলে। ফলক আর ও হল দ্বিতীয় পক্ষের। বাবা আর বেঁচে নেই। প্রথম পক্ষের মাও নেই। এখন সবটাই রবির অধিকারে। এই বড় বাড়িতে ওরা তিন ভাই ছাড়াও ওর নিজের মা, পিসি আর ঝিল থাকে। ঝিলের বাবা নেই। মা আর ভাই থাকে বর্ধমানে। বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। আচ্ছা এই যে অন্যের বাড়িতে থাকতে হচ্ছে ঝিলকে, সেই জন্যই কি ওর মুখটা সবসময় গম্ভীর হয়ে থাকে! কে জানে!

আর সত্যি বলতে কী, জানতে চায়ও না। মেয়ে-ফেয়ে ঢুকে পড়লেই ওর গল্পটা আর বিপ্লবের গল্প থাকবে না, প্রেমের গল্প হয়ে যাবে। সেটা চায় না একদম। ও চায় বিপ্লব। চায় জঙ্গল। বন্দুক। চা আর চে।

লোকে বলে বিপ্লবের মাথায় নাকি ছিট আছে। ও নাকি পাগলা! বিপ্লবের হাসি পায়। নিজেদের মতো মিডিওকার, ধান্দাবাজ আর ভিতু না হলেই

www.monersathe.com

পাবলিক 'পাগলা' বলে গায়ে স্টিকার লাগিয়ে দেয়। দ্যাখে না যে, ওরা অল্টারনেটিভ একটা রিয়েলিটি প্রেজেন্ট করে মানুষকে! পাবলিক আসলে কিছুই দেখে না। তবে তুমি যদি শাহরুখ খান, সানি লিওনি বা লাস্ট টেস্ট খেলা সচিন হও, তবে তোমার কথা আলাদা!

তাই পাবলিককে দেখাতে হলে তার ঘাড় ধরতে হয়। আর সেটা করার একমাত্র উপায় হল বিপ্লব।

কিন্তু এখন আগে ঝিলকে খুঁজতে যাওয়া দরকার। না হলে পিসি ভারবালি ব্যাপক ক্যালাবে! ভদ্রমহিলার ভোকাবুলারি দেখে এত ভাল লাগে! হেড দিদিমণি হয়েও রেগে গিয়ে এমন নিখুঁত উচ্চারণে 'বাঞ্চোত' বলেন যে, নিজের আত্মীয় বলে লোকসমাজে গর্ববোধ করে বিপ্লব।

পিসিমাকে যদি বিপ্লবের ওই দলটায় পাওয়া যায়... "কী রে গেলি?"

বিপ্লব রেভোলিউশনটাকে আপাতত কমার্শিয়াল ব্রেকের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে দৌড় লাগাল।

বড় গেটের পেটের ভিতরে আর-একটা ছোট গেট আছে। সেটা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল বিপ্লব। আসলে পিছনের পাঁচিলের বেশ কিছুটা ভাঙা। সেটা দিয়েই যাতায়াত করতে ভাল লাগে ওর। বড় গেটটা খুব কম ব্যবহার করে। কিন্তু আজ করতে হল। কারণ সামনের রাস্তা দিয়েই ঝিল যাতায়াত করে।

ঝিলের পুরো নাম, ঝিলম। খুব সুন্দর দেখতে মেয়েটা। মানে যাকে বলে, এক ঘর, তাও উপচে বাইরে পড়ে যায় টাইপ!

কিন্তু বিপ্লবের ভাল লাগে না। সুন্দর ব্যাপারটা খুব বোরিং! তাই এই সব সুন্দরী মেয়েদের দেখলেই বিরক্ত লাগে ওর। ও নিজেও একবার একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখেছিল! সেই ক্লাস টুয়েল্‌ভে। নাম ছিল শুদ্ধবতী। কী যে ভাল লাগত বিপ্লবের! কিন্তু একদিন এমন একটা গন্ডগোল করে ফেলেছিল যে, বলার নয়!

কোচিংয়ের স্যার বলেছিলেন, "যা বাড়ি থেকে শুদ্ধবতীকে ডেকে নিয়ে আয়। ওকে কয়েকটা দরকারি কথা বলার আছে। আর ফেরার পথে একটা আড়াইশো দুধের প্যাকেট আনবি, বুঝলি!"

www.monersathe.com

বোটা লখটা খেতে খেতে কী যে হয়েছিল বিপ্লবের। উদো আর বুদো নিজেদের মতো নিশ্চয় পিণ্ডি এগ্রেড করেছিল। না হলে কি শুধু ইন বাড়িতে গিয়ে ওর বাবাকে ডেকে বিপ্লব বলে, "দুষ্কর টাকে ডেকে দিন তো একটু।"

ক্লাস টুয়েলভ-এর পরে আর পড়া হয়নি বিপ্লবের। ও নাকি মেন্টাল কিছু নয়। কোন শালা যে পরীক্ষা করে এসব? ছুঁচ বলে চালুনিকে। তবে ভিতরে ভিতরে পড়াশোনা থামায়নি বিপ্লব। থামাবেও না। জিনিয়াসদের কে কবে সমাজের নিয়ম দিয়ে বাঁধতে পেরেছে।

গেট দিয়ে বেরিয়েই থমকে গেল বিপ্লব। ওদের এই জায়গাটা পাহাড়ের। চারপাশের সবুজের মাঝে কালো ফিতের মতো পেতে রাখা উঁচু নিচু রাস্তা তারওপর ফুটকির মতো দুটো বেড়ালছানা চেপ্টে পড়ে আছে!

চোখে জল এসে গেল বিপুর। কারা গাড়ি চালায় এমন করে? মানুষ ওরা? চোখ নেই? ওর মনটা আচমকা কেঁপে উঠল আশঙ্কায়। সিন্ডারেলা ঠিক আছে তো।

বাড়ির পেছনের দিকে ওই ভাঙা পাঁচিলের পেছনে থাকে সিন্ডারেলা। সাদা মাদি কুকুর একটা। খুব ভালবাসে বিপ্লবকে। সিন্ডারেলার বাচ্চা হবে এখন। হাঁটা চলা খুব ধীর হয়ে গিয়েছে ওর। তাই ভাবল, সিন্ডারেলার কিছু হয়নি তো।

"এখানে কী করছ?" পেছন থেকে ডাক শুনে মুখ ফেরাল বিপ্লব।

ঝিল দাঁড়িয়ে আছে সামনে। দুধসাদা চুড়িদার এই মিয়োনো বিকেলের আলোকেও যেন বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটা।

বিপ্লব কিছু না বলে হাসল জোর করে। বেড়ালছানা দুটোকে দেখে খুব কষ্ট লাগছে ওর। বিপ্লব করতে ইচ্ছে করছে না একদম!

"চলো ভিতরে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।"

কথাটা বলে মুখ ঘুরিয়ে চট করে পিছনের রাস্তার বাঁকটা দেখে নিল ঝিল। তারপর ঢুকে গেল গেটের ভিতর।

www.monersathe.com

বিপ্লব দেখল দূরে রাস্তার বাঁকটা শেষ বিকেলের অল্প আলো আর কুয়াশায় আবছা হয়ে আছে। তবে তার মধ্যেও পেনসিল স্কেচের মতো সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটাকে দেখতে অসুবিধে হল না ওর।

ছেলেটা প্রায়ই দূর থেকে দেখে ঝিলকে, ও জানে।

বিরক্ত লাগে বিপ্লবের। আজও লাগল। সাইকেল জিনিসটা যুবসমাজের যে কী সর্বনাশ করে দিল ভাবা যায় না। কোথায় তুই বিপ্লব করবি, না আড়াল থেকে মেয়ে দেখছিস।

চোয়াল শক্ত করল বিপ্লব। ষড়যন্ত্র। সব ষড়যন্ত্র। এই গল্পটাকেও বিপ্লবের গল্প হতে না দিয়ে প্রেমের গল্প করার তাল করছে কেউ একটা।

www.monersathe.com

॥ ১ ॥

প্রতিটা শহর কিছু বলে। ছোট-বড় যেমনই হোক, প্রতিটি শহর কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু বলেই। সেই ভোরবেলার ময়দান। পেতলের কলসিতে চা। ঘাসে-ঘাসে ফুটে থাকা শিশির আর ইব্রাহিম মিঞার রোগা ঘোড়াটার দলাইমলাই। সেই খিদিরপুরের ছোট গলি। গ্রিজ-মাখা মাইকেল আর হরি পণ্ডিতের বজরঙ্গবলীর মন্দির বা চোখে কাচ-আটা মুকেশভাইয়ের ছোট্ট ঘড়ি ঘর... এরা সবাই কিছু বলে। প্রতিটা বাসস্টপ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এগিয়ে যাওয়া নীল-হলুদ বাস। ফুটপাথে বসে থাকা একলা দিদিমার বিক্রি-করা চিপ্‌স আর 'যাজ্ঞসেনী-যাজ্ঞসেনী' বলে চিৎকার করা ভূষণমাস্টারের মধ্যরাতগুলোও কিছু বলে। প্রতিটা শহর, তার বুকপকেটে, তার জিভের তলায়, তার কানা, অন্ধ গলির খাঁজে কবিতার মতো লুকিয়ে রাখে তার শব্দ। সিগন্যালের দপদপ করা প্রদীপের আলোয় আর দীপাবলির পরের একটা দু'শো মাইল লম্বা লোডশেডিংয়ের মধ্যে সে লুকিয়ে রাখে তার মাত্রাবৃত্ত, তার পয়ার আর ছড়ার ছন্দে সুকুমার রায়। হলুদ রেনকোট-পরা বাচ্চাদের পায়ে-পায়ে, বড় বারান্দায় বসে থাকা কেডস-পরা পাগল দাদুর বিকেলগুলোয় আর কেমিস্ট্রি ল্যাবের টাইট্রেশানে ধরা-পড়া সূর্যাস্তের মধ্যে প্রতিটা শহর চকখড়ি দিয়ে এঁকে রাখে তার প্রেমের গল্প। তার মা হারানোর যন্ত্রণা। তার মনখারাপের হারমোনি। লুকিয়ে রাখে ট্রেনের ভিতরের নির্লজ্জ হাত, ফিনকি দিয়ে ছোটা পানের রং আর লাল, গোলাপি বা চড়া সবুজে মাখা ভাঙাচোরা মেয়েদের।

প্রতিটা শহর কিছু বলে। ছোট-বড় যেমনই হোক, প্রতিটা শহর নিশ্চিত ভাবে কিছু বলেই। রিজুল জানে কলকাতা শহর কী বলতে চায় ওকে। আর

www.monersathe.com

এও জানে এই বাদামপাহাড়ের সংকেতটাও খুব দ্রুত ধরে ফেলবে ও।

সাইকেলটা নিয়ে অবজ্ঞারভেটরি থেকে বেরল রিজুল। চড়াই উতরাই-এ ভরা পথে সবাই বলে সাইকেল চালাতে কষ্ট হয়। কিন্তু রিজুলের ভাল লাগে খুব। মনে হয় ধীরে-সুস্থে চারপাশের দৃশ্য দেখতে-দেখতে ও যেতে পারে সাইকেলে। আর এই সাইকেলটাতে রিজুল নিজেই এমন দুটো গিয়ার অ্যাটাচমেন্ট লাগিয়ে নিয়েছে যাতে প্যাডেল করতে কোনও অসুবিধে না হয়!

আজ রাঠিস্যার বলেছিলেন ওঁর বাড়িতে রাত্রে খেতে। কিন্তু খই আসবে। বেচারার কীসব দরকার আছে। তাই রিজুল বারণ করেছে। বলেছে পরে এক দিন যাবে।

খই ছেলেটা খুব ভাল। মিতুদির মা, মানে মধুকাকিমা বলে, "কী মিশিস ওর সঙ্গে? একটা বিএ-তে ব্যাক পাওয়া ছেলে! বাপের মুদির দোকানে বসে! সেখানে তুই নিজেকে দ্যাখ একবার! অ্যাস্ট্রো-ফিজিসিস্ট একজন। একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড তো থাকবে!"

হাসে রিজুল। স্ট্যান্ডার্ড! গাড়ি না স্কুলের ক্লাস এটা? বন্ধুত্বের স্ট্যান্ডার্ড! হয়তো লেখাপড়ায় খুব একটা ভাল নয় খই। কিন্তু গান যা গায় না! আর বই পড়ে খুব। সিনেমা দ্যাখে প্রচুর। সিলেবাসের পড়াশোনার মধ্যেই যদি সবটা থাকত, তবে ভারতবর্ষের এই অবস্থা হত না। অবশ্য এখন তো সব কিছু মাপার একটা স্কেল হয়েছে। পয়সা!

ও সাইকেলটা নিয়ে অবজ্ঞারভেটারির মেন বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে মাঠটা পেরিয়ে বড় গেটের কাছে এল। লামা আছে গেটে। লোকটার একটা চোখ পাথরের। আগে নাথুলাতে ছিল। ক্রস ফায়ারের সিমেন্টের চলটা উঠে চোখে লেগেছিল। তারপর থেকেই চোখটা গিয়েছে। এখন এখানে সিকিওরিটি অফিসারের কাজ করে।

আমাদের দেশে এখন এটা একটা নতুন চাকরি হয়েছে। ইউনিফর্ম আর মাথায় টুপি। সবাই পাহারাদার! চোরের সংখ্যা কি খুব বেড়ে গেল?

"লামাভাই, আজ আসছি। কেমন?"

www.monersathe.com

লামা হাসল, "এত জলদি!"

রিজুল বলল, "সারাদিন কার বলো তো স্পেকট্রাম অ্যানালিসিস আর কম্পিউটারের থ্রি ডাইমেনশনাল ছবি বানাতে ভাল লাগে। তাই আজ কাটছি!"

"সচ বাত," লামা মাথা নাড়ল, "আরে, দুনিয়াই দেখা হল না ঠিক করে, সেখানে তুম লোগ আসমান কিউ নিহারতে হো ভগওয়ান জানে!"

রিজুল হাসল, "আমরা আসলে ভগবানকে খুঁজছি, বুঝলে। ওই বড়-বড় টেলিস্কোপ দিয়ে দেখছি সত্যি তাঁরা আছেন কি না!"

"আছেন?" লামা সিরিয়াস গলায় জিজ্ঞেস করল।

"সারা আকাশে জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কোথায় যেন গিয়েছেন ভদ্রলোক। আসার নাম নেই। তাই এখনও দেখতে পাইনি।"

লামা কথা বাড়াল না আর। হয়তো বুঝতে পেরেছে রিজুল ইয়ার্কি মারছে। এখানে সবাই জানে যে, মাত্র পঁচিশ বছর বয়স হলেও রিজুল খুব ভাল কাজ জানে! খুব ট্যালেন্টেড! বড় সাহেব, মানে রাঠিস্যার খুব ভালবাসেন ওকে!

রিজুল গেট পেরিয়ে সাইকেলে উঠে বলল, "ওই লোকটাকে যদি এত সহজেই পাওয়া যেত, তবে কি সারা পৃথিবী জুড়ে লোকটার এত অসংখ্য ফ্যান ক্লাব থাকত! যাকে সহজে পাওয়া যায় তার জন্য মানুষ পাগল হয় না, বুঝলে!"

ঘড়ি দেখল রিজুল। সাড়ে চারটে বাজে। আজ একটু দেরি হয়ে গেল। আসলে সপ্তাহে বুধ আর শুক্র একটু তাড়াতাড়ি বেরতে চায় ও। না হলে মিস হয়ে যায় ঝিল!

এমন কেন নাম মেয়েটার? ঝিল! কোনও দিন এমন নাম শোনেনি রিজুল। প্রথম যে দিন দেখেছিল, সে দিনই বুঝেছিল এই পাহাড়ি ছোট্ট জায়গাটা ভোগাবে ওকে।

রিজুল কলকাতার ছেলে। একদম খাস উত্তর কলকাতার। তবে লেখাপড়া করেছে বাইরে থেকে। বিদেশেও গিয়েছে। কিন্তু তারপর বাবার এমন একটা

www.monersathe.com

রোগ হল! পুরো শরীরটা পড়ে গেল। আর ওই অবস্থায় বাবা জেদ ধরল ছেলেকে ফিরতে হবে দেশে! দেশে তো ফিরল। কিন্তু বাড়িতে ফিরতে পারল কি? বাবা যে জন্য ওকে জোর করে ডেকে এনেছে, সেটা করা এখনই ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই একরকম রাগ করেই কলকাতার থেকে দূরে এই চাকরিটা নিয়েছে ও।

ছোট থেকেই পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিল রিজুল। কলেজ পেরিয়ে বিদেশে পড়াশোনা করতে যেতে তাই অসুবিধে হয়নি।

আমেরিকায় দু'বছর ছিল ও। রিজুল এখন ভাবে, বাবা অসুস্থ না হলে হয়তো বাকি জীবনটা বিদেশেই কাটত ওর। আর তখন জানাই হত না কিল বলে এমন স্তব্ধ, পাহাড়ি কুয়াশার মতো একটা মেয়ে আছে পৃথিবীতে!

রিজুলকে দেখে ন্যাটালি প্রথম দিন জিজ্ঞেস করেছিল, "আর ইউ আ ফিজিসিস্ট অর পেন্টার? তোমায় দেখে তো মনে হয় প্যারিস থেকে এসেছ!"

রিজুল লম্বা, ছিপছিপে। কোঁকড়া, সামান্য বড় চুলের সঙ্গে গোঁফ। দাড়িটা কামানো। হাসলে দু'গালে লম্বা কুটো টোল জেগে ওঠে!

ক্যালিফোর্নিয়ায় ন্যাটালির সঙ্গে সপ্তাহদুয়েকের মধ্যেই একটা বিদ্যুতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ওর। আসলে কিশোর বয়স থেকেই রিজুলকে মেয়েরা পছন্দ করে। প্রশ্রয় দেয়। সে মাসতুতো দিদির বান্ধবী থেকে কলকাতার বউবাজারের লীনাকাকিমা। সবাই রিজুলকে বিশেষ কেয়ার করেই এসেছে। আর সত্যি বলতে কী, রিজুলেরও এ ব্যাপারে কোনও ছুঁৎমার্গ নেই! মানে ছিল না। কিন্তু এখন? এখন গল্পটা পালটে গিয়েছে। রিজুলের মনটা সব সময় কেমন যেন ভারী হয়ে থাকে। কেমন যেন মনে হয় কিলের বিকেলবেলার ওই হেঁটে-যাওয়াটুকু যদি না দেখতে পায়, তবে গোটা দিনটার মানেই থাকে না কোনও!

আমেরিকা থেকে যখন চলে আসতে হয়, তখন কিন্তু ন্যাটালির জন্য ওর মনখারাপ হয়নি। ন্যাটালি একটু মুখ ভার করেছিল, কিন্তু রিজুলের কিছু

www.monersathe.com

মনে হয়নি। বরং কোথায় যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। মনে হয়েছিল বাঁচা গেল। সম্পর্ক মানেই তো জড়িয়ে পড়ার ভয়। আটকে পড়ার ভয়!

কিন্তু এখানে আর অমন করে বেঁচে যেতে ইচ্ছে করছে না রিজুলের। বরং আটকেই পড়তে চাইছে। মনে হচ্ছে একে না পেলে বাকি লাইফ দীর্ঘশ্বাসের ভ্যারিয়েবল ইক্যুয়েশন গুনেই কাটাতে হবে।

অবজারভেটরি থেকে রাস্তাটা বেশ গড়িয়ে নেমে গিয়েছে এক কিলোমিটারের মতো। তারপর বড় রাস্তায় মিশেছে। এ দিকটায় জনবসতি নেই বিশেষ। রিজুলের এই পথটুকু সাইকেল চালাতে কী যে ভাল লাগে!

সাইকেল একটা এসেনশিয়াল যান। আ গ্রিন ভিকেল! আমস্টারডামে দেখেছে প্রচুর মানুষ সাইকেল চালায়! খুব ভাল লেগেছে এই ব্যাপারটা। পৃথিবীটা ক্রমশ হিটলারের গ্যাস চেম্বার হয়ে উঠছে। কিন্তু কারও কোনও খেয়াল আছে?

বড় রাস্তা থেকে শহর আরও দু'কিলোমিটারের মতো। কিন্তু বুধ আর শুক্রবার বাদামপাহাড়ের টারমিনাসে গিয়ে বাস থেকে নামে না ঝিল। তার আগেই, শহরে ঢোকার মুখটায় নেমে যায়। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে যায় ব্রিগ্যাঞ্জাদের বাড়ি।

মিস্টার আর মিসেস ব্রিগ্যাঞ্জার বয়স হয়েছে বেশ। ছেলেপুলে নেই। তার বদলে একটা সুন্দর কাবুলি বিড়াল আছে। তাকেই সন্তানের মতো আগলে রাখেন ব্রিগ্যাঞ্জারা। ওঁদের কাছে কী করতে যায় ঝিল, সেটা জানে না রিজুল। কিন্তু যায়, সেটা জানে।

সেখানে আধঘণ্টা মতো থাকে ঝিল। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে নিজের বাড়ির দিকে এগোয়।

শহরের একপাশে ওদের বিরাট বড় বাড়ি। উঁচু পাঁচিল দেওয়া। মূল শহরের থেকে আঁকাবাঁকা রাস্তা চলে গিয়েছে ঝিলদের বাড়ির দিকে। পথটার দু'ধারে পাইন আর দেবদারু গাছের লম্বাটে জঙ্গল। পিছনে ঢেউ খেলানো পাহাড়ও দেখা যায়।

ব্রিগ্যাঞ্জাদের বাড়ি থেকে ঝিলের নিজের বাড়ি যাওয়ার পথটুকু রিজুল

www.monersathe.com

অলক্ষ্যে থেকে সঙ্গ দেয় ওকে। কেন যে ঠিক সাহস করে গিয়ে কথা বলতে পারে না, সেটা বোঝে না নিজেই। আগে তো এমন হয়নি। মেয়েদের সঙ্গে খুব সহজেই মিশতে পারে, কথা বলতে পারে রিজুল। ছোট থেকেই। কিন্তু এখানেই কেন যে এমন আটকে যাচ্ছে, ওকে বুঝতে পারছে না। নিজের উপরই বিরক্ত লাগে ওর। ফালতু টিনএজারের মতো আচরণ করছে!

এই দুটো দিনই মূলত ঝিলকে দেখতে পায় ও। রোজ ঝিল পড়তে যায় না। তাই বাড়ি থেকেও বেরোয় না বিশেষ। ফলে এই দুটো দিন মিস করলে চলে না।

কলকাতায় থাকার সময় বাদামপাহাড় বলে যে কোনও জায়গা আছে, সেটা জানত না রিজুল। অবজারভেটরিতে চাকরি পাওয়ার পর জানতে পারে! নামটা শুনেই ভাল লেগেছিল ওর। আর এখানে এসে তো কথাই নেই।

মিতুদের বাড়িতে এখন পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকে রিজুল। রাঠিস্যারই ঠিক করে দিয়েছিলেন এটা।

এখানে বাড়িগুলো বাংলো ধরনের। সামনে-পিছনে বেশ জায়গা আছে। আর আছে বড়-বড় গাছ! দেবদারু, পাইন, রেন ট্রি! খুব সুন্দর!

মিতুদির দশ বছর বয়সের একটা ছেলে আছে। ভিটো। রিজুলের সঙ্গে খুব ভাব। প্রথমদিন রিজুলকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি কি অ্যাস্ট্রোনট?"

রিজুল হেসেছিল খুব। তারপর বলেছিল, "না, তবে আস্ট্রোনমার বলতে পারো।"

ভিটো বড়-বড় চোখ করে বলেছিল, "দারুণ তো! আমায় এক দিন তোমাদের ল্যাবে নিয়ে গিয়ে টেলিস্কোপ দেখাবে? আই ওয়ন্ট টু সি অবজেক্টস বিয়ন্ড আর্থ।"

বাদামপাহাড় জায়গাটা মূলত রেসিডেন্সিয়াল জোন। আর বাদামপাহাড় থেকে সাত কিলোমিটার দূরের আলোঝোরা হল এখানের কমার্শিয়াল

www.monersathe.com

টাউন। দুটো পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বড় রাস্তাটাই বাদামপাহাড়কে জুড়েছে আলোঝোরার সঙ্গে!

ভাল কলেজ নেই আলোঝোরায়। কিন্তু একটা বড় মিশনারি স্কুল আছে। সেখানেই পড়তে যায় ভিটো। মিতুদির স্বামী নেই। মারা গিয়েছে বছর চারেক আগে। মায়ের সঙ্গে এখানেই থাকে তাই। রিজুলের মনে হয় মিতুদি আর মিতুদির মা, মানে মধুকাকিমা, যেন দু'জনে দুই মেরুর মানুষ!

ব্রিগ্যাঞ্জাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে এসে থামল রিজুল। পাশেই একটা ছোট স্টেশনারি স্টোর্স আছে। সেখান থেকে চুয়িংগাম কিনল। আর-একবার দেখল বাড়িটাকে। ব্রিগ্যাঞ্জাদের বাড়ির পাশে চারটে বড়-বড় দেবদারু গাছ আছে। তার ছায়ায় অদ্ভুত সুন্দর লাগে বাড়িটাকে! রিজুল ভাবল ও কি দেরি করে ফেলেছে আসতে? ঝিল কি বেরিয়ে গিয়েছে?

চাকরি নিয়ে এখানে আসার দশ দিনের মাথায় ঝিলকে দেখেছিল রিজুল। আলোঝোরায় গিয়েছিল মোবাইল ফোনের কানেকশন নিতে। তখনও সাইকেল কেনা হয়নি। তাই বাস ধরবে বলে দাঁড়িয়েছিল স্টপে। দার্জিলিংয়ের দিক থেকে আলোঝোরা হয়ে বাস যায় বাদামপাহাড় অবধি। খুব বেশি লোক হয় না। তাই লাইনের বালাই নেই।

সেদিন বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিল রিজুল। আচমকা একগুচ্ছ মেয়ের কিচিরমিচির কানে এসেছিল ওর। ও ঘুরে তাকিয়েছিল। আট-দশটা মেয়ে। কাঁধে ব্যাগ। হাতে খাতা-বই। নিজেদের মধ্যে গল্প করতে-করতে আসছিল বাসস্টপের দিকে।

একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল রিজুল। কিন্তু তখনই ওর চোখে পড়ে ঝিলকে। সবার মধ্যে থেকেও যেন সেখানে ছিল না মেয়েটা। মাথা নিচু। বাঁ হাতে ধরা ব্যাগ। কবজিতে নীল বেল্টের ঘড়ি। কী ছিল সেই মাথা নিচু করে হাঁটার মধ্যে? চোখ তুলে আলতো তাকানো, না-তাকানোর মধ্যে? রুমাল দিয়ে চেপে-চেপে মোছা ঠোঁটের উপরে জমে থাকা শিশির ফোঁটাগুলোর মধ্যে? জানে না রিজুল!

ও শুধু জানে সেই দিন, সেই মুহূর্তে ওর পৃথিবী পালটে গিয়েছিল। শ্বাস-

www.monersathe.com

প্রশ্বাসের ভিতর ঢুকে পড়েছিল অজস্র হরিণ। জানে ওই না-তাকানোটুকুর মধ্যে, না-থাকাটুকুর মধ্যে জন্ম নিয়েছে বহু-বহু বছরের বসন্তকাল!

"ক'টা বাজে ভাই?"

রিজুল মুখ তুলে তাকাল। অচেনা একজন মানুষ। কাঁধে একটা ব্যাগ। তাতে প্লেনের ট্যাগ লাগানো। মানে এখানে নতুন এসেছে!

রিজুলের অবাক লাগল। ঘড়ি না-ই পরতে পারে মানুষ, কিন্তু মোবাইল তো আছে। তাও সময় জিজ্ঞেস করছে!

লোকটা বলল, "এখানে কোনও মোবাইলের রিপেয়ারিং শপ আছে? আমারটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

রিজুল হাসল, "সাড়ে চারটে। আর শপ এখানে পাবেন না। আলোঝোরায় যেতে হবে। তাও সেখানে সার্ভিস সেন্টারটা ছোট। তেমন খারাপ হলে পারবে না সারাতে।"

"বিপদ হল!" লোকটা মাথা নাড়াল, "কী করি এখন?"

রিজুল হাসল। ও কী বলবে আর! লোকটা দোকান থেকে চকোলেট কিনল বেশ কয়েকটা। তারপর রিজুলের দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নেড়ে এগিয়ে গেল সামনে।

টুরিস্ট কি? এখানে তেমন তো কেউ আসে না! রিজুল ভাবল, যাক গে, ওর কী দরকার! ও সামনে তাকাল আবার। মেয়েটা আসেনি নাকি? এত সময় হয়ে গেল!

"কী রে! তুই এখানে এখনও?" খই-এর গলা পেয়ে চমকে তাকাল রিজুল। এ আবার কোথা থেকে এল! ওর তো সন্ধেবেলা বাড়িতে আসার কথা!

"তুই?" রিজুল মনে-মনে একটু বিরক্ত হল। এই সময়টা ওর নিজের। এই সময় ও ঝিলের জন্য তুলে রাখে। সেখানে অন্য কেউ ঢুকলে খুব বিরক্ত লাগে ওর।

"ঝিলের জন্য দাঁড়িয়ে আছিস?" খই জিজ্ঞেস করল।

www.monersathe.com

"তোকে জানতে হবে?"

হাসল খই, বলল, "আমিই কিন্তু মেয়েটার নাম-ধাম তোকে বলেছিলাম। মনে আছে কি তোর?"

"তো?" রিজুল ভুরু কোঁচকাল, "তুই না বললেও আমি দু'দিনের মধ্যে বের করে নিতাম।"

"রবিদা কেলিয়ে ভেলপুরি করে দিত তোকে। জেনে নিতাম! ওর বোনের দিকে কেউ তাকালে তার কী করে জানিস?" খই অবজ্ঞায় নাক টানল, "নেহাত আমি জানি, তাই বললাম। আর আমাকেই এখন কাটাচ্ছিস?"

রিজুল কথা না বলে চুপ করে গেল।

এখানে আসার পর খই-এর সঙ্গেই আলাপ হয়েছে ওর। বন্ধুত্বও বলা যায়। আসলে রিজুল ওকে যতটা না বন্ধু ভাবে, খই ভাবে তার চেয়ে বেশি! ওর সব প্রাণের কথা যেন বলতেই হবে রিজুলকে!

খই আবার বলল, "শোন, ও নেই। আজ বেরয়নি বাড়ি থেকে। আসেনি এখানে।"

"কেন?" রিজুলের অবাক লাগল। ও জানে আলোঝোরায় একটা স্টাডি সেন্টারে পড়তে যায় ঝিল। ইংরিজিতে এমএ করছে। এই ক'মাসে কামাই তো করেনি মেয়েটা! আজ কী হল?

খই বলল, "আমি কী করে জানব কী হল! জাস্ট দেখলাম ওদের বাড়ির বাগানে বসে আছে।"

"তোকে বলেছিলাম না ওর মোবাইল নম্বরটা জোগাড় করতে!"

"আরে! মেয়েটা মোবাইল ইউজ় করে না।"

"মানে?" রিজুল অবাক হল, "ইউজ় করে না মানে? কেন?"

"রবিদা পছন্দ করে না শুনেছি। আর শোন, নিজে গিয়ে কথা বলিস না কেন? এত ভয় নিয়ে পেরেম করবে?"

"বলব, বলব, ইন গুড টাইম বলব," রিজুল কথা ঘোরাতে বলল, "তুই কী বলবি বলছিলি? কী দরকার আছে তোর? এখনই বল।"

"হ্যাঁ, শোন না, রুলিপাড়ায় একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে। আমি তাতে

www.monersathe.com

যোগ দিয়েছি। সেখানে আমরা একটা ফ্রি কোচিং সেন্টার খুলছি। কুলিপাড়া থেকে ছোটরা আসবে। ওদের পড়াবার একটা বন্দোবস্ত করছি।"

"তাতে কী? চাঁদা লাগবে?" রিজুল জিজ্ঞেস করল, "বলিস কত দিতে হবে, দেব।"

"হ্যাঁ, দিতে তো তোকে হবেই। তবে চাঁদা নয়, সময়। ক্লাস ইলেভেন আর টুয়েলভের ছাত্রছাত্রীদের সায়েন্স গ্রুপটা সপ্তাহে দু'দিন ফ্রিতে পড়িয়ে দিতে হবে। এক ঘণ্টা করে দুটো ক্লাস। এক দিন অঙ্ক, আর-একদিন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি।"

"পাগলা নাকি তুই?" রিজুল মাথা নাড়ল, "আমি পড়াব? অঙ্ক? সায়েন্স? এইচএস?"

খই বলল, "কেন? প্রবলেম কী? পড়াতে পারবি না? প্রেমে পড়ে সব গোল্লায় গেল নাকি?"

"আরে পারব না কেন? কিন্তু সারাদিন খাটাখাটনির পরে এসব করতে হবে? ভাগ। অন্য লোক দেখ। আমার দ্বারা হবে না!" রিজুল সাইকেলটা হাঁটিয়ে বাড়ির দিকে এগোল।

মনটা খারাপ হয়ে আছে। রাগ হচ্ছে। কেন এল না ঝিল? সপ্তাহে দু'দিন ক্লাস করে, তাতেও কামাই? এমন করলে তো রেজাল্টটা ভোগে যাবে একদম! আর এক দিন পড়তে যাবে না ঠিক আছে, কিন্তু ব্রিগ্যাঞ্জাদের বাড়িতে তো আসতে পারত। বুড়ো-বুড়ি একা থাকে। তাদের খবরাখবর তো নিতে হয় একটু!

"কী রে, মাথা গরম হয়েছে?" খই পাশে হাঁটতে-হাঁটতে খিকখিক করে হাসল।

"দিমাগ খারাপ করিস না," চাপা গলায় বলল রিজুল।

"শোন না," খই আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল রিজুলকে, "তুই পড়াবি তো? আমি বলে দিচ্ছি তবে আমাদের সেক্রেটারিকে যে, রিজুল পড়াচ্ছে!"

"মারল শালা এক লাথ!" রিজুল ঝাঁঝিয়ে উঠল, "কানে কথা ঢুকছে না? পড়াব না, না, না।"

www.monersathe.com

"তাই?" আবার হাসল খই, "পরে কিন্তু এসে আমার হাতে-পায়ে ধরিস না যে পড়াতে নে, পড়াতে নে।"

"তোর কাছে? হাত-পায়ে ধরব? কেন?"

খই তাকাল রিজুলের দিকে। চোখ দুটো স্থির। আবছা একটা হাসি মুখে। ও সময় নিয়ে কেটে-কেটে বলল, "ওখানে ঝিল পড়াবে। রাজি হয়েছে ও। রবিদাও রাজি। আর তোর পরের ক্লাসটা ওর। সপ্তাহে দু'দিন। বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ। বুঝলি? কী বুঝলি? তাই লাস্ট টাইম জিজ্ঞেস করছি। তুই কি পড়াবি?"

www.monersathe.com

॥ ২ ॥

চোদ্দো বছর! এত দিন কেটে গেল! কীভাবে? কোথা দিয়ে গেল কেটে এতটা সময়? আর সত্যি কাটল কি?

রোদের রংটা অদ্ভুত এখানে। বড়-বড় গাছের মাথাগুলো যেন ছুঁয়ে ফেলছে মেঘেদের। আজ হাওয়া দিচ্ছে খুব। দোতলার বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে ওর মনে হচ্ছে আবার যেন ফিরে গিয়েছে চোদ্দো বছর আগের সেই বয়সটাতে। মনেই হচ্ছে না ও এখন আটত্রিশ!

বারান্দাটায় দাঁড়ালে দূরের পাহাড়গুলো দেখা যায়। তার শরীর কেটে তৈরি করা রাস্তার ফিতে বোঝা যায় আবছা। চলন্ত গাড়িগুলোর উইন্ডস্ক্রিনে লেগে ঠিকরে যাওয়া আলো চকমকি পাথরের মতো জ্বলে যেন!

ও নীচের বাগানের দিকে তাকাল। কোণের ছোট্ট কাঠের ঘরটা আছে এখনও। গতকাল এসে দেখেছে তার ভিতরটা। ওর পুরনো মোটরবাইকটা আছে ঠিক। তেরপল দিয়ে ঢেকে রেখেছে জেঠু। ও চলে যাওয়ার পর বেশ কিছু বছর জেঠু চালিয়েছিল ওটা। তারপর এমনিই রাখা ছিল। ও আসবে জেনে জেঠু ওটাকে ঠিক করিয়ে রেখেছে। যদি চালায়!

বাইকটাকে দেখে বিহানের কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল। প্রেমিকার অন্যের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর প্রেমিকাকে দেখলে যেমন লাগে, তেমন লাগছিল ওর!

বারান্দা থেকে নিজের ঘরে গেল বিহান। ওর পুরনো ঘরটাতেই থাকতে দেওয়া হয়েছে ওকে।

মেঝে থেকে ব্যাগটা তুলে বিছানায় রাখল বিহান। এখনও কিছুই

www.monersathe.com

বের করে আলমারিতে গুছিয়ে রাখা হয়নি! জেঠিমা বলেছিল গুছিয়ে রাখবে। কিন্তু ও বারণ করেছে। এখন নিজের কাজ ও নিজেই করতে পারে!

ব্যাগের হ্যান্ডেল থেকে প্লেনের ট্যাগটা খুলে ও ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিল। তারপর সোয়েটার বের করল একটা।

শীত পড়েছে বেশ। তবে হাফহাতা সোয়েটারেই ওর হয়ে যাবে।

পাশের ঘরেই ঠাকুমা থাকে। বেরোবার আগে একবার দেখা করে যাবে। এই মানুষটার জন্যই তো এত বছর পর আবার ফিরতে হল। বিহান তো ঠিক করেই নিয়েছিল আর কোনও দিন ফিরে আসবে না বাদামপাহাড়ে!

দরজায় উঁকি দিল ও। ঠাকুমা চোখ বুজে শুয়ে আছে। পাশে নার্সদিদিটি পেপার পড়ছে। ওকে দেখে পেপার সরিয়ে হাসল। বিহান হেসে ইশারা করল যে ঠাকুমাকে জাগাবার দরকার নেই!

"বেরোচ্ছিস?" ঠাকুমা চোখ খুলে তাকাল ওর দিকে।

"আরে! কী করে বুঝলে আমি এসেছি?"

"কেমন আফটার শেভ মাখিস জানিস না?" ঠাকুমা হাসল, "খেয়েছিস?"

"হ্যাঁ ঠাকুমা। আলোঝোরায় যাব। কাল ট্রেনে করে আসার সময় মোবাইলটা বিগড়েছে। দেখি ঠিক হয় কী না!"

ঠাকুমা ইতস্তত করল একটু। তারপর বলল, "পারলে একবার ওদের বাড়ি যাস। মেয়েটাকে দেখে আসিস।"

বিহান বলল না কিছু। সামনে নার্সদিদি বসে আছে। ও চায় না বাইরের লোকের সামনে কিছু বেরিয়ে পড়ুক।

বিহান বলল, "আমি আসি ঠাকুমা। তোমার জন্য আনব কিছু?"

ঠাকুমা হাসল, "বউ আন একটা। বুড়ো হতে চললি। এখনও আইবুড়ো থাকবি?"

বিহানও হাসল পালটা। বলল, "এখন সব কিছুর আগেই 'আই' ঠাকুমা। তাই বুড়োর আগেও তো ওটাই থাকবে, তাই না! আমি আসি।"

www.monersathe.com

আজ সকালের রোদটা কী যে ভাল লাগছে বিহানের। আমাদের দেশের রোদ আর ছায়ার মধ্যে কী যে একটা ব্যাপার আছে, সেটা আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না বিহান। কম দেশ তো আর দেখা হল না! সাউথ পোল ছাড়া আর সমস্ত মহাদেশ ঘোরা হয়ে গিয়েছে ওর! তাও এই উপমহাদেশ। তার ভিতরের এই ছোট্ট রাজ্য। আর রাজ্যের ভিতরের এই ছোট্ট, পুঁচকি শহরটার রোদে কী আছে যা আজও এমন করে বুকের ভিতরে আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়!

বাড়ির থেকে রাস্তায় নেমেই বড়-বড় দুটো রেন ট্রি দেখল বিহান। একটা গাছের একটু উপর থেকে বেরনো মাটির সমান্তরাল ডালটা এখনও আছে! এটাতেই দোলনা টাঙিয়েছিল ও একটা। কাঠের পিঁড়ে ফুটো করে তাতে নাইলনের দড়ি আটকে তৈরি করেছিল দোলনাটা। শুধুমাত্র ওকে এখানে এনে বসাবে বলে! ওর হাসিটুকু দেখবে বলে!

এখন কে আনন্দ দেয় ওকে? কে হাসি ফোটায় ওর মুখে?

ওর ছুটকো-ছাটকা খবর পেত বিহান। ঠাকুমার লেখা চিঠি থেকেই পেত। জেঠু-জেঠিমা ওদের এড়িয়ে চলত বলে তেমন কিছু জানতে পারত না। তবে আসল খবর দুটো তো পেয়েই ছিল। ভাল আর খারাপ। দুটো খবরই। যদিও দুটোর মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় সাত বছরের!

বিহান ক্যামেরার ব্যাগটা নিয়েছে সঙ্গে। এটা ওর কবচ-কুণ্ডল। শরীরের এক্সটেনশন। সারা পৃথিবীতে এটার জন্যই তো ওর ঘোরাঘুরি। এটার জন্যই তো ওর দাম!

বিহান ব্যানার্জিকে ল্যান্ডস্কেপ ফোটোগ্রাফির জন্য চেনে লোকে। নামকরা একটা বিদেশি ম্যাগাজিনের হয়ে কাজ করে বিহান। তাদের ট্র্যাভেল গাইড সেকশনের জন্য ওকে ঘুরতে হয় বিস্তর।

কিছু দিন আগে মাচুপিচ্ছুতে থাকাকালীন ও ফোন পেয়েছিল মায়ের। ঠাকুমা খুব অসুস্থ। তাই একবার দেখতে চায় বিহানকে। ওকে বাদামপাহাড় যেতে হবে!

মাকে তখনই 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছু বলেনি বিহান। কাজ আছে বলে বাহানা

www.monersathe.com

করেছিল। আসলে সময় নিচ্ছিল ও। নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা দরকার ছিল বলেই সময় নিচ্ছিল।

সাতদিন পরে লন্ডনে ফিরে ও ফোন করেছিল মাকে। অফিস থেকে ওকে অ্যাপার্টমেন্ট দিয়েছে ওখানে। বেশ বড়। সুন্দর!

ওর ফোন পেয়ে মা রাগ করেছিল খুব। বলেছিল, "কী এমন তালেবর হয়েছিস, যে নিজের ঠাকুমার কাছে যেতে চাইছিস না? তোর জেঠুর মেয়ে আর তুই। এই দু'জনেই তো নাতি-নাতনি। তোকে কত ভালবাসে ঠাকুমা ভুলে গেলি? সে দেখা করতে চাইছে আর তুই যাচ্ছিস না? লজ্জা হওয়া উচিত তোর!"

মা চিরকাল বকে বিহানকে। ছোট থেকেই মিলিটারি শাসনে রেখেছে। মাঝের চোদ্দো থেকে চব্বিশ অবধি স্বাধীন হয়েছিল বিহান। বাবার অফিসের কাজের জন্য দেশের বাইরে ছিল মা-বাবা। তখন জেঠুর বাড়িতে ছিল বিহান। স্কুল-কলেজ সব এই সময়তেই।

আলোঝোরার সাহেবি স্কুল থেকে পাশ করে ও ভর্তি হয়েছিল আরও দূরের এক কলেজে। কারণ এখানে কলেজ নেই। তখনও ছিল না।

আর সেই কলেজে যাবে বলেই কেনা হয়েছিল এই বাইকটা। একশো সিসির ছোট্ট, রোগা-পাতলা বাইক। কিন্তু দারুণ তেজ। বাবার কিনে দেওয়া অ্যানালগ এসএলআর ক্যামেরাও সেই সময়ই পেয়েছিল ও! আর তখনই প্রথম চোখে পড়েছিল ওকে!

মায়ের কথা এখনও যতটা সম্ভব মেনে চলে বিহান। তাই ঠাকুমার কাছে আসতেও রাজি হয়েছিল। বুকের ভিতরে তিরতির করে একটা শীতের চড়াই কাঁপছিল বটে, কিন্তু তবু রাজি হয়েছিল। বিহান ভাবে, আচ্ছা ওই কাঁপনটা কি শুধুই ভয়েরই? আনন্দের কি একটুও নয়? এত বছর পরে আবার দেখা হওয়ার যে সম্ভাবনা আছে, তার জন্য কি একটুও ভাল লাগা আসেনি?

কিন্তু ও কী বলেছিল, সেটা আজও মনে আছে বিহানের। তাই ঠাকুমা যতই বলুক ওদের বাড়ি যেতে, ও যাবে না। ওর সামনে গিয়ে কিছুতেই নিজে থেকে দাঁড়াতে পারবে না বিহান!

www.monersathe.com

আলোঝোরায় যেতে হলে বাস ধরতে হবে। ছোট্ট একটা বাস টার্মিনাস আছে শহরটার এক পাশে। রিকশা নেওয়াই যায়, কিন্তু রোদটা দেখে মত পালটাল বিহান। হাঁটবে আজ। সেই পুরনো স্কুল-কলেজের দিনের মতো হাঁটবে।

চোখ বন্ধ করে ও এখনও বলে দিতে পারে সব। সামনের উতরাইটা পেরোলে রামাধীনের কাঠের গোলা। তারপর শিলুআন্টির ছোট্ট গাছের দোকান। সেটা পার করে আর-একটু হাঁটলেই জার্মানবাড়ি! তারপর রাস্তা। সেখান থেকে বাঁ দিকে গেলে প্রথমে বাজার, তারপর বাস টার্মিনাস। আর সেই পথেই ওর বাড়ি!

আর-একটা পথ আছে। তবে ঘুরে আসতে হয়। গতকাল সেই পথেই বাড়িতে এসেছে বিকেলবেলা। কিন্তু এখন খুব ইচ্ছে করছে বাঁ দিকের পথে যেতে। মনে হচ্ছে কে যেন জোর করে পা দুটোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওই দিকে!

বড় রাস্তা থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিল বিহান। আর বাঁক নিয়েই থমকে গেল। ফাঁকা রাস্তার মাঝখানে বসে আছে একটা ছেলে। গায়ে ময়লা ঢোলা সোয়েটার। তার সঙ্গে সবুজ পায়জামা পরা। গালে খামচা-খামচা দাড়ি। মাথার চুলগুলো তেল দিয়ে আঁচড়ালেও কেমন যেন দাঁড়িয়ে আছে পিছন দিকে।

একটা বড় কুকুরকে মাটিতে শুইয়ে আদর করছে ছেলেটা। বাঁ হাতে ধরা একটা কেক ভেঙে-ভেঙে খাওয়াচ্ছে।

বিহান দাঁড়াতেই ছেলেটা মুখ তুলে চাইল ওর দিকে। একটু সময় নিল। তারপর আচমকা তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠল। প্রায় দৌড়ে এল বিহানের দিকে। বিহান চমকে গেল একটু। পাগল নাকি? মানসিকভাবে অসুস্থদের একটু ভয় পায় ও।

"আরে, বিহানদা তুমি?"

বিহান অবাক হল। ওকে চেনে? কে ছেলেটা? ও তো চিনতে পারছে না!

www.monersathe.com

আসলে চোদ্দো বছর আগেকার বিহান আর আজকের বিহান তো এক নয়। এখন মোটা গোঁফ রাখে ও। মাথার চুল কিছুটা পাতলা হয়েছে। চোখে চশমা উঠেছে। তাতেও চিনে ফেলল। আশ্চর্য!

"আমায় চিনতে পারছ না?" ছেলেটা গ্যালগ্যাল করে হাসল।

বিহান দেখল কুকুরটা পিছন-পিছন এসে গাঁ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ছেলেটার।

বিহান হাসল, "ঠিক মানে..."

"আরে, আমি বিপু। বিপ্লব! সেই যে গো রবিদা তোমায় পেটাল। মনে নেই? তুমি কাঁদছিলে? আমি দেখছিলাম দাঁড়িয়ে! আমি সেই বিপু। বিপ্লব!"

"ও বিপু!" হাসল বিহান। আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল সেই বিকেলটা। মনে পড়ে গেল ওদের বাড়ির কাছের মাঠটায় সেই ঘটনার কথা!

"তুমি? কী ব্যাপার? এখানে কী করছ? তোমার স্টুডিয়োর দোকান বন্ধ নাকি?"

কী বলবে ঠিক বুঝতে পারল না বিহান। কী বলতে চাইছে ছেলেটা? চিরকালই একটু অন্যরকম ছেলে বিপ্লব। এখন দেখে মনে হচ্ছে যেন আরও অন্যরকম হয়ে গিয়েছে!

"তুই কেমন আছিস?" বিহান জিজ্ঞেস করল।

"আমি তো আছি। শুধু মাঝে-মাঝে রবিদা ক্যালায়। কে জানে কেন। আমি চুপচাপ মার খেয়ে নিই। তা ছাড়া ভাল আছি। আর একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি। দেখি কবে কাজ শুরু করতে পারি!"

"প্রজেক্ট?" বিহান অবাক হল।

"হ্যাঁ, বিপ্লব। অনেক প্রেম-ফেম হয়েছে। এবার বিপ্লব করব। তুমি আমার একটা কাজ করে দেবে?"

"আমি?" বিহান ঘড়ি দেখল। আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়া গেল!

"আমার কয়েকটা ছবি তুলে পোস্টার বানিয়ে দেবে? গোটা বাদামপাহাড়ে সাঁটব। তারপর সব বদলে দেব। পুরো সিস্টেম বদলে দেব।"

www.monersathe.com

বিহান হাসল, "ঠিক আছে। দেব।"

"তোমার স্টুডিয়োর দোকানটা কোথায় বলো তো? কেমন চলছে ব্যবসাপত্তর তোমার? তেমন হলে বোলো, আমার দলে নিয়ে নেব। কেমন?" বিপ্লব নিচু হয়ে কুকুরটার গলায় হাত বোলাতে শুরু করল আবার।

"আচ্ছা," হাসল বিহান, বলল, "আমি আসি?"

"দশটা টাকা দেবে?" হাত পাতল বিপ্লব, "একটা কেক কিনব। সিন্ডারেলার খিদে পেয়েছে। ধার হিসেবে নিচ্ছি। ফেরত দিয়ে দেব।"

বিহান টাকাটা দিয়ে বলল, "ফেরত দিতে হবে না। আমি আসি রে।"

জোর পায়ে হাঁটা দিল বিহান। আলোঝোরায় গিয়ে আজই ঠিক করাতে হবে ফোনটা। না হলে বিপদ আছে। ও যেখানেই যায় না কেন, অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। ওদের শুটিং কোঅর্ডিনেটর মেয়েটার নাম অড্রে। খুব ভাল মেয়ে। কিন্তু প্যানিক করে খুব। এই যে কিছুদিন ছুটি নিয়ে এসেছে, তাতেই ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

সামনের জানুয়ারিতে অস্ট্রিয়া যেতে হবে ওদের। উইন্টার ফেস্টিভ্যাল আছে। অড্রে সেই নিয়ে এখন থেকেই হাইপার হতে শুরু করেছে। রোজ চার-পাঁচ বার করে ফোন করে।

গতকাল সকালের পরে ফোনে ওকে পাচ্ছে না অড্রে। কী যে করছে মেয়েটা! আই-প্যাডে সিম নেই ওর। ফোনটা ঠিক না করাতে পারলে সিমটা আই-প্যাডে লাগিয়ে নেবে।

হাতের মোবাইলটা দেখল বিহান। খুব সফিস্টিকেটেড জিনিস। আলোঝোরায় সারানো যাবে তো!

"আরে তুমি?"

সামান্য অন্যমনস্ক ছিল বলেই সামনে থেকে আসা প্রশ্নটা শুনে চমকে গেল বিহান। রাস্তার পাশের বাড়িটা দেখে ধক করে উঠল ওর বুকটা। খেয়ালই করেনি এ বাড়িটার সামনে চলে এসেছে! ও দেখল বড় দোতলা

www.monersathe.com

বাড়িটা যেন দু' হাত মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। পাশের সজনে গাছটাও কত্ত বড় হয়ে গিয়েছে।

"কী খবর তোমার? কতদিন পরে এলে!" মোহন এগিয়ে এল ওর দিকে।

বিহান হাসল। তবে কষ্ট করে। শরীর বেশ কিছুটা ভেঙে গেলেও মোহনকে চিনতে পেরেছে ও। এতদিন পরে আবার বুকটা কেমন যেন করছে! শ্বাস পড়ছে দ্রুত। ভাল লাগা আর কষ্ট একসঙ্গে হলে এমন লাগে।

মোহন বলল, "এসো, বাড়িতে এসো।"

"না কাকু, পরে আসব। একটু তাড়া আছে," বিহান কাটাবার চেষ্টা করল।

"বললেই হবে। এসো..." মোহন হাত ধরে জোর করে টানল বিহানকে।

উপায় নেই। বিহান ধীরে-ধীরে এগোল বাড়িটার দিকে।

ঠিক হচ্ছে না। এটা ঠিক হচ্ছে না একদম! ওর তো সামনে আসারই কথা নয়। কোনও দিন মুখ দেখাবার কথা নয়। তবে কেন যাচ্ছে ও?

মোহন খুব ভালবাসত ওকে। তাই কি হাত ছাড়াতে পারছে না? নাকি দেখতে ইচ্ছে করছে সেই মুখটা? আলতো চাপা নাকের দু'পাশের ছোট্ট দুটো তিল কি আবার দেখতে ইচ্ছে করছে ওর!

"এই দেখ মিতু, কাকে ধরে এনেছি দেখ!" মোহন বাড়ির সামনে বাগানটায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকল।

চোখ বন্ধ করে নিল বিহান। এই ভয়টাই পাচ্ছিল ও। আবার এই জন্যই মনে মনে এতদিন অপেক্ষাও তো করছিল!

একটা বাচ্চা ছেলে ক্রিকেট ব্যাট হাতে দৌড়ে বেরিয়ে এল। ফরসা, এক মাথা কোঁকড়া চুলে-ঘেরা একটা মুখ। টানা ভুরুর তলায় কৌতূহলে টগবগ করছে দুটো চোখ।

"কে গো দাদাই?"

"বলছি, বলছি, তোর দিদা আর মা কোথায়?"

www.monersathe.com

"দিদা স্নান সেরে পুজো করছে। আর মা ভিতরে। একজন এসেছে। কথা বলে আসছে।"

"ডাক তাড়াতাড়ি। কতদিন পরে ও এল জানিস?" মোহন ফিরল বিহানের দিকে। বলল, "এ হল ভিটো। মিতুর ছেলে।"

বিহান হাত বাড়াল, "হাই। আমি বিহান।"

"নাইস টু মিট ইউ!" ভিটো হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল।

ছোট্ট নরম হাতের পাতা বন্ধ হয়ে গেল ওর হাতের মধ্যে। খুব ভাল লাগল বিহানের। আর আচমকা, কোনও কারণ ছাড়াই মনে হল এই ছেলেটা তো ওরও হতে পারত!

"কে এসেছে কাকু?" মিতু বেরিয়ে এল বাইরে। আর এসেই কেমন যেন জমে গেল একদম।

বিহান একবার তাকিয়েই নামিয়ে নিল মাথা। তার মধ্যেই দেখে ফেলল, সামান্য মোটা হয়ে গিয়েছে মিতু। ভুরুটা প্লাক করেছে। বাকি যা ছিল, তাই!

মোহন বলল, "চুপিচুপি চলে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। ব্যস ধরে এনেছি! কেমন সারপ্রাইজ বল!"

বিহান মাথা নামিয়ে আলতোভাবে বলল, "আমি আসতে চাইনি। মোহনকাকু জোর করে..."

"তাতে কী? আসবি না-ই বা কেন? তোর তো আসা উচিত। কী বল, ঠিক না?"

গলাটা শুনে ছিটকে গেল বিহান। মনে হল কেউ যেন ওর কানে গরম সিসে ঢেলে দিয়েছে। ও দ্রুত মুখ তুলে তাকাল। দেখল, ঘর থেকে বেরিয়ে মিতুর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রবি!

এত বছর পরেও যে রবির গলার ছোবল একটুও কমেনি, ভালই বুঝতে পারল বিহান। ও চোয়াল শক্ত করল। বুঝল সামনের দিনগুলোর ভিতরে বিস্তর দুর্যোগ লুকিয়ে থাকার ইঙ্গিত দিচ্ছে সময়। বুঝল, আসলে এই রোদ, ছায়া বা ছোট্ট শহরটাই শুধু এক থেকে যায়নি, তার সঙ্গে পুরনো অনেক কিছুই আগের মতোই রয়ে গিয়েছে।

www.monersathe.com

॥ ৩ ॥

এক-একটা করে পাথর পড়ছে আর জলের বৃত্ত বড় হতে-হতে মিলিয়ে যাচ্ছে জলে!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেইদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঝিল। শীতের বেলা ছোট হচ্ছে। কুয়াশার মাফলার ধীরে-ধীরে জড়িয়ে যাচ্ছে বাদামপাহাড়ের গলায়। দূরের সবুজ পাহাড়গুলো নীল হতে শুরু করেছে। শামুক-রংয়ের পাতারা ঝরে পড়ছে বাগান জুড়ে!

এমন দিনগুলোয় খুব মনখারাপ লাগে ঝিলের। মনে হয় কী যেন হওয়ার কথা ছিল। কার যেন আসার কথা ছিল। কে যেন বলেছিল নিয়ে যাবে কোথায়! কিন্তু কিছুই হল না! মনে হয়, বুকের ভিতর এত ভালবাসা তো জমল, কিন্তু কার জন্য! কাকে যে দিয়ে যাবে এসব? কার সঙ্গে যে ভাগ করে নেবে এই জলের বৃত্ত! এই কুয়াশার মাফলার! কার সঙ্গে ভাগ করবে এই পাতা খসার শব্দগুলো?

বিপ্লব বসে রয়েছে একটা ভাঙা কংক্রিটের স্ল্যাবের ওপর। আর পায়ের কাছে পড়ে থাকা পাথরের টুকরো ছুড়ে-ছুড়ে মারছে পুকুরে!

ওকে দেখে কষ্ট হয় ঝিলের। ওরও এক ভাই আছে। বর্ধমানে থাকে মায়ের সঙ্গে। ভাইটা কথা বলতে পারে না ঠিকমতো। হাঁ হয়ে থাকে মুখটা। লালা গড়ায়। তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে! পাজামার দড়িটাও নিজে বাঁধতে পারে না!

ওদের একটা টেলারিং শপ আছে। বাবা মারা যাওয়ার পরে মা এখন চালায় সেটা। সঙ্গে বীণামাসি বলে একজন আছে। ওর পড়া, ভাইয়ের চিকিৎসা আর সংসার খরচ, সব চলত ওই দোকানের ভরসায়। কিন্তু সত্যি বলতে কী ভাল করে চলত না কিছুই।

www.monersathe.com

একবার বাদামপাহাড়ে ঘুরতে এসে রবিকে এসব নিয়ে বলেছিল মা। বলেছিল, "তোমার মামা এমন সব টাকাপয়সা নষ্ট করে গিয়েছে যে, মারা যাওয়ার পর আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে।"

রবি শুনেছিল সব। তবে বলেনি কিছু। সেবার বিদেশ থেকে কারা সব এসেছিল বাদামপাহাড়ে। রবির ব্যবসার সঙ্গে নাকি তারা জড়িয়ে। তাই রবি সেবার খুব একটা সময় দিতে পারেনি ওদের। বিদেশ থেকে এলেও লোকগুলো ভারতীয়। দূর থেকে ওদের দেখে বুঝেছিল ঝিল।

বাদামপাহাড় থেকে বর্ধমানে ফিরে যাওয়ার মাসখানেক পরে আচমকা রবি এসেছিল ওদের বাড়ি! সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল খুব।

রবি বলেছিল, "মাইমা, আমি নিতে এসেছি ঝিলকে। ও আমার সঙ্গে ওখানে গিয়ে থাকবে। এখানে তো অনার্সটা করেছে। ওখানে গিয়ে ডিসট্যান্স-এ না হয় এমএটা করে নেবে। তোমার কিছুটা ভার কমবে। আর আমারও ভাল লাগবে।"

মা অবাক হয়েছিল প্রথমে, বলেছিল, "তোমার ওখানে?"

রবি হেসে বলেছিল, "আমার মামাতো বোন তো। আমারও তো দায়িত্ব আছে কিছু। তুমি ভেবো না, আজ থেকে ওর পড়াশুনো, বিয়ে-শাদি সব কিছুর দায়িত্ব আমার। বুঝলে?"

আর মা আপত্তি করেনি। ঝিলকে বলেছিল তৈরি হয়ে নিতে। ঝিলের কি আপত্তি ছিল? ও কি খুশি হয়েছিল? হাসিমুখে এসেছিল কি এখানে?

সারাটা ট্রেন জানলার কাচে মাথা চেপে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল ঝিল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন শুকনো লাগছিল ওর। জ্বালা করছিল!

ওর ছোটবেলার বন্ধুরা... সিনেমা হলের মাঠে ঘুরতে যাওয়া... ছাদের আলতো কোণ... ওর ছোট্ট বিছানা... সব কিছুর থেকে এমন করে ওকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারল মা! ও ঝগড়া করতেই পারত। বারণ করতেই পারত। কিন্তু রবি ওকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতেই মায়ের চোখে যে মুক্তির ঝিলিক দেখেছিল, তাতেই সবচেয়ে বেশি পুড়েছে ও! মা কি তবে এত দিন বাধ্য হয়ে বহন করছিল ওকে?

www.monersathe.com

আগে খুব হাসত ঝিল। এখন আর হাসি আসে না। বাদামপাহাড়ের জঙ্গলে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছে ওর হাসি!

পিসি মানুষটা বেশ ভাল। উপরে-উপরে রাগী ভাব দেখালেও আসলে মনটা নরম। রবির পিসি বলে, ঝিলও পিসি বলেই ডাকে।

সারা বাড়িতে কথা বলা যায় একমাত্র পিসির সঙ্গে। আর ওর বন্ধু বলতে রুলিপাড়ার মেয়ে সাশা।

সাশা বকবক করে বেশি। কিন্তু মেয়েটা ভাল। গান করে খুব সুন্দর। মাঝে-মাঝে বৃষ্টির জঙ্গলে ও আর সাশা ঘুরতে যায়।

প্রথমে নামটা শুনে ঝিল ভেবেছিল এটা কোনও রেন ফরেস্ট নাকি? কিন্তু পরে জানতে পারে যে, জঙ্গলটাতে রেন ট্রি আছে প্রচুর। তাই অমন নাম।

ঘড়ি দেখল ঝিল। সাড়ে পাঁচটা বাজে। বেশ অন্ধকার এখন। এই হ্যাচব্যাকটা নিয়ে জীমূত অপেক্ষা করছে। আজ প্রথম পড়াতে যাবে ঝিল। রবি বলেছে জীমূত গাড়ি করে নিয়ে যাবে, নিয়ে আসবে।

এটা ভাল লাগে না ঝিলের। এ আবার কী! ও ছোট নাকি? আর বাদামপাহাড় খুব সেফ জায়গা। কোনও কিছু হবে না এখানে। তা ছাড়া, রবিকে সবাই যমের মতো ভয় পায়! ঝিল ওর বোন জানে সবাই। কে কী করবে ঝিলের! কিন্তু সেটা কে বোঝাবে রবিকে?

জীমূত ছেলেটাকে ভাল লাগে না ওর। দৃষ্টিটায় একটা জিভ লুকিয়ে আছে। মেয়েরা বোঝে কোন ছেলে কী চোখে দেখছে তাদের। কী করে বোঝে সেটা বলা শক্ত। কিন্তু ঠিক বোঝে!

জীমূতকে দেখলেই ঝিলের মনে হয় জুতো খুলে মারে। গাড়ি চালাবার সময় জীমূত রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে তাকায় ঝিলের দিকে। চোখে চোখ পড়লেও সরায় না দৃষ্টি! ঝিলের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কাউকে বলতে পারে না কিছু!

সেই জীমূত নিয়ে যাবে ওকে! ও মনে-মনে ঠিক করেছে, এর থেকে বেরোবার একটা উপায় ঠিক বের করবে ও!

www.monersathe.com

"কী রে তুই এখানে? পিসি তো খুঁজছে তোকে!"

ঝিল মুখ ফিরিয়ে দেখল ফলক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিপ্লবের নিজের দাদা ফলক। রবির সৎভাই। বয়স বত্রিশের মতো ফলকের। বাড়িতে থেকেও কেমন যেন দূরে থাকে সবার থেকে। এমনকী নিজের মায়ের সঙ্গেও কেমন যেন একটা দূরত্ব আছে ফলকের।

ঝিল বলল, "এই দাঁড়িয়ে আছি।"

"বেশ অন্ধকার হয়ে এল। কী দেখছিস তুই?" ফলক এগিয়ে এল, "ঘরে যা। পিসিকে জানিস তো। না চেঁচিয়ে কথা বললে রাতে ঘুম হয় না!"

ঝিল ঘরের দিকে গেল। যেতে-যেতে শুনল ফলক বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বিপ্লবকে বলছে, "এই ঘরে আয়। সন্ধে হয়ে গেছে। পুকুরে ঢিল মারছিস কেন? ঘরে আয় বলছি।"

"কী রে ঝিল, বেরোবি বললি, কিন্তু এখনও যাসনি তো! যাবি না?" পিসি গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

ঝিল বলল, "হ্যাঁ যাব। সাশা আসবে। ও বাজারে গিয়েছে। বলেছে একসঙ্গে যাবে। তাই...

"ওই মেয়েটা? ওটা মেয়ে না ছেলে? এমন পোশাক-আসাক করে!"

ঝিল কী বলবে বুঝতে পারল না! কে কেমন পোশাক পরবে সেটা নিয়ে কথা বলাটা কি শোভন! ভাল লাগে না ঝিলের একদম।

পিসি বলল, "তুই খেয়েছিস? কর্নফ্লেক্স-দুধ তো নেতিয়ে গোবর হয়ে গেল!"

কর্নফ্লেক্স! দুধ! ইস! রুলিপাড়ায় বুলেট ক্লাবের পাশে দারুণ ফুচকা বসে। কোথায় সেটা খাবে, না দুধ! কী যে করে সাশাটা! এখনও এল না! সাশাদের বাড়িটা বেশ বড়। দুই দাদা, বাবা, মা সবাই আছে ওর। ওদের বাড়িতে গেলে মনে হয় যেন সারাবছর দুর্গাপুজো লেগে আছে! কী যে ভাল লাগে!

ঝিল ভাবে ওরও যদি এমন ভাগ্য হত! এ কোথায় পড়ে রয়েছে ও?

www.monersathe.com

অন্যের দয়ায়! আর মা? মাও কি সহজেই ওকে ছেড়ে দিল! যেন ঘাড় থেকে নামিয়ে দিল বোঝা!

এখানে ও বেশি দিন থাকবে না। চলে যাবে। না, মায়ের কাছেও যাবে না। ও কলকাতায় যাবে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষকতা করবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে। অন্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার মতো অভিশাপ আর কিছু হয় না!

ও বলল, "ওটা খাব না পিসি। মানে, ইচ্ছে করছে না!"

"তো কী খাবি? ওই রাস্তায় পোড়া মোবিলে ভাজা চপ আর নোংরা হাতে বানানো ফুচকা! এসব খেলে স্কিন ঠিক থাকবে? ভগবান এমন রূপ দিয়েছে বলে অবহেলা করিস না। সইবে না বলে দিলাম।"

ভগবান দিয়েছে? রূপ? সেটা কি খুব দরকারি? সাশা বলে, "ন্যাকামো করিস না। এমন দেখতে তো তাই মালুম পাস না। সুন্দর হওয়া কত দরকার জানিস? এমনি-এমনি কি সারা পৃথিবীতে এত বিউটি প্রোডাক্টের রমরমা?"

সুন্দর হতে কে চায়? কোনও দিন এটাকে অ্যাডভান্টেজ বলে মনে হয়নি ওর। বরং বর্ধমানে থাকার সময় এর জন্য নানা অস্বস্তিতে পড়েছে। টিউশনের স্যার, মুদি দোকানের মালিক থেকে পিছনে ধাওয়া-করা আর চিঠি-পাঠানো সব বজ্জাতের দলকে সহ্য করতে হয়েছে।

ও রেগে যেত। মনে হত জুতো খুলে খুব পেটায়। কিন্তু ভয় পেত মা। বীণামাসিও বলত চেপে যেতে। বলত, কে কী করে দেবে! আর অ্যাসিড মারে যদি? যদি জোর করে তুলে নিয়ে যায়! আর রেপ তো এখন খুব সহজ কাজ যেন! জানোয়ারগুলো তো দাঁত-নখ বের করেই আছে! মাথা নিচু করে থাকতে হত ঝিলকে। দাঁত চেপে সহ্য করতে হত পশুগুলোকে।

বাদামপাহাড়ে এসে একটা দিকে ভাল হয়েছে। সবাই রবিকে এত ভয় পায় যে, কেউ চোখ তুলে তাকায় না ওর দিকে।

রবি প্রথমেই বলেছিল, "ঝিল, তোকে যদি কেউ কখনও সামান্যতমও বিরক্ত করে তবে বলবি আমায়। আমি দেখে নেব।"

www.monersathe.com

রবিকে জীমূতের কথা এখনও বলেনি ঝিল। তবে এমন চললে বলতে হবে। ওর মনে পড়ে গেল একই গাড়িতে করে যেতে হবে ওকে। সঙ্গে-সঙ্গে মুখটা বিরক্তিতে পালটে গেল ওর।

"কী হল?" পিসি ভুরু কোঁচকাল।

"একটা কথা। তুমি রবিদাকে বোলো, জীমূত যেন না যায় আমার সঙ্গে। কুলিপাড়া তো একটুখানি। একাই যেতে পারব। আমার ভাল লাগে না ওই ছেলেটার সঙ্গে যেতে।"

পিসি ঠোঁট টিপে শুনল সবটা। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কেন ও কিছু বলেছে?"

"না পিসি," ঝিল মাথা নাড়ল, "ভাল লাগে না। প্লিজ বোঝো একটু।"

"ঠিক আছে, আমি বলব। শোন তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি। দেরি করবি না। প্রথম ক্লাসটাই তো তোকে দিতে পারে! বুঝি না বাপু! ঠান্ডাটা বাড়ছে। মনে থাকে যেন!"

ঝিল নিজের ঘরের দিকে যেতে গিয়েও থমকে গেল। বারান্দার ওই মাথা থেকে দৌড়ে আসছে সাশা।

"কী রে যাবি না?" সাশা সামনে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল।

"তুই তো লেট করলি!"

সাশা হাসল, "একটা মোবাইল রাখতে পারিস না? এই যুগে তোর মতো এমন মোবিলিটিহীন মেয়ে আমি দেখিনি মাইরি! কেন রে মোবাইল কিনিস না, কেন? আমার দাদাকে বললেই এনে দেবে।"

ঝিল মাথা নিচু করে নিল। আলোঝোরায় সাশাদের ইলেকট্রনিক্সের দোকান আছে। টিভি, ওয়াশিং মেশিন থেকে শুরু করে মোবাইল... সব রাখে। তাই বললেই যে ওর দাদা এনে দেবে সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু রবি পছন্দ করে না একদম। মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হলে পিসির মোবাইল থেকে কথা বলে নেয়। কেন জানে না ঝিল, কিন্তু রবি ওকে মোবাইল ব্যবহার করতে দেয় না কিছুতেই!

রবির কতগুলো অদ্ভুত ব্যাপার আছে। লোকটাকে ঠিক বুঝতে পারে না

www.monersathe.com

ঝিল। কখন কী যে করবে কেউ জানে না। আনপ্রেডিক্টেবল লোকদেরই বোধহয় মানুষ ভয় পায় সবচেয়ে বেশি!

"মাঝে-মাঝে কোন ট্রিপে চলে যাস বল তো? কী হয় তোর?" সাশা চোখের সামনে হাত নাড়াল ওর, "চল। দেরি হয়ে যাবে। পাগলা খই-টা আবার এসে না পড়ে!"

খই-এর সঙ্গে সাশার মাধ্যমেই আলাপ ঝিলের। তবে খুব কিছু ঘনিষ্ঠতা নেই। সাশা বলেছে বলেই এই ক্লাসগুলো নিতে রাজি হয়েছে ও। দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের পাশে যে-কোনও ভাবে দাঁড়াতে পারলে ওর নিজের ভাল লাগবে খুব। তবে সপ্তাহে দু'দিন ও সবাইকে কতটা সমান ভাবে পড়াতে পারবে জানে না!

আসলে পড়াতে পারবে কি না, সেটাই জানে না ঝিল। কোনও দিন পড়ায়নি তো কাউকে। আজ নিজেই বুঝবে এটা কতটা ঠিক প্রফেশন ওর জন্য। কলকাতায় গিয়ে পড়াতে হলে কোথাও থেকে তো একটা শুরু করতে হবে!

ঝিল নিজের ঘর থেকে ব্যাগ আর মাফলারটা নিল। তারপর সাশার পিছন পিছন নামল সিঁড়ি দিয়ে। বাড়ির সামনে একটা উঠোন আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিপ্লব। ঝিলকে দেখে এগিয়ে এল। বলল, "পড়াতে যাচ্ছ? আচ্ছা, শেলি কি মেয়ের নাম?"

"কী?" ঝিল বুঝতে পারল না!

"ওই যে গো। শেলি। মেয়ের নাম?"

ঝিল কী বলবে বুঝতে পারল না, "শেলি তো মেয়ের নাম।"

"তবে যে ইংরিজিতে বলে শেলি একটা ছেলে। কঠিন-কঠিন কবিতা লিখেছে।"

"সে তো কবি। শেলি তাঁর সারনেম। কেন?"

"এমনি," হাসল বিপ্লব, "আসলে সামনে একটা বড় কাজে হাত দেব। তাই পৃথিবীর খবরাখবর নিয়ে রাখছিলাম একটু। আচ্ছা, জিলের তো জ্যাক ছিল। ঝিলের কে আছে? ঝ্যাক?"

www.monersathe.com

"বিপুদা আমি আসি। দেরি হয়ে যাচ্ছে। কেমন?"

"আসবে? এসো। নভেম্বরটা পেরিয়ে যাচ্ছে। এটাই যা চিন্তা!" বিপ্লব দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"কেন?" সাশা অনেক কষ্টে হাসি চাপল।

"এটা বিপ্লব করার বেস্ট টাইম। তিথি, নক্ষত্র খুব ফেভারে থাকে। বিপ্লব হলেই সুপারহিট। সাড়ে চারশো কোটি টাকার ব্যবসা পাকা। তাই... যাক গে। আমার ম্যানিফেস্টো নিয়ে কেষ্টোর সঙ্গে বসতে হবে। যাই।"

কেষ্টো ওদের বাগানের মালি। তার সঙ্গে কোন ম্যানিফেস্টো নিয়ে বসবে বিপ্লব বুঝতে পারল না ঝিল।

বড় গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হ্যাচব্যাকটা। সেই দিকে এগিয়ে গেল ঝিল।

সাশা আলতো করে জিজ্ঞেস করল, "সে আর এসেছিল?"

"কে?" পিছনে মুখ ফেরাল ঝিল।

বাগানে লাগানো আলোয় দেখল সাশার মুখে চাপা হাসি। ওর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল পিঠে ব্যাগ নিয়ে কুয়াশার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে একজন! সামান্য বড় কোঁকড়া চুল। গোঁফ আর জ্বলজ্বলে বড় দুটো চোখ। ভিতরে-ভিতরে আবার কেঁপে উঠল ও! মুখটা মনে পড়লেই শিরদাঁড়ার শেষটা এমন নড়ে যায় কেন ওর? কেন গলাটা শুকনো লাগে? পাঁজরের ফাঁকে কেন লাফিয়ে যায় সোয়া দু'লক্ষ কাঠবেড়ালি!

গাড়ির দরজাটা খুলে ও গম্ভীরভাবে তাকাল সাশার দিকে। বলল, "তুই ভাল করে জানিস, আমি এসব দেখি না!"

সাশা জানে ঝিলের বাড়ির ব্যাপার-স্যাপার। তাই গাড়িতে উঠে এদিক-ওদিক কথা বিশেষ বলল না! আর রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকাল না ঝিল। বরং চোখটা বন্ধ করে মাথা হেলিয়ে দিল বন্ধ জানলার কাচে। আর সঙ্গে-সঙ্গে আবার ফিরে এল রাস্তাটা! পিছন-পিছন আসা চোখ দুটো যেন স্পষ্ট হল সামনে। ব্রিগ্যাঞ্জাদের বাড়ির একটু দূরে স্টেশনারি দোকানে দাঁড়িয়ে থাকা ছিপছিপে শরীরটা কেমন যেন এলোমেলো করে দিল ওকে!

www.monersathe.com

এ কী হচ্ছে ঝিলের? এমন তো কোনও দিন হয়নি! এসব কেন হচ্ছে? প্রেম জীবনের বাধক! মানুষকে সে বেঁধে রাখে। এগোতে দেয় না। তাকে উন্নতি করতে দেয় না! প্রেম শরীরে-বাঁধা পাথরের মতো ডুবিয়ে মারে মানুষকে। এর চেয়ে চোখ খুলে রাখা ভাল।

কিন্তু চোখ খুলতেও সামান্য সময় নিল ঝিল। যেন আর-একটু দেখতে ইচ্ছে করল ওই দূরের ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে সাইকেল নিয়ে দাঁড়ানো ছেলেটাকে!

"কী রে নামবি না?" সাশা ঠেলা দিল।

গাড়ি থেকে নামল ঝিল। সামনে বড় একটা বিল্ডিং। এই অঞ্চলের মিউনিসিপালিটির। এর একতলার একটা ঘর দেওয়া হয়েছে পড়ানোর জন্য।

সামনে টানা বারান্দা একটা। তার পাশেই ক্লাসরুম। ঘরের ভিতরে সাদা আলো জ্বলছে। ছেলেমেয়েরা তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। ঝিল এখান থেকে এর বেশি দেখতে পেল না আর।

ও এগিয়ে গেল। শুনল পিছনে জীমূত বলল, "আমি আছি এখানে।"

সাশাও এল পিছন-পিছন। ঝিল আরও একটু এগোল। উঠল বারান্দায় তারপর তাকাল ক্লাসের ভিতরে।

ইউক্যালিপটাস! ইউক্যালিপটাস! অদ্ভুত এক গন্ধ যেন ভেসে এল বহুদূর থেকে। কুয়াশার রাস্তায় যেন উড়ে-উড়ে গেল ম্যাপল গাছের ব্রোঞ্জ-রঙা পাতারা। একটা সাইকেল যেন গড়িয়ে গেল ব্রিগ্যাঞ্জাদের চেরি গাছের দিকে!

ঝিল দেখল চক হাতে বোর্ডে অঙ্ক করছে ছিপছিপে একটা ছেলে। মাথায় কোঁকড়া চুল। উজ্জ্বল চোখ নিয়ে সে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের দিকে। তারপর দরজার বাইরে ওকে দেখে থমকে যাচ্ছে সেই চোখ। হাতের চক ধরা থাকছে হাতে। আর ফিনফিনে, নরম প্রজাপতির মতো একটা হাসি যেন ফুটে উঠছে ধীরে-ধীরে!

ঝিল তাকিয়ে রইল ছেলেটার দিকে। ছেলেটাও তাকিয়ে রয়েছে সোজা।

পিছন থেকে সাশা আলতো গলায় শুধু বলল, "ঝ্যাক!"

www.monersathe.com

॥ ৪ ॥

কিশোর কুমার! ভাগ্যিস কিশোর কুমার ছিলেন! তাই কত মানুষ যে সেন্টুর বৈতরণী পার করেছে তার ঠিক নেই! কেঁদে-ককিয়ে প্রেমে ল্যাং খেয়ে কত মানুষ যে তাঁর গানের হাত-পা ধরে সাঁতরে পার করেছে সেই সব দুঃসহ বর্ষা আর শীত কালের রাতগুলো! ফলক নিজেও তো করেছে!

ভাগ্যিস কিশোর কুমার ছিলেন! না হলে ও নিজেও হয়তো কবেই বন্ধু প্রতাপের মতো ঝুলে পড়ত সিলিং থেকে। নয়তো বাদামপাহাড়ের শেষে যে ফকিরঘাটের চোরাবালি আছে তাতে ছুড়ে দিতে হত নিজেকে!

ক্লাস টুয়েল্‌ভে সেই যে দাগা খেয়েছিল প্রেমে, সেটাই পুরো পালটে দিয়েছে ফলকের জীবন। সেবার যে ভুল করেছিল, এবার আর তা করবে না। এখন ও নিউ আর ইমপ্রুভ্‌ড। কাপড় কাচার পাউডারের মতো!

গাড়ির আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিল ফলক। বত্রিশ হল। দু'-একটা চুল এরই মধ্যে বিট্রে করে পাকতে শুরু করেছে। রং করে তাদের লুকিয়ে রেখেছে বটে। কিন্তু এটা মোটেও ভাল লক্ষণ নয়। নুড়ির বয়স বাইশের মতো। ওর চেয়ে দশ বছরের ছোট। যদি এই সব জেনে ফ্যালে, তবে ওকে লাথ মেরে চলে যেতে হয়তো সময় নেবে না একটুও। ফলক জানে মেয়েরা এমনই হয়। যে দিকে পাল্লা ভারী, চট করে গড়িয়ে সেদিকে চলে যায়। নিজেদের ছাড়া আর কারওটা বোঝে না বিশেষ। খুব শিক্ষা আছে ফলকের।

জানলা দিয়ে কনকনে হাওয়া আসছে। ভালই ঠান্ডা পড়েছে। এখন দুপুর। বাদামপাহাড় বেশ শুনশান। রাস্তাঘাট ফাঁকা। তাই জোরে গাড়ি চালাতে সমস্যা নেই।

www.monersathe.com

বাদামপাহাড় আর আলোঝোরার মাঝের রাস্তা থেকে কয়েকটা ছোট-ছোট পথ চলে গিয়েছে পাহাড়ের উপরে। এখন এমনই একটা পথে ও যেখানে যাচ্ছে সেই জায়গাটার নাম জোড়থুবা। অনেক আগে নাকি এখানে একটা জোড়া বৌদ্ধ স্তূপ ছিল। এখন অবশ্য আর তার চিহ্ন নেই। শুধু এক জায়গায় কিছু পাথরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে।

বড় রাস্তা থেকে জোড়থুবা যাওয়ার পথটা খুব বিপজ্জনক। বেশ কয়েকটা হেয়ার-পিন বেন্ড আছে। সেগুলো পেরিয়ে গেলে একটা সুন্দর ভ্যালি। সেখানে গোটা ষাটেক বাড়ি নিয়ে জোড়থুবা। মনোহর এখানেই থাকে। মনোহর পাতিল। দীর্ঘ দিন এইখানে বসবাস করার জন্য ভাল বাংলা বলতে পারে মনোহর। আলোঝোরায় ওর বড় কাপড়ের দোকান আছে। ফলের হোলসেল বিজনেসও আছে। সবাই জানে এই ব্যবসা করে মনোহর প্রচুর টাকা করেছে। আসলে, কথাটা সত্যি নয়। কারণ মনোহরের এসব কাজ হল কেবলমাত্র মোড়ক। ওর আসল ব্যবসা হল হাওয়ালা। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে মনোহরের হাওয়ালার মাধ্যমে কোটি-কোটি টাকা লেনদেন হয়।

শিলিগুড়ির উত্তরে এই বাদামপাহাড় হল পূর্ব ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম ক্রাইম গেটওয়ে। হাওয়ালার ট্রানজিট জোন হিসেবে এই অঞ্চলকে ব্যবহার করা হয়।

তবে মনোহরের একার সাধ্যে তো সব করা সম্ভব নয়। আর এখানেই এসেছে রবি। রবির নানা ছায়াময় কাজের অন্যতম অংশ হল হাওয়ালার টাকা। মোট লেনদেনের টু পারসেন্ট নেয় ওরা। মনোহর রাখে পৌনে এক পারসেন্ট আর রবি সোয়া এক।

ফলক জানে সোয়া এক পারসেন্ট শুনে এটাকে খুব অল্প মনে হলেও যখন কয়েকশো কোটি টাকার লেনদেন হয়, তখন এক-এক জনের কত টাকা যে আসে তার ঠিক নেই!

আর শুধু ভারতীয় টাকাই তো নয়। পাউন্ড, ডলার, ইয়েন সব লেনদেন হয়। টাকাটা মনোহরের মাধ্যমে গেলেও গোটা চেনটা ম্যানেজ করে রবি।

www.monersathe.com

কোথায় কত দিতে হবে, কাকে কখন চাপতে হবে বা তুলতে হবে, সবটা রবি ঠিক করে। আর ডিল হয়ে যাওয়ার পরে ফলক গিয়ে নিয়ে আসে রবির সোয়া এক পারসেন্ট!

আজ যেমন দশ হাজার পাউন্ড পাবে ও। রবি বলে দিয়েছে।

মনোহর এসব কাজ কখনও দোকানে করে না। জোড়থুবায় ওর নিজের বাড়ির কাছে একটা ছোট মন্দির করেছে মনোহর। তার ভিতরে একটা অফিসমতো আছে। সেখানে লেনদেন যা হওয়ার হয়।

মনোহর বলে, "ভগবান আমাদের মতো গরিব দেশে সবচেয়ে পপুলার শিল্ড। দ্যাখো না সমস্ত কনম্যানগুলো ওই জিনিসটার আড়াল নেয়!"

সমস্তর কথা ফলক জানে না। কিন্তু রবি আর মনোহর যে নেয়, সেটা জানে ফলক!

বড় রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে উপরের দিকে উঠল ও। এখানে গাড়িটা সাবধানে চালাতে হয়। ও গাড়ির গতি কমিয়ে মিউজিক সিস্টেমটা চালাল।

"আজ উনসে পহলি মুলাকাত হোগি..." আহ্! কিশোর কুমার!

ফলকের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অজান্তে। ও নিজেই যদি অমন রাকেশ রোশনের মতো যেতে পারত ঘোড়ায় চেপে! শালা রবি ওর জীবনটা পুরো শুষে নিল একদম।

রবি! সবাই সমীহ করে লোকটাকে। ভয় পায়। সবাই জানে এমন কোনও কাজ নেই, যা ও করতে পারে না! কথাটা সত্যি, কারণ রবির ওই সব কাজ প্রায় সবটাই তো করতে হয় ফলককে। ফলক নিজেই তো বেশ কয়েকজনকে ছুড়ে ফেলেছে ফকিরঘাটের চোরাবালিতে।

তবে এসব করতে ভাল লাগে না ওর। কিন্তু কী করবে! উপায়ও তো নেই! ওই প্রেমটার চক্করে পড়ে গাধার মতো ছেড়ে দিল লেখাপড়া। মা আর আধ-পাগলা ভাইকে নিয়ে ও দাঁড়াত কোথায়, যদি না রবি ওকে বাড়িতে থাকতে দিত!

বাবার দ্বিতীয় পক্ষের বউ ওর মা। গরিব ঘরের মেয়ে। খুব লাজুক আর মুখচোরা। রবির মা মারা যাওয়ার পরে বাবা আবার বিয়ের চিন্তা শুরু করে।

www.monersathe.com

তখন কোন এক ঘটকের মাধ্যমে সম্বন্ধ করে মায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। গরিব বাড়ির মেয়ে হলেও মা সুন্দরী ছিল। তাই বাবা দ্বিধা করেনি। মায়ের বাবা-মাও দোজবরে আপত্তি করেনি! মা বলে, "বিয়েই হত না আমার, যদি না তোদের বাবা আমায় বিয়ে করত।"

বাবা মারা যায় আচমকা। কোনও উইল-টুইল করে যায়নি! বা যেতেও পারেনি। স্ত্রী হিসেবে মায়ের সম্পত্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু মা রবিকে বলতে পারেনি কিছু। মুখচোরা ভিতু মা রবি যা বলেছে, তাই মেনে নিয়েছে।

রবিও বাড়িছাড়া করেনি ওদের। কিন্তু একটা তাচ্ছিল্য সব সময়ই যেন ভেসে থাকে হাওয়ায়। মাকে 'মা' বলেও ডাকে না। বলে, কাকিমা।

স্কুল ছাড়ার পরে রবি বলেছিল, "এবার কী করবি ভাবছিস?"

ফলক কিছু না বলে দাঁড়িয়েছিল মাথা নিচু করে। আসলে কী বলবে ও? রাগ করে এইচএস দিল না। ছিঁড়ে ফেলল অ্যাডমিট আর রেজিস্ট্রেশন! এমন যে করে, সে আর কী বলবে!

"কী রে, বল!" রবি সামান্য হেসে তাকিয়েছিল ফলকের দিকে।

ফলক কী বলবে বুঝতে না পেরে আমতা-আমতা করে বলেছিল, "জানি না দাদা।"

"শোন প্রেম-ফেম খুব ভাটের জিনিস। ঢপবাজি। ন্যাকামো। সামনেই তো দেখলাম এক পিস! ওসব করলে হয় বিহানের মতো বকরা হবি! তাই ওসব ভূত নামা ঘাড় থেকে।"

ফলক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল রবির দিকে। কী বলবে ও? তখনও যে মেয়েটার মুখ মনে পড়লে আচমকা জল আসত চোখে! এসব ভাটের জিনিস? ন্যাকামো! হবে হয়তো! যারা কাউকে ভালবাসতে পারেনি কোনও দিন, তাদের হয়তো এমনই মনে হয়!

রবি বলেছিল, "বসে-বসে খাবি, তা কিন্তু হবে না ফলক। তোকে কাজ করতে হবে। বুঝেছিস? জানবি বিনি পয়সায় কিচ্ছু হয় না!"

কাজ করতে হবে! খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল ও। কী কাজ করবে? কিছুই তো

www.monersathe.com

জানে না বিশেষ। শুধু চেহারাটাই দশাসই, কিন্তু বাকি কিছুই তো শেখেনি। চায়ের দোকানে বা মুদিখানায় গিয়ে কাজ করতে হবে নাকি?

রবি তাকিয়েছিল ওর দিকে। ঠান্ডা সাপের মতো চোখ। বলেছিল, "আমার সঙ্গে কাজ করবি তুই। জোলাকাকু তোকে কাজ শেখাবে। মন দিয়ে কাজ করবি কিন্তু। এটা আমার ব্যবসা। তুই এর টাকায় খাস। মনে রাখিস আমাদের বাপ এক হলেও মা নয়। আমরা এক জরায়ু শেয়ার করিনি। তাই সিনসিয়ার না হলে তোদের সব ক'টাকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে আমার কষ্ট হবে না একটুও। বুঝেছিস?"

এত সুন্দর করে কেউ কোনওদিন কিচ্ছু বোঝায়নি ফলককে। ও সব কিছু জলের মতো বুঝে গিয়েছিল। পরের দিন থেকেই জোলাকাকুর শাগরেদি শুরু করেছিল ও।

জোলাকাকু খুব ভালবাসত ওকে। নিজের ছেলের মতোই দেখত। বন্দুক চালানো। ছুরি চালানো। লাশ গায়েব করা সব জোলাকাকুই শিখিয়েছে ওকে। আর কাজগুলো শিখতে-শিখতে জীবনে প্রথম ফলকও যেন আবিষ্কার করেছিল নিজেকে! এগুলো যে এত সোজা, ও জানতই না। ওর মনে হত, এই তো একটা কাজের মতো কাজ পেয়েছে ও!

জোলাকাকু বলত, "যা শেখাচ্ছি, সব কিন্তু পেশার খাতিরে। কেবলমাত্র সেই কাজেই ব্যবহার করবি এটা। ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করবি না বলে দিলাম। ক্রাইমটাও একটা ইন্ডাস্ট্রি। সেখানে সৎ থাকতে হয়। আমি যাদের মেরেছি, তারা অসৎ কাজ করেছিল। আর তাদের জন্য আমাদের ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছিল। বুঝেছিস?"

তখনও রাতে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করলেই মেয়েটার মুখ মনে পড়ত। ভাবত এখন তো অনেক কিছু শিখে গিয়েছে। একদিন দেবে নাকি রাস্তায় মেয়েটার মুখে হাইড্রোক্লোরিক ঢেলে? বা তুলে নিয়ে ওই ফকিরঘাটের পাশের জঙ্গলে রেপ করে ডুবিয়ে দেবে নাকি চোরাবালিতে?

নিজে ভাবত আর উত্তেজনায় শরীর গরম হয়ে উঠত ওর। নিজের শরীরের ছুরিটা হাতে নিতে হত তখন। পরে, বেশ কিছু সময় পরে, কান্না

www.monersathe.com

পেত ওর। জলের তলা থেকে বুদ্বুদের মতো কান্না উঠে আসত গলা বেয়ে। মনে হত, এমনটা ভাবতে পারল ও! মনে হত, জোলাকাকু কী বলেছে! আর সব শেষে মনে পড়ত রবির মুখটা। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলা "ন্যাকামো" শব্দটা ছুরির মতো কেটে বসত মনে।

সেই তখন থেকে কোথা দিয়ে যে এতগুলো দিন কেটে গেল। মাঝে বিয়ে হয়ে গিয়েছে সেই মেয়ের। জোলাকাকু মারা গিয়েছে। আর সেই ন্যাকা ছেলেটা হয়ে উঠেছে লোহার তৈরি একজন হত্যাকারী!

বছরদুয়েক আগে ও ভাবত, এভাবেই হয়তো জীবন যাবে। ভাবত কোনও দিন শালা বিয়েই করবে না। কোনও মহিলার চক্করে ঘুরবে না আর! একা থাকবে। রবি যা দেয় তাই খরচ করে উড়িয়ে দেবে। আগেও ভাববে না কিছু, পরেও ভাববে না! নিজের মর্জির মালিক হয়ে থাকবে সারাটা জীবন।

আর তাই হয়তো থাকতও ফলক। যদি না বাদামপাহাড়ে আসত নুড়ি!

রবি বিয়ে করেছিল। একটা ছেলেও আছে। কিন্তু এখন ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। রবির বউ আর ছেলে থাকে কলকাতায়। তাদের আর কোনও যোগাযোগও নেই রবির সঙ্গে।

বাদামপাহাড়ে রবির একজন বাঁধা মেয়েমানুষ আছে। গোপা। গোপার বিয়ে হয়েছিল শিলিগুড়িতে। কিন্তু বর মারধোর করত। তাই ফিরে এসেছে এখানে। রবির বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। আর গোপার তেত্রিশ। কিন্তু দু'জনের মধ্যে জান্তব টানটা খুব প্রবল। বাদামপাহাড়ের সবাই জানে রবি গোপার কাছে যায়। গোপার মা বাবাও জানে। কিন্তু কারও কিছু করার নেই।

গোপাদের বাড়িটা আগে একতলা ছিল। তাও প্লাস্টার না-করা, ইট বের-করা কদাকার ধরনের। কিন্তু রবি সেটা দোতলা করে দিয়েছে। সঙ্গে গাড়িও কিনে দিয়েছে একটা। একতলায় গোপার বাবা-মা থাকে। আর দোতলাটা পুরো গোপার।

ওই বাড়িতে এটা-ওটা দিতে ফলককে যেতে হয় মাঝে-মাঝে। পুরো হিন্দি ছবির মতো করে সাজানো দোতলাটা। রাগে গা কড়কড় করে ফলকের। ওদের রোজগার করা টাকায় কি না একটা ফালতু মেয়ে ফুর্তি করছে!

www.monersathe.com

নীচের তলায় গোপার বাবা-মা খুব সাধারণ ভাবে থাকে। দেখে কষ্ট হয় ফলকের। কিন্তু ওর করার কিছু নেই।

এমনই এক পরিস্থিতিতে বছরদুয়েক আগে এসেছিল নুড়ি। গোপার দূর সম্পর্কের বোন। গরিবের মেয়ে। গোপার বোন হলেও নুড়ি আসলে গোপার এটা-ওটা কাজ করে দেয়। ফলক বোঝে নুড়িকে কাজের মেয়ে হিসেবেই নিয়ে এসেছে গোপা।

সামান্য চাপা গায়ের রং নুড়ির। মোটা ঠোঁট। খুব শান্ত মেয়ে। কম কথা বলে। কিন্তু প্রথম দিনই ওকে দেখে যেন কারেন্টের শক খেয়েছিল ফলক। এ কে এল? বারো বছর পর এ মেয়েটা কীভাবে পারল ওর ভিতরের সেই ন্যাকা মানুষটাকে ছুঁয়ে দিতে।

এখন এই দু'বছর পর ও নুড়িকে ছাড়া ভাবতে পারে না কিছু। ও চায় নুড়িকে বিয়ে করে থিতু হতে। নুড়িও অরাজি নয়। ওর জীবনের সব কিছু জেনেও নুড়ি পছন্দ করেছে ওকে। কিন্তু সমস্যা হল রবি। এই সম্পর্কটা রবি পছন্দ করে না একদম।

একদিন তো ফলককে বলেওছে, "তুই কিন্তু নুড়ির সঙ্গে জড়াবি না নিজেকে। মনে থাকে যেন কথাটা। ওসব প্রেম-ফেমের ঢপবাজির ন্যাকামো যেন না দেখি আর!"

খুব রাগ হয় ফলকের। শালা নিজে যা খুশি তাই করবে আর ও বিয়ে করতে চাইলে যত বাগড়া! কেন বিয়ে করতে পারবে না নুড়িকে? বাধাটা কীসের?

ফলক জানে এই প্রশ্নটা যতই নিজের মনে উঠুক না কেন, রবিকে জিজ্ঞেস করার সাহস ওর নেই! তাই এ নিয়ে কথা বাড়ায়নি ও। কিন্তু মনে-মনে পথ তৈরি করছে ও! একটা জাস্ট সুযোগের দরকার। ও নুড়িকে নিয়ে সোজা হাওয়া হয়ে যাবে এখান থেকে।

মনোহরের থেকে জিনিসটা নিয়ে গাড়িতে উঠতে জাস্ট পাঁচ মিনিট লাগল ফলকের। মনোহর কাজের মানুষ। রবির বিশ্বস্ত খুব। যা পেমেন্ট থাকে সুন্দর

www.monersathe.com

করে পলিথিনে মুড়ে ব্যাগে ভরে দেয়। গোনাগুন্তির দরকার পড়ে না!

শুধু গাড়িতে ওঠার আগে মনোহর বলল, "ফলক, সামনে কিন্তু বড় কনসাইনমেন্ট আছে। রবিদারই কমিশন প্রায় দেড় লাখ সবুজ পাত্তি! বুঝলে!"

"ডলার?" জিজ্ঞেস করল ফলক।

"হ্যাঁ। তবে কখন তুলব, সেটা যেন রবিভাই বলে দেয়। যেভাবে ডলার ফ্লাকচুয়েট করছে!"

চিনির বলদ। ফলক হল চিনির বলদ। এত টাকা লেনদেন হয় ওর হাত দিয়ে আর মাস গেলে ওকে কী দেয় রবি? পনেরো হাজার টাকা! সঙ্গে ভাই আর মায়ের থাকা খাওয়া। শুনলে মন হয় যেন ঝিগিরি করছে। মনে-মনে গুমরোয় ফলক। নুড়ি চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। ওকে বড়জোর চুমু খেতে পারে। বিয়ে না করলে শুতে দেবে না, একথা নুড়ি পরিষ্কার বলে দিয়েছে। কিন্তু ফলকের বত্রিশ বছরের শরীরটা তো ভালবাসা মেশানো সেক্স চায়। অন্ধকার পাড়ার মেয়েদের দিয়ে ওসব হয় না!

রবি শালা বোঝে না কিছু! ও নুড়িকে বিয়ে করলে কী হয়েছে? কেন বিয়েতে আপত্তি রবির! শালা ওর কোনও মেয়েকে পছন্দ হলেই কেউ না কেউ বাগড়া দেবে, না? পৃথিবীসুদ্ধু লোক প্রেম করে ফাটিয়ে বিয়ে-শাদি করছে আর ও তা করতে গেলেই যেন সবার ঝাল লাগে!

গাড়িটা ফেরার পথে একটু জোরেই চালাল ফলক। হেয়ার পিন বেন্ড-ফেন্ড অনেক মেনেছে। ফ্রাস্ট্রেশানে লাইফে ঝুল পড়ে গেল আর সাবধানতা!

এখন আবার যেতে হবে গোপার কাছে। একটা বিদেশি মেকআপ বক্স দিতে হবে। আজকেই নাকি লাগবে ওটা। কার একটা বিয়ের নেমন্তন্নে যাবে গোপা। রবি দু'দিনের আগে যেতে পারবে না গোপার কাছে। তাই ফলককে যেতে হবে মেকআপ বক্স পৌঁছতে!

বাঞ্চোত! মনে-মনে গাল দিল ফলক। কুরিয়ারের ছেলে পেয়েছে! আজ

www.monersathe.com

মেকআপ বক্স পৌঁছে দাও। কাল স্যানিটারি ন্যাপকিন দিয়ে এসো। পরশুদিন লোম তোলার সলিউশন নিয়ে হাজির করো!

ও যখন এগুলো নিয়ে দোতলায় গোপার কাছে ওঠে, নুড়ির মুখে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখে। মরমে মরে যায় ফলক। কিন্তু জানে কিছু করার নেই।

গোপাদের বাড়ির সামনে গিয়ে থমকে গেল ফলক। গেটের কাছে জীমূতের বাইকটা দাঁড় করানো। জীমূত ছেলেটাকে দু'চোখে সহ্য করতে পারে না ফলক। আজকাল রবি খুব তোল্লা দিচ্ছে মালটাকে। এর মধ্যে মাধোপাড়ায় দু'জনকে নামিয়েছে। শিল্পীর হাত। ফলক মনে-মনে জীমূতের মধ্যে একটা কম্পিটিশন দেখে। ওকে দেখলে নিজের থেকেই চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। তা সেই ব্যাটা এখানে কী করছে?

গাড়িটা কোনও রকমে পার্ক করে মেকআপের বাক্সটা নিয়ে লাফিয়ে নামল ফলক। সামনের সবুজ গেটটা আধখোলা। বাইকটা কেৎরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গেটটা পুরো খুলে ভিতরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। তীব্রবেগে একটা লাভা যেন গিয়ে ধাক্কা মারল ব্রহ্মতালুতে!

গেট থেকে সুরকির পথ গিয়ে শেষ হয়েছে বাড়ির মূল দরজায়। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিমূত। কিছু বলছে ছেলেটা। আর ওর সামনে মাথা নিচু করে লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে নুড়ি। পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁটছে। আর মুখে লেগে রয়েছে নরম মাখনের মতো হাসি!

কিশোর কুমার! মনে-মনে আঁতকে উঠল ফলক। আবার ওই লোকটার শরণাপন্ন হতে হবে নাকি সেই বৈতরণী পার করার জন্য!

www.monersathe.com

॥ ৫ ॥

"তোমার তো একটা স্টুডিয়ো আছে শুনেছি। সেখানে তুমি আমায় চাকরি দিতে পার? জানি তোমার স্টুডিয়োটা ছোট। হয়তো নিজেই রোজ ঝাঁট দাও, বোতলে করে জল তুলে আনো। হয়তো সারাদিনে জনাপাঁচেক মতো মানুষ আসে পাসপোর্ট ছবি তোলাতে। তাও, আমায় সেখানে একটা চাকরি দিতে পারো? খুব সামান্য টাকা মাইনে দিলেই চলবে। সামান্য। মা বলে আমি গাবুর ছেলে। শুধু খাই। টাকা রোজগার করি না। মা বলে টাকা দরকার খুব। টাকা প্রাণ বাঁচায়। আমিও প্রাণ বাঁচাতে চাই। তুমি আমায় একটু হেল্প করবে? তোমার ছোট্ট স্টুডিয়োতে আমায় আরও ছোট্ট একটা কাজ দেবে বিহানদা?"

বিপ্লবের ফরসা, ভাঙাচোরা মুখটার দিকে তাকাল বিহান। চোখের কোণে কালি। সামান্য পিঁচুটি। গালে আর থুতনিতে অল্প দাড়ি। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে ফেটে গিয়েছে। কথা বলার সময় হাত দুটো খুলছে আর বন্ধ করছে। চোখের মণি দুটো অস্থির। দেখলেই বোঝা যায় ছেলেটা ঠিক নেই একদম!

মাফলারটাকে ভাল করে গলায় জড়াল বিহান। বলল, "আমার ছোট স্টুডিয়ো আছে, তোকে কে বলল?"

"আমি জানি বিহানদা। এখানের সবাই জানে! সেই তুমি মার খেলে। চলে গেলে। তারপর তো তোমার পাত্তা ছিল না। পরে একজন বলল কলকাতায় ছোট একটা স্টুডিয়ো খুলেছ তুমি!"

"তাই?" বিহান দীর্ঘশ্বাস চাপল, "একজনটি কে?"

"কে?" বিপ্লব মাথা চুলকোল, "কে বলো তো? কিন্তু কেউ তো বটেই! না হলে আমরা সবাই জানলাম কী করে?"

www.monersathe.com

বিহান হাসল, "তুই স্টুডিয়োর কাজ জানিস যে, কাজ করবি বলছিস? আর তোর বিপ্লবের কী হবে?"

"না, আমি কেন স্টুডিয়োর কাজ করব? আমি তো তোমার দোকানটা ঝাঁট দেব। জল আনব। ছোটখাটো কাজ করে দেব। তাই তো বেশি টাকা নেব না। অল্প একটু টাকা দিলেই হবে। আর বিপ্লবের জন্যও তো ক্যাপিটাল দরকার। টাকা দিয়ে প্রাণ বাঁচাব আর ক্যাপিটালও জোগাড় করব!"

বিহান কথা ঘোরাতে বলল, "বাজারে এসেছিস কেন? কিছু কিনতে?"

"পিসি পাঠিয়েছে। কীসব যেন কিনতে হবে! কিন্তু তোমার কাছে এই চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে ভুলে গেলাম!"

বিহান হাসল। এখানে থাকার সময় ছেলেটাকে কোনও দিন খুব একটা লক্ষ করেনি ও। তখন তো স্কুলে যেত। নিজের মনে থাকত। বিহানের জীবনের ফ্রেমে আসত না খুব একটা! আর সত্যি বলতে কী বিহানও তো লক্ষ করত না কিছু! ওর সমস্ত আগ্রহ, মনোযোগ তো ছিল কেবলমাত্র একজনের জন্যই! কিন্তু কোথা থেকে কী যে হল!

বিহান বলল, "তবে যা চট করে জেনে আবার ফিরে আয়!"

"হ্যাঁ," হাসল বিপ্লব। বলল, "আমায় তুমি দুটো জিনিস কিনে দেবে?"

"তোকে?" অবাক হল বিহান, "কী? খিদে পেয়েছে? খাবি?"

"না না, মা তো খাইয়ে দিয়েছে সকালে। রুটি আর পেঁপের তরকারি। আমায় একটা লাইটার আর ডগ-কলার কিনে দেবে? ফলকদাকে রোজ বলি, দেয় না!"

"এখানে পাওয়া যাবে ডগ-কলার?"

"না, ওটা আলোঝারায় পাওয়া যাবে," বিপ্লব আঙুল তুলে দেখাল, "আর ওই দোকানে লাইটার আছে নানারকম।"

বিহান এগিয়ে গেল দোকানটার দিকে। বিপ্লব এল পিছন-পিছন।

একটা লাইটার কিনে বিপ্লবের হাতে দিল ও। জিজ্ঞেস করল, "কী করবি এটা দিয়ে?"

"কী করব?" বিপ্লব ঠোঁট চেটে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর কাছে

www.monersathe.com

সরে এসে নিচু গলায় বলল, "প্রেম-ক্রেম অনেক হয়েছে, বুঝলে! চাকরিটা করার পাশাপাশি এবার বিপ্লব করব। তাই আগুন দরকার।"

"মানে?" বিহান ঠিক বুঝতে পারল না।

"প্রেম গো প্রেম। লাভ। বহুত ফালতু জিনিস। পুরো ন্যাকা কেস। আর ওসব বহুত বার হয়েছে। এবার তাই নতুন জিনিস হবে। বিপ্লব! আর এই নভেম্বরটা বিপ্লবের জন্য বেস্ট। তুমি নিজেকেই দ্যাখো না! প্রেমে পড়ে কী হল তোমার? মার খেলে। বাদামপাহাড় ছাড়তে হল। এখন কলকাতায় ছোট একটা স্টুডিয়ো চালাও! এটার কোনও মানে আছে! ফলকদাকে দেখো! প্রেম করে পড়াশোনাই করল না! আর ঝিল!"

"ঝিল?" ভুরু তুলল বিহান।

"ও তুমি চিনবে না। রবিদার কাজিন। ও-ও তো যে কোনও দিন ভোগে যাবে। একটা সাইকেল ওকে ফলো করে যে!"

বিহান ঘড়ি দেখল। সাড়ে ন'টা বাজে। ওর কাজ আছে। বাজারে এসে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল বিপ্লবের পাল্লায় পড়ে!

"তুমি যে কী করো না!" বিপ্লব বিরক্তির শব্দ করল মুখ দিয়ে, "আমার লেট হয়ে যাচ্ছে! আমি যাই!"

বিহানকে আর কিছু বলতে না দিয়ে চলে গেল বিপ্লব।

ওর ছোট স্টুডিয়ো আছে! কে বলল এসব কথা! এখান থেকে চলে যাওয়ার পর বাদামপাহাড়ের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখেনি ও। ঠাকুমার চিঠি মাঝে-মাঝে পেত শুধু। আসলে জেঠু, জেঠিমা, বরাবর চুপচাপ। নিজেদের জীবন নিয়েই থাকে। আর বিহানও বাদামপাহাড় থেকে সরিয়ে রাখতে চাইত ওর মন। এখানে তো শুধু অপমান আর মনখারাপ। কেন এখানকার কথা মনে রাখবে ও? যার জন্য ওর কাছে বাদামপাহাড় গুরুত্বপূর্ণ, সে-ই তো চেয়েছিল যাতে ও চলে যায়!

গতকাল রাতে ঠাকুমার ঘরে গিয়ে একটু বসেছিল বিহান। নার্সদিদি নীচে গিয়েছিল খেতে। ঠাকুমার শরীরটা খুব দুর্বল। দেখে কষ্ট হচ্ছিল বিহানের। মনে পড়ছিল আগে কত পরিশ্রম করতে পারত ঠাকুমা! মনে

www.monersathe.com

পড়ছিল কীভাবে সেই মারের হাত থেকে একা গিয়ে বাঁচিয়েছিল ওকে!

ঠাকুমা বলেছিল, "আমি তোকে কেন ডেকেছি জানিস?"

বিহান কিছু না বলে তাকিয়েছিল শুধু।

"একটা উইল করব। যা কিছু আছে আমার, তোর জেঠুর মেয়ে আর তোকে দিয়ে যাব। তাই ডেকেছি।"

"আমায়?" অবাক হয়েছিল বিহান, "আমায় দেবে কেন? আর আমি কি এখানে থাকি যে, তোমার সম্পত্তি নেব? দিদিকে দেবে দাও। আমায় দিয়ো না..."

"না রে," ঠাকুমা থেমে-থেমে কথা বলছিল, "তোর জেঠুর সঙ্গে কথা বলেই ঠিক করেছি। তোকে আর সৌমনাকে সব দিয়ে যাব।"

সৌমনার সঙ্গে একসময় বেশ ভাব ছিল বিহানের। এখানে যখন থাকত খুব গল্প হত। তারপর সৌমনা বিদেশে চলে গেল পড়তে। ব্যস, যোগাযোগটা কেমন যেন ভেঙে গেল। এখন সৌমনা নিউজিল্যান্ডে থাকে। তাই যোগাযোগ নেই আর! কিন্তু বিহানই বা কী করবে সব নিয়ে?

ও বলেছিল "ঠাকুমা এসব কোরো না।"

"শোন বিহান, তোকে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করব বলে ডাকিনি। তোকে জানাতে ডেকেছি। ভুলে যাস না তুই আমার নাতি!"

পুরনো, অব্যবহৃত হলেও, তরোয়াল, তরোয়ালই হয়। সেই সামান্যটুকু সময়ের জন্য যেন ওর সামনে ফিরে এসেছিল পুরনো ঠাকুমা। ফিরে এসেছিল ওর ছোটবেলা!

উকিলকাকু আসবে কিছু দিনের পরে। তখন সবার সামনে উইল হবে। ততদিন এখানে থাকতে হবে বিহানকে। এসব ভাল লাগছে না ওর। অন্দ্রে ফোন করে যাচ্ছে অনবরত। ভাগ্যিস মোবাইলটা আলোঝোরাতেই ঠিক করা গিয়েছিল!

আসলে গত পাঁচ বছরে একবারও ছুটি নেয়নি ও। সাধারণ ভাবে ক্রিসমাসের সময় যেটুকু ছুটি পায় সেটুকুই নিয়েছে। তাই হয়তো অন্দ্রের একটা নির্ভরতা তৈরি হয়ে গিয়েছে। অফিসে ওদের নিয়ে হাসাহাসি হয়।

www.monersathe.com

যদিও বিহান জানে এসবই নিছক মজার জন্য বলা। কারণ অড্রে লেসবিয়ান। মাইলি বলে একটা মেয়ের সঙ্গে থাকে। আলাপ আছে বিহানের। খুব ট্যালেন্টেড মেয়ে। গান জানে। নাচ জানে। একটা থিয়েটার কোম্পানিতে কাজ করে মাইলি!

ও সামনের চড়াই ধরে এগোল। এখানের বাজারটা বেশ মজার। ম্যালের মতো একটা জায়গা। অনেকটা খোলা। দূরে পাহাড়ি রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে। আশেপাশের উঁচু-নিচু জমিতে কয়েকটা দোকান ছড়িয়ে আছে। আর একপাশে বসার জন্য সবুজ বেঞ্চ পাতা।

চকোলেট আর একটা ক্রিকেট সেট কিনবে বিহান। খেলার সরঞ্জামের দোকানটা রাস্তা দিয়ে উঠে ডান দিকে। নিশ্চয়ই দোকানটা খুলে গিয়েছে এতক্ষণে। ভিটো খুব খুশি হবে এটা পেয়ে।

কয়েক দিনের মধ্যেই বিহানের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে ভিটোর। মোহনকাকু প্রথম দিন যখন নিয়ে গিয়েছিল ওই বাড়িতে, রবিকে ওখানে দেখে নিজের সারা শরীরে অদ্ভুত একটা রাগ আর যন্ত্রণা টের পেয়েছিল বিহান। তাও আবার মিতুর পিছনে দাঁড়িয়েছিল রবি! গোটা দৃশ্যটা ওকে যেন ছিটকে নিয়ে গিয়েছিল সেই পুরনো দিনে। মনে হয়েছিল, চোদ্দোটা বছর কি কাটেনি তবে? ও কি তবে সেখানেই রয়ে গিয়েছে?

রবি হাসছিল ওকে দেখে। কথা বলছিল দু'-একটা। কিন্তু কোনও কিছু ঢুকছিল না কানে। শুধু বুকের ভিতরে আগুন পাক খাচ্ছিল!

তবে রবি থাকেনি বেশিক্ষণ। চলে যাওয়ার আগে বিহানকে বলেছিল, "তোকে দেখে ভাল লাগল। নিশ্চয়ই দেখা হবে আবার!"

রবি চলে যাওয়ার পর বিহানও চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু মোহনকাকু ছাড়েনি। বলেছিল, "যাবে কি এখনই! বসে যাও। আমি চট করে বাজারটা করে আনছি। আর যা ভাবছ তা কিন্তু নয়।"

মোহনকাকু ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই চলে গিয়েছিল। কী করবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে ছিল বিহান। সামনে ভিটো আর ভুরু কুঁচকে থাকা মিতু!

www.monersathe.com

মিতুই প্রথম কথাটা বলেছিল, "তুই এখানে?"

বিহান কী বলবে বুঝতে না পেরে আমতা-আমতা করে বলেছিল, "আমি আসতে চাইনি। মোহনকাকু এমন জোর করল।"

"সে কথা আমি বলেছি?" মিতুর ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল আরও, "বাদামপাহাড়ে কেন, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"ঠাকুমা," মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল বিহান। মিতুর চোখে চোখ রাখতে কষ্ট হচ্ছিল ওর।

"ঠাকুমা মানে?" মিতু চোখ সরাচ্ছিল না।

"আসতে বলল জোর করে, তাই..."

"ও, তোকে তো আবার একটু জোর করলেই হয়!" মিতু ঠোঁট টিপে বলেছিল, "কলকাতায় থাকিস নাকি আজকাল? তোর খবর তো পাই-ই না কোনও। তোর জেঠু-জেঠিমা তো কথাই বলে না কারও সঙ্গে!"

কী বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে ছিল বিহান।

মিতু আবার বলেছিল, "বিয়ে করেছিস?"

"কে রে মিতু?" পিছন থেকে আর-একটা গলা শুনেছিল বিহান। এত বছর পরেও কিন্তু চিনতে অসুবিধে হয়নি ওর। ও মনে-মনে একটু কুঁকড়ে গিয়েছিল। মিতুর মা। মধুকাকিমা।

মধুকাকিমা বলেছিল, "কী করো এখন? সেই ক্যামেরা নিয়ে জন্মদিন আর বিয়ের ছবি তুলে বেড়াও?"

"আমি আসছি।"

বিহান দাঁড়ায়নি আর। ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল টার্মিনাস-মুখো। শুধু পাড়ার বাঁকটা ঘোরার সময় নিজের অজান্তেই যেন তাকিয়ে ফেলেছিল মিতুদের বাড়ির দোতলার বারান্দাটার দিকে। আর ঠিক তখনই দেখেছিল মিতুকে। বারান্দার কাঠের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। যেন ও জানত, এই বাঁকটাতে এসে ঠিক বিহান তাকাবে এই দিকে। যেন জীবন যেখানে ছিল আজও রয়ে গিয়েছে সেখানেই। যেন এখনও বিকেলে ইংরিজি টিউশনে দেখা হবে রোজকার মতো।

www.monersathe.com

বিহান সঙ্গে-সঙ্গে সরিয়ে নিয়েছিল চোখ। কারণ মিতু তো আর ওর নয়। মিতু বহু দিন আগে সেটা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল ওকে!

সেদিনের পরে হেলিপ্যাডে বেশ কয়েকবার বিহানের সঙ্গে দেখা হয়েছে মোহনের। সেদিন কেন আচমকা চলে গেল, জিজ্ঞেসও করেছিল মোহন। বিহান বিশেষ কিছু বলেনি। ও মোহনের সঙ্গে আসা ভিটোর দিকেই মনোযোগ দিয়েছিল বেশি। হেলিপ্যাডের মাঠটায় বিকেলে ছোটরা খেলা করতে আসে। ভিটোর সঙ্গেও ক্রিকেট ব্যাট আর বল ছিল। যে ক'দিন দেখা হয়েছে, বিহান বেশ কিছুক্ষণ খেলেছে ভিটোর সঙ্গে।

ভারী মিষ্টি ছেলে ভিটো। এই ক'দিনেই বিহানের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছে খুব। গতকালও হেলিপ্যাডের মাঠে ওর দেখা হয়েছে ভিটোর সঙ্গে। খেলার পরে ভিটো বলেছিল, "আমায় তুমি বাটারফ্লাই ফল্‌স-এ নিয়ে যাবে আঙ্কল?"

"বাটারফ্লাই ফল্‌স?" এটা নিশ্চয়ই নতুন হয়েছে! কারণ আগে তো এটার নাম বিহান শোনেনি!

মোহনকাকু বলেছিল, "গত বছরদুয়েক হল হয়েছে। পাহাড়ের উপর একটা জায়গা ঘিরে চারটে ছোট ফল্‌স নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। টুরিজ়ম হচ্ছে না চারদিকে!"

"ও প্রজাপতি!" এবার বুঝতে পেরেছিল বিহান। ওদের সময়ে ওরা মাঝে মাঝে যেত ওখানে। তখন তো এসব হয়নি! শুধু ছোট চারটে ঝরনা ঘিরে অসংখ্য প্রজাপতি উড়ে বেড়াত! মিতুকে নিয়েও গিয়েছে। শেষের দিন ওই পাহাড়ের গায়ে তো একটা কথা লিখেও এসেছিল মিতু!

"আমায় নিয়ে যাবে আঙ্কল? কোনও দিন যাইনি। মাকে ওখানে যেতে বললেই মা বারণ করে। বকে। তুমি প্লিজ় আমায় নিয়ে যাবে?"

বিহান বলেছিল, "আমার সঙ্গে তোমার মা তোমায় ছাড়বে কেন?"

"ছাড়বে, ছাড়বে," ভিটো বলেছিল, "গতকাল দিম্মা তোমার নামে কী সব বলছিল, শুনে মা কষ্ট পাচ্ছিল!"

"অ্যাঁ? কী?" বিহান চমকে গিয়েছিল ভিটোর কথায়, "কষ্ট পাচ্ছিল বুঝলে কী করে?"

www.monersathe.com

"আমি বুঝি। মাকে আমি ঠিক বুঝি। তুমি আমায় নিয়ে যেতে চাইলে মা বারণ করবে না।"

মোহনকাকু বলেছিল, "তুমি এসো। আমিও না হয় যাব তোমাদের সঙ্গে।"

প্যাড, গ্লাভ্‌স, ব্যাট, বল আর উইকেট কিনল বিহান। তারপর একটা কিটের মধ্যে ভরে দিতে বলল জিনিসগুলোকে। খুব একটা ভাল কোয়ালিটির নয়। কিন্তু এখানে যে এই পাওয়া যাচ্ছে, এটাই অনেক।

কিটটা কাঁধে চাপিয়ে হাঁটা দিল ও। সামনে চড়াই কিছুটা। তারপর খানিকটা এগিয়ে ডান দিকে গেলে মিতুদের বাড়ি।

সব ঠিক আছে, কিন্তু মধুকাকিমাকে ফেস করতে হবে ভাবলেই খারাপ লাগছে। এই মানুষটা কোনও দিন ওকে পছন্দ করে না। ওর প্রধান আর একমাত্র অপরাধ ও মিতুকে ভালবাসত। ভালবাসত? পাস্ট টেন্স? আর এখন ভালবাসে না?

"ওয়ান্ট আ লিফ্‌ট?"

পাশের থেকে একটা গলা পেয়ে তাকাল বিহান। আরে সেই ছেলেটা? কোকড়া চুল। গোঁফ। বিহান হাসল। ছেলেটা সাইকেলে বসে আছে।

ছেলেটা আবার বলল, "আপনার মোবাইল ঠিক হয়েছে?"

"আরে ইউ রিমেমবার!" বিহান হাসল, "হ্যাঁ। আলোঝোরাতেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। আমি এক্সপেক্ট করিনি।"

ছেলেটা বলল, "কেন? টেকনোলজিতে কিন্তু আর বড় শহরগুলোর মনোপলি নেই! ইনফরমেশন ইজ লাইক নিউট্রিনো। ইট ইনভেডস এভরিথিং! আসুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি আপনাকে।"

"আমায়? কোথায়?"

"ভিটোর কাছে যাবেন তো!"

"তুমি জানলে কী করে?" অবাক হল বিহান।

"ভিটো বলেছে। হি ইজ অল প্রেজ অ্যাবাউট ইউ। বাটারফ্লাই ফল্‌স-এর

www.monersathe.com

কথাও বলেছে! আসুন বিহানদা। সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসুন। বাই দ্য ওয়ে। আমি রিজুল!"

বিহান আর আপত্তি করল না!

রিজুল সাইকেলটা ভালই চালায়। আর পিছনের চাকায় গিয়ারের সঙ্গে একটা অদ্ভুত মেকানিজ়ম লাগানো আছে। খুব কম এফোর্টে সাইকেলটা দ্রুত চলে!

সজনে গাছটা নড়ছে খুব। হাওয়ায় ওর মাথাভর্তি পাতারা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! দেখে ভাল লাগল বিহানের। কোথায় যেন কষ্টও হল একটু। এত সুন্দর জায়গা! এমন সিনারির মতো চারিপাশ। কিন্তু কিছুই ওর নয়! কিছুর সঙ্গেই যেন যুক্ত নয় ও। ও শুধু একজন ঘুরতে আসা বাইরের মানুষ! হ্যাঁ, বাইরেরই মানুষ! আউটসাইডার!

সাইকেল থেকে ওকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ির পিছনের দিকে চলে গেল রিজুল। ওই দিকে নাকি পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকে ও!

ভিটো বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে দৌড়ে এল ওর কাছে! একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ল বিহানের কোলে। বিহান এক হাতে কিট সামলে ওকে ধরল, "কী হয়েছে?"

ভিটো ছলছলে চোখে তাকাল ওর দিকে। বলল, "আমার যাওয়া হবে না!"

"কেন?" বিহান কিটটাকে মাটিতে রেখে জিজ্ঞেস করল।

"মা যেতে দেবে না," ভিটোর গলায় কান্না।

বিহান কী বলবে বুঝতে না পেরে মুখ তুলে দেখল মিতু এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে।

বিহান ভিটোকে এক হাত দিয়ে ধরে এগিয়ে গেল মিতুর দিকে। বলল, "ও যাবে না? আমি খুব সেফলি নিয়ে যাব। জেঠুর গাড়িটা নেব। কোনও ভয় নেই!"

www.monersathe.com

"না ও যাবে না। ব্যস। তোর সঙ্গে ওকে ছাড়ব না আমি!" মিতু জেদি গলায় বলল।

গলাটা খুব ভাল চেনে বিহান। এত বছর পার করেও এটা পালটায়নি। সেই অকারণ জেদ। অবুঝ রাগ।

"কেন বলবি তো?" বিহান তাকাল মিতুর দিকে।

মিতু চোয়াল শক্ত করে বলল, "তোকে বলব কেন? তুই কে? আমার ছেলে কোথায় যাবে আর যাবে না, সেটা তোকে বলব না। বুঝেছিস? ও যাবে না। এটাই ফাইনাল!"

বিহান মাথা নামিয়ে নিল। মিতু এমন করে বলল আজও। কী করেছে ও, যে এমন করে কথা শুনতে হবে ওকে!

ও ভিটোর ছলছলে চোখের দিকে তাকাল। আর দেখল অবিকল এমনই ছলছলে একটা চোখ বহু বছরের ওপার থেকে আজও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। পিছনে ঝরনার জল আছড়ে পড়ছে পাথরে আর প্রজাপতি উড়ছে। কার্নিভালের রঙিন কাগজের মতো উড়ছে পৃথিবীর সমস্ত প্রজাপতিরা!

বিহান বুঝল, ভিটো অবিকল মায়ের মতো চোখ পেয়েছে!

www.monersathe.com

: ৬ :

বাড়ি থেকে বেরবার মুখে চাপা চিৎকারটা কানে এল রিজুলের। ও ঘরে গেল। আবার শুরু হয়েছে? নাকি কিন্তু কেন যে মাঝে-মাঝেই এত নখর ঝরন কে জানে! বছর তো হল বেশ তাও এখনও এমন বছর ঝরেন কী ব্যাপার?

রিজুল সিঁড়ির উপর থেকে তালা-চাবিটা নিয়ে ঘরের বাইরে এল।

ওর ঘরটা বাড়ির পিছনের দিকে। এখানে আলো না লাগানোও চলে বরং পিছনে উঁচু-উঁচু লাগানো বড় দেওয়াল। আর সামনে উঠোনের ওদিকে বড় গেট। তাও তালাটা নেই ও। এখানে গাছপালা বেশি। ছোট-ছোট জঙ্গল ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। শিউলি আর ভাদের উপহার আছে বেশ। এখনি ঘরটা বেশ পেয়ে একটা ভাব মুখে পড়েছিল ঘরে। চারিদিকে নেশার ঘোর লেগেছিল। তাই আর কুঁড়ি নেয় না রিজুল।

ওর ঘর থেকে বেরিয়ে একটুখানি গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে বাড়ির উঠোনটা পড়ে। এটাই বাড়ির সামনের দিক।

সেই দিকে যেতে-যেতে আবার মধুকাকিমার গলাটা পেল ও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, "আমার বাড়ি এটা। তোর বাপ ঘরজামাই থাকত এখানে। ভুলে যাস না সেটা। তোকে আর তোর ছেলেকে খাওয়াই আমি। তুই জমিটা বেচে দিস না ঠিক করব আমি। যতই তোর শ্বশুরের জমি হোক। ওটা বিক্রি করবই না। এই বাড়িটার রক্ষক ছাড়াবে কে? তোর মরা বাপ?"

বেশ কিছুদিন ধরে জিনিসটা চলছে। রিজুল জানে ব্যাপারটা। শিলিগুড়ির কাছাকাছি শিলুর শ্বশুরের একটা জমি আছে। সেটা উত্তরাধিকার সূত্রে এখন

www.monersathe.com

মিতুর। সেটা নাকি স্যান্ডি লোমস। মানে এমন জমি যেখানে ওয়াইন তৈরির আঙুরের ফলন ভাল হবে।

বেশ অনেকটা জমি। দামও ভাল হবে। রবি এখন কিনতে চায় সেটা। না ঠিক রবি নয়, ওর একজন এনআরআই বন্ধু আছে সে কিনতে চায়। আর সেই জন্য রবি দাম দিয়ে গিয়েছে আট লাখ টাকা!

এটা অনেক টাকা, কিন্তু তাও মিতু বিক্রি করতে চায় না। কেন চায় না সেটা ঠিক জানে না রিজুল। আর জানতে চায়ও না। যতটুকু ও জেনেছে সেটা মধুকাকিমার চিৎকারের মাধ্যমে।

মিতুর জন্য খারাপ লাগে রিজুলের। কত বয়স হবে? ছত্রিশ। একটা ছেলে আছে। দশ বছরের মতো বয়স। কিন্তু স্বামী না থাকায় কেমন যেন হয়ে থাকে মিতু। কোথায় যেন কনফিডেন্স পায় না! জোর পায় না! মধুকাকিমার সব কথা শোনে। অন্যায় কথাগুলোও। মা বলেই হয়তো। কিন্তু এই জমিটা নিয়ে কেন মায়ের কথা শুনছে না মিতু, সেটা ঠিক বুঝতে পারছে না ও।

আজ পর্যন্ত কারও সঙ্গে মিতুকে জোর গলায় কথা বলতে শোনেনি রিজুল। এই যে মধুকাকিমা চেঁচাচ্ছেন, সেখানেও কিন্তু মিতুর দিক থেকে কোনও প্রতিবাদ ও শুনতে পাচ্ছে না!

রিজুল সাইকেলটা নিয়ে রাস্তায় এল। মোহন দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। লোকটাকে ভাল লাগে রিজুলের। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ! বিয়ে-থা করেনি। সারাদিন এই সংসারটা দেখাশোনা করে। আর গাছপালা নিয়ে পড়ে থাকে। বাড়ির কম্পাউন্ডের ভিতরে একটা বাগান আছে। সেখানে মোহন নানারকম ফুল গাছ লাগিয়েছে।

বাড়ি থেকে সামান্য চড়াই ভেঙে উঠলে বড় রাস্তা। রিজুল সেই পথে সাইকেল হাঁটাতে-হাঁটাতে দেখল সজনে গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে মোহন।

শীত পড়ে গিয়েছে বেশ। এমনিতেই এখানে একটু আগে সন্ধে হয়। আর এই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তো একদম অন্ধকার এখন। আকাশের বুকে তারাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

www.monersathe.com

ছোট থেকেই তারাদের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত ফিলিং হয় রিজুলের। মনে হয় ওই অন্ধকার যেন টানছে ওকে! ছোটবেলার মতো এখনও অবাক হয়ে ও তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। তবে এখন সুবিধে হচ্ছে আকাশকে অনেক কাছ থেকে দেখতে পারে ও।

অবজ়ারভেটরিতে টেলিস্কোপ আছে। কিন্তু তাতে মানুষকে চোখ দিতে হয় না। সবটাই কম্পিউটারাইজড। রিজুল ডেটা অ্যানালিসিস করে। টেলিস্কোপ অপারেট করার জন্য লোক আছে আলাদা।

তবে রাঠিস্যার অন্য ধরনের মানুষ। অবজ়ারভেটরির কাজকম্ম ওই ধরনের টেলিস্কোপের মাধ্যমে হলেও উনি হাই-এন্ড ম্যানুয়াল টেলিস্কোপও রেখেছেন! তাতে রাঠিস্যারের সঙ্গে রিজুল নিজেও মাঝে-মাঝে চোখ রাখে। আর প্রতিবারই নতুন করে অবাক হয় ও! নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়। মনে হয় আসলে ও নেই!

আর আকাশের দিকে তাকালে এই তুচ্ছবোধটা যেন আরও চেপে ধরে ওকে। ইগো থেকেই তো জীবনে বড়-বড় সমস্যাগুলো হয়। ওর মনে হয়, বাধ্যতামূলক ভাবে যদি স্কুলগুলোতে বেসিক লেভেলে আকাশ চেনানো হত, বা তার বিশালত্বের সামনে মানুষকে ফেলা যেত, তবে পৃথিবীতে হয়তো কামড়াকামড়ি একটু কমত!

"কোথায় চললে? কোচিং?" মোহন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ," হাসল রিজুল।

"কেমন লাগছে পড়াতে?" মোহন এগিয়ে এল।

"সবে তো শুরু হয়েছে। বাট ইটস নাইস!"

"তোমাকে দেখে আমি অবাক হই! বিদেশে ছিলে। কত সম্ভাবনা, তাও দেশে ফিরে এলে! খুবই অদ্ভুত!" মোহন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "আমায় এক দিন টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখাবে?"

"শিওর, তবে তার আগে একটু আকাশ সম্বন্ধে যদি পড়ে নেন তবে আরও ভাল লাগবে দেখতে।"

"জানো রিজুল, আজকাল আকাশ দেখে নানা কথা মনে আসে আমার।"

www.monersathe.com

"যেমন?" রিজুল কাছে এগিয়ে এল একটু।

"প্রাচীন ঋষিরা নাকি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সেখান থেকেই নানা উপাদান নিয়ে তাঁরা আমাদের সভ্যতার ভিত গড়েছেন। মন্ত্র তৈরি করেছেন! সত্যি মিথ্যে জানি না, কিন্তু পড়েছি 'ওম' শব্দটার মধ্যে নাকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আছেন। এও পড়েছি এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ঘূর্ণনের যে অতীন্দ্রিয় শব্দ তাই নাকি এই 'ওম' ধ্বনি! কিন্তু আমার আজকাল অন্য জিনিস মনে হয়!"

রিজুল তাকিয়ে রইল সামান্য অবাক হয়ে।

মোহন বলল, "আমার মনে হয় আসলে প্রাচীন ঋষিরা আকাশের দিকে, সূর্যের দিকে তাকিয়ে এই যে 'ওম' বলতেন, তা আসলে সূর্য থেকে তার ওম বা উত্তাপ প্রার্থনামাত্র। মানে বলতেন, তুমি তোমার উত্তাপ, তোমার ওয়ার্মথ দেওয়া বন্ধ কোরো না। উত্তাপ, মানে ওয়ার্মথই তো জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রাখে। শারীরিক আর মানসিক, দু'ভাবেই! এখনকার দিনে এই উত্তাপটাই খুব কমে যাচ্ছে! সবাই কেমন যেন হিংস্র আর নরখাদক টাইপ! এখনই 'ওম'-এর প্রয়োজন বেশি!"

রিজুল বলল, "ভাল বলেছেন। আপনি একটু আকাশ নিয়ে, স্টেলার চার্ট নিয়ে পড়াশোনা করে নিন, তবে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে আনন্দ পাবেন!"

"ঠিক," মাথা নাড়ল মোহন। তারপর বলল, "নাঃ, ভিতরে যাই এবার। মধুদি নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঠান্ডা হয়েছে! তুমি এসো। আর তোমায় আটকাব না।"

মাফলারটাকে পাগড়ির মতো করে মাথায় বেঁধে নিয়েছে রিজুল। কান না ঢাকা দিলে ঠান্ডা লেগে যাবে। ও মোটামুটি ছ'টা থেকে ক্লাস নেবে আজ।

প্রথমে কথা হয়েছিল সপ্তাহে দু'দিন এক ঘণ্টা করে ক্লাস নিতে হবে ঝিলের ক্লাসের আগে। কিন্তু ব্যাপারটায় একটু বদল এনেছে ও। খই-কে বলে ঝিলকে ওর আগে ক্লাস নিতে বলেছে রিজুল। কারণ, এক ঘণ্টা

www.monersathe.com

বললেও, রিজুলের ক্লাস এক ঘণ্টাতেও শেষ হয় না। ওর পরে ক্লাস নিতে গেলে ঝিলের রাত হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে।

আজ পাঁচটা থেকে ছ'টা অবধি ক্লাস নেবে ঝিল। রিজুল পৌনে ছ'টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। পনেরো মিনিট বাইরে থেকে দেখবে ঝিলকে। তারপর ক্লাসে ঢুকবে।

প্রথম দিন ক্লাস নিতে এসে ঝিল ওকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল বেশ। সাশা বলে ঝিলের এক বান্ধবী ছিল সঙ্গে।

ক্লাস নিয়ে বেরবার সময় রিজুল হাসি মুখে এগিয়ে গিয়ে "হাই" বলেছিল। কিন্তু ঝিল পাত্তা দেয়নি। একটু মনে লেগেছে রিজুলের। ও পরের দিনও আর-একবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেদিনও ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে ঝিল চলে গিয়েছিল! আজ আবার চেষ্টা করবে রিজুল। চেষ্টা করেই যাবে।

যতদিন যাচ্ছে ঝিল যেন আরও বেশি করে ঢুকে যাচ্ছে ওর মনের মধ্যে! আজকাল প্রায়ই স্বপ্নে ঝিলকে দ্যাখে ও। তারপর ঘুম ভেঙে ভূতের মতো বসে থাকে মাঝরাতে! এ যে কী ঝামেলায় পড়েছে রিজুল! কোনও দিন এত ডিফিকাল্ট মেয়ে ও দেখেনি। আরে বাবা শুধু তো 'হাই' বলছে! ওর সঙ্গে শুতে বলেনি তো! একটা উত্তর দেবে না! সব ছেলেকেই রেপিস্ট ভাবে নাকি?

আচমকা ফোনটা বেজে উঠল বুক পকেটে। এখন আবার কে? সাইকেলটা বাজারের কাছে এসে গেছে। রিজুল একটা কালভার্টের পাশে দাঁড় করাল সাইকেলটা। তারপর ফোনটা বের করল। দিদি!

"হ্যালো দিদি? বল।"

"ভাই, তুই মাকে ফোন করছিস না কেন লাস্ট এক সপ্তাহ? কী হয়েছে তোর?"

চোয়াল শক্ত করল রিজুল। এটাও দিদিকে লাগিয়েছে মা!

ও বলল, "সময় পাচ্ছি না। করব।"

"রাগ করছিস কেন? মায়ের দিকটাও দেখ। বাবা একটা জিনিস বলেছে মাত্র। এতে রেগে যাওয়ার কী আছে!"

www.monersathe.com

রিজুল রাগটা চেপে বলল, "বাবা বলল বিদেশ থেকে চলে আসতে। এলাম। বলল ভারতে থেকে কাজ করতে। করছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বাবার কথা মতো এক্ষুনি আমায় বিয়ে করতে হবে!"

"বাবার শরীরের অবস্থাটা ভাব। কোনও দিন কিছু হয়ে যাবে। তাই তোর বিয়েটা দেখে যেতে চায়। জানিসই তো যখন-তখন যা খুশি তাই হতে পারে। তাই..."

"ব্ল্যাকমেলিং কিন্তু একটা অফেন্স। আমাদের দেশে বাবা-মায়েরা এটা কী করে যে শয়ে শয়ে বছর ধরে করে যাচ্ছে কে জানে বাবা!"

"শোন না..."

দিদি আরও কিছু বলার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরে রিজুল বলল, "আমি কাজে আছি। পরে কথা বলব। বাই।"

ফোনটা কেটে ও আকাশের দিকে তাকাল। পাতলা তুলোর মতো মেঘ ভেসে যাচ্ছে। ফাঁক দিয়ে চকচক করছে রুপোর গুঁড়োর মতো তারাগুলো!

রাগ এলেই আকাশের দিকে তাকায় রিজুল। মাথা ঠান্ডা রাখার এটা একটা পদ্ধতি ওর।

মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিংয়ের সামনে সাইকেলটা রেখে মাথা থেকে মাফলারটা খুলল রিজুল। তারপর গিয়ে বারান্দায় রাখা লম্বা বেঞ্চটায় বসল। ওর কাছে পড়ার জন্য বেশ কয়েকজন এসে পড়েছে। সবাই দরিদ্রবাড়ির ছেলে-মেয়ে। কিন্তু আগ্রহ আর চেষ্টা আছে। এর মধ্যে কয়েকজন তো রীতিমতো ভাল।

রাঠিস্যারকে এদের কথা বলেছে রিজুল। যদি সরকারি কোনও ব্যবস্থা করা যায়!

"কী রে, এসে গিয়েছিস?" খই এসে বসল পাশে।

"হ্যাঁ," রিজুল কথাটা বলে ক্লাসের ভিতরে তাকাল। আজ গোলাপি চুড়িদারের উপর লাল একটা জ্যাকেট পরে এসেছে ঝিল। দেখেই রিজুলের গলা শুকিয়ে গেল।

"জল খাবি?" খই খোঁচা দিল।

www.monersathe.com

"তোর রক্ত খাব।"

"তা তো খাবিই। উপকার করেছি তোর, তাই আমাকেই যে সবচেয়ে বড় বাঁশটা দিবি সেটাই স্বাভাবিক!"

"আর উপকার!" মাথা নাড়ল রিজুল, "পাত্তাই দিচ্ছে না! শালা ইনফিরিয়র কমপ্লেক্স হচ্ছে রীতিমতো। প্রেমে পড়ে না কনফিডেন্সের বারোটা বাজে! আমি কি এতটাই ফালতু?"

খই হাসল, "সব ছেলেরাই ফালতু যতক্ষণ না মেয়েরা তাদের ভালবাসছে! চেষ্টা করে যা।"

"কীভাবে?"

"ভাল কথায় তো কাজ হচ্ছে না! তাই এবার একটা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা কর..." খই চোখ বড় করল।

"এটা তোর হিন্দি সিনেমা? এমনিতেই কথা বলে না, তার উপর ঝগড়া বাধাব?"

খই উত্তর দিতে গিয়েও পারল না। ঝিল ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে এল বাইরে। ক্লাসের ছেলে-মেয়েরাও বেরল ওর সঙ্গে।

খই আচমকা উঠে গিয়ে বারান্দার মাঝখানে ঝিলের পথ আটকে দাঁড়াল। থমকে গেল ঝিল। ভুরু কুঁচকে তাকাল খইয়ের দিকে। বোঝা যাচ্ছে খুব বিরক্ত!

খই বলল, "কেমন পড়ছে স্টুডেন্টরা?"

ঝিল ঠান্ডা চোখে তাকাল একবার। তারপর ধীরে-ধীরে বলল, "ভাল। কেন?"

"না আমরা ভাবছি, এক ঘণ্টার ক্লাসটা কেটে আধঘণ্টা করে দেব।"

"কেন?" রিজুল দেখল ঝিলের চোখে একটা ঝিলিক দিল।

কী করছে খই! ওর হয়ে ঝগড়া লাগাচ্ছে! এ ছেলেটা কেস জমাতে গিয়ে আরও কেঁচিয়ে দেবে যে! ও তো জানে না এ মেয়ে পুরো পাথর দিয়ে তৈরি!

"কী হল, কেন সময় কমিয়ে দেবে, হ্যাঁ?" ঝিলের ভুরু দুটো কুঁচকে গেল।

www.monersathe.com

খই কায়দা করে কাঁধ নাচিয়ে বলল, "এখনকার দিনে আর্টস, মানে এই বেঙ্গলি, ইংলিশ এসবের পিছনে ফালতু বেশি সময় খরচ করে লাভ আছে? তাই..."

"বেঙ্গলি, ইংলিশ ফালতু?" ঝিলের গলাটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল, ও তাকাল বেঞ্চে বসা রিজুলের দিকে। তারপর বলল, "সায়েন্স ফালতু। একদম ফালতু। মানুষকে মেটিরিয়ালিস্টিক করে দেয়। মানুষকে পশু করে দেয়। সায়েন্স কী করে? কী করে সায়েন্স?"

খই হেসে তাকাল রিজুলের দিকে, "বলে কী রে? বলে সায়েন্স ফালতু! এমনই-এমনই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য বাঙালি নালে-ঝোলে হয়! এমনই-এমনই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাত্র দেখলে মেয়ের বাপ-মায়েদের মুখ দিয়ে জল পড়ে! মানুষের ডিম্যান্ড দেখে তার স্টেটাস বোঝা যায়! আর্টস পড়ে কী হবে? কোন কাজে লাগবে?"

"এটাই করে সায়েন্স। এর কথাই বলছিলাম। এটাই পশুর লক্ষণ!" ঝিল দাঁতে দাঁত ঘষল, "এটাই পারে সায়েন্স। নো ইম্যাজিনেশন। জাস্ট ফাইনাইট ডিজায়ার নিয়ে কাজ।"

"তা কিন্তু নয়," রিজুল এবার উঠে দাঁড়াল, "সায়েন্স কিন্তু ফাইনাইট নয়। এতেও ইমাজিনেশন আছে। আমি অবজারভেটরিতে কাজ করি। অ্যাস্ট্রোনমার। ডেটা অ্যানালিসিস কিন্তু শুধু হার্ড ফ্যাক্টস দিয়েই হয় না। তাকে মডেলে কনভার্ট করতে গেলে ইম্যাজিনেশনের সঙ্গে-সঙ্গে সায়েন্স প্রত্যক্ষভাবে কাজেও লাগে আমাদের!"

"তাই?" ঝিল তুলি দিয়ে আঁকা ভুরু তুলে ঘুরে দাঁড়াল রিজুলের দিকে। জিজ্ঞেস করল, "কাজে লাগে? হাবিজাবি তথ্য জোগাড় কি কোনও কাজ? এই যে মঙ্গলগ্রহে জল পাওয়া গিয়েছে, এটা কোন কাজে লাগবে শুনি?"

রিজুলের গলা শুকিয়ে এল আবার। ঝিল কথা বলতে-বলতে কাছে চলে এসেছে। ভুরুর তিলটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। উত্তেজনায় মুখ লাল। বারান্দার বাল্‌বের দুর্বল আলোতেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব। স্টুডেন্টরাও ঘিরে ধরে

www.monersathe.com

শুনছে তাদের টিচারদের তর্ক। কে জিতবে দেখতে চাইছে। খই এই সুযোগে সরে দাঁড়িয়েছে অনেকটা। মুখে আবছা হাসি।

"কী হল? কথা ফুরিয়ে গেল?"

"আমি জানি তুমি কী ভাবছ! ভাবছ মঙ্গলে জল আছে না আগুন আছে, তাতে কী এল গেল মানুষের! কিন্তু এর দরকার আছে। জল পাওয়া গিয়েছে মানে সেখানে প্রাণের সম্ভাবনা আছে। প্রাণ মানে তা ব্যাকটেরিয়া হতে পারে, আবার মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান কোনও জীবও হতে পারে। প্রথমটা হলে হয়তো সেই ব্যাকটেরিয়ার থেকে ক্যান্সার বা এড্‌স-এর কিওর আমরা পেতে পারি। আবার পরেরটা হলে সেই বুদ্ধিমান প্রাণীর সাহায্যে হয়তো আমরা মহামারী বা খরা-বন্যার মতো ডিজ়াস্টার কী ভাবে ঠেকানো যায় তার নলেজ পেতে পারি। তা ছাড়া, জল মানে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন! আজ থেকে এক হাজার বছর পরে আমাদের হয়তো এই গ্রহটা ছেড়ে ইন্টারস্টেলার ভয়াজে যেতে হবে। ফর দ্য সেক অব আওয়ার রেস, আমাদের হয়তো অন্য গ্রহে ঘর বাঁধতে হবে। তখন আমাদের জার্নিতে মঙ্গল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। স্পেস শাটলে যাওয়া মানুষদের অক্সিজেন আর স্পেস শাটলের জন্য জ্বালানি হিসেবে প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন আমরা মঙ্গলের জল থেকে নিতে পারি। মানে বলা যায় মঙ্গল আমাদের কাছে পেট্রোল পাম্পের কাজ করবে! সো, ইম্যাজিনেশন আর নেসেসিটি। সবটা মিলিয়ে দেয় সায়েন্স। আর..."

ঝিল পলক ফেলছে না। তাকিয়ে আছে রিজুলের দিকে।

রিজুল বলল, "আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী জানো? ভাগ্যিস মঙ্গল গ্রহে জল পাওয়া গিয়েছে। না হলে এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলার চান্স পেতাম কি? কয়েক মাস ধরে তো শুধু দূর থেকেই দেখে গেলাম! মঙ্গলে জল ছিল বলেই না তোমায় এসব বলার চান্স পেলাম। আর জানতে পারলাম, তোমার চোখের মণির রং একদম দারুচিনির মতো!"

www.monersathe.com

॥ ৭ ॥

নুড়ির গালের পাশটা কেমন যেন বেগুনি রংয়ের হয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে থাপ্পড়টা ভালই লেগেছিল। মাথার সামনেও একটা জায়গায় স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। কেটে গিয়েছে। মারটা খেয়ে মাথাটা ঠুকে গিয়েছিল আলমারির কোণায়।

যতবার ওই দিকে চোখ পড়ছে, মাথার ভিতরে যেন বোলতা কামড়াচ্ছে ফলকের। নুড়ির গায়ে হাত দিয়েছে। এমন ভাবে মেরেছে? কেন কী করেছে এমন? এভাবে কেউ কাউকে মারে। গোপা না ওর দিদি! এটা কি সেই দাসপ্রথার যুগ?

নুড়ি বিশেষ কথা বলছে না। ও এসে বসার পরে শুধু ডিম-পাউরুটি আর চা রেখে গিয়েছে। তবে বুঝতে পারছে ফলক। নুড়ির চোখ দুটো বর্ষার পুকুরের মতো হয়ে আছে। একটু টোকা লাগলেই উপছে উঠবে।

নুড়ির কাছে এলে নীচের কোণের ঘরটায় বসে ফলক। তখন সেখানে বিশেষ কেউ ঢোকে না।

আসলে গোপার বাবা-মা খুব নিরীহ ধরনের। মেয়ের ব্যাপারে করতে পারে না কিছু। চোখের সামনে এমন করে একজনের সঙ্গে সম্পর্ক করে! মেনে নিতে কষ্ট হয় ওদের। তাই হয়তো গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকে।

ফলক কেমন মানুষ, ও কী করে তা এই অঞ্চলের সবাই জানে। তাই কেউ বিশেষ ঘাঁটায় না ওকে। গোপার বাবা-মাও ঘাঁটায় না। ওরা জানে ফলক নুড়িকে পছন্দ করে। তাই ফলক এলে ওকে নুড়ির সঙ্গে একা কথা বলতে দেয়।

www.monersathe.com

সামনের টিভিটা চলছে। একটা খেলা দেখাচ্ছে। গল্‌ফ। খেলাটা খুব একটা বোঝে না ফলক। কিন্তু তাও ভাল লাগে। বেশ ধৈর্যের খেলা। দূর থেকে স্টিক দিয়ে মেরে গর্তে ফেলতে হয় একটা ছোট বল। একবারে পড়ে না। বারবার চেষ্টা করতে হয়। এক জায়গা থেকে মেরে আর-এক জায়গায় নিয়ে যেতে হয়। মাঝে নানা বাধা-বিপত্তি থাকে। তাও সেসব পার করে পরিশ্রম করে মাথা ঠান্ডা রেখে, একাগ্র হয়ে বলটা ফেলতে হয় গর্তে রাখা টিনের কাপে! ঠিক জীবনের মতো। বেশ লাগে ফলকের। আর জিততে পারলে প্রচুর টাকা পুরস্কার!

এখানে কোথাও এই খেলাটা খেলার উপায় নেই। শুধু ফুটবল আর ক্রিকেট। কোনও দিন যদি সুযোগ হয় ও একবার গল্‌ফ খেলে দেখবে!

"চা-টা খেয়ে নাও..." নুড়ি এসে বসল পাশে।

ফলক টিভির থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল। আবার গরম হয়ে গেল মাথাটা। এমন করে কেউ মারে?

ও জিজ্ঞেস করল, "কী করেছিলে তুমি যে, এমন করে মারল?"

"সবসময় তো আমিই করি, না?" নুড়ি চোয়াল শক্ত করে নামিয়ে নিল চোখ, "সবসময় আমায় সন্দেহ করো কেন বলো তো?"

ফলক তাকাল নুড়ির দিকে। মেয়েটা খুব অভিমানী। সহজে পুরনো কথা ভোলে না! কিছু দিন আগে ফলক দেখেছিল নুড়ি জীমূতের সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে গল্প করছে। এমনিতেই জীমূতকে পছন্দ করে না ও। তার উপর নুড়ি হেসে কথা বলছে! দেখে মাথার ঠিক ছিল না ফলকের।

জীমূত ওকে দেখেই চলে গিয়েছিল। আর ফলক নুড়িকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে চিৎকার করেছিল খুব। খারাপ কথাও বলেছিল। নুড়ি কিচ্ছু বলেনি। মাথা নিচু করে শুনেছিল সব চুপ করে।

গোপাকে প্যাকেটটা দিয়ে ফলক দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন। মাথায় আগুন জ্বলছিল। শুধু গাড়িটা নিয়ে বেরবার সময় একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছিল ও। দেখেছিল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছলছলে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে নুড়ি!

www.monersathe.com

বাজার অবধি পৌঁছবার আগেই ফলকের মনের ভিতরে একটা খারাপলাগা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ওই ছলছলে চোখ দুটো যেন তাড়া করছিল ওকে। ভাবছিল, গোটা ঘটনাটা না জেনে কী বলল ও। এসব বলল কেন! নুড়ি তো কোনও দিনও খারাপ কিছু করেনি। তবে সামান্য একটা ঘটনায় এমন করল কেন ও?

বাড়িতে পৌঁছবার আগে খারাপ লাগাটা পালটে গিয়েছিল অপরাধবোধে। ভয়ও করছিল। যদি নুড়ি ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক না রাখে। যদি আর ভাল না বাসে ওকে। ও জানে নুড়ির অভিমান খুব বেশি। তাই বুঝতে পারছিল রাগের মাথায় যা করেছে, তার খেসারত দিতে খুব ভুগতে হবে ফলককে!

আর হয়েও ছিল।

তিন দিন ওর ফোন ধরেনি নুড়ি। বাড়িতে এলে সামনে আসেনি। জোর করে রাস্তায় কথা বলতে গেলে বুকের সঙ্গে থুতনি চেপে দাঁড়িয়েছিল।

মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ফলকের। শেষে গতকাল এই বাড়ির পিছনের বাগানে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়েছে ফলক। ওর মনে হচ্ছিল এ অবস্থায় যদি লোকজন ওকে দেখে ফেলে তবে তো হয়েছে ওর কাজকম্ম!

ওর হাতজোড় করা অবস্থা দেখে নুড়ি শুধু বলেছিল, "আমায় যে বিশ্বাস করে না, সে আমায় ভালওবাসে না!"

এই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না ফলক। মেয়েরা নিজেরা যা মনে করবে, সেটা কি ইউনিভার্সাল রুল নাকি? ভালবাসে বলেই তো অত পজেসিভ হয়ে যায় ও। আশঙ্কা হয়, যদি নুড়ি ছেড়ে চলে যায় ওকে!

কিন্তু নুড়িকে কে বোঝাবে? তাও চেষ্টা করেছিল ফলক। নুড়ির হাত ধরে বলেছিল, "তুমি ছাড়া এ পৃথিবীতে আমি কাউকে নিজের ভাবতে পারি না। তাই হিংসুটে হয়ে পড়ি। ভালবাসি তোমায়, সমাজসেবা তো আর করি না!"

এই নুড়ি হেসেছিল। তিন দিন ওকে নাকের জলে চোখের জলে করে এই সময় হেসেছিল নুড়ি। বলেছিল, "জীমূত বাড়িতে এসে কথা বলছে। আমি কি কথা বলব না? অসভ্যতা করব?"

www.monersathe.com

"হ্যাঁ, করবে অসভ্যতা। ইতিহাস কি নুড়ির সভ্যতা নিয়ে পরে কোনও চ্যাপ্টার তৈরি করবে? তুমি কে? রামমোহন রায় না ভগিনী নিবেদিতা? সমাজের ভাল করতে কেউ বলেছে তোমায়? অমন ছেলেরা হাসি দেখলে অন্য মানে বোঝে। শোওয়ার ধান্দায় ঘোরে। তাদের সামনে তোমায় কে বলেছে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন বানাতে!"

না, এটা বলেনি ফলক। তবে ভেবেছিল বলবে। কিন্তু কে সাধ করে আবার এক সপ্তাহের ঝামেলা ঘরে তোলে!

কাল মিটে গিয়েছিল সব। কিন্তু আজ সকালে এসেই দেখে এই অবস্থা। গোপার মা-ই বলেছে কী হয়েছে। নুড়ি বলেনি।

এখন জানতে হবে কেন এভাবে ওকে মারল গোপা!

ফলক বলল, "সন্দেহ নয়। জানতে চাইছি, কেন মারল। তুমি তো খারাপ কিছু করার মেয়ে নও। তা হলে? তেলটা এত বেড়েছে কেন গোপার?"

নুড়ি শ্বাস নিল লম্বা করে। তারপর বলল, "ওই যে সেদিন সাজার সেটটা দিয়ে গেলে তুমি, আমি শুধু হাতে নিয়ে দেখেছিলাম। আর তারপর ওটা হাত ফসকে পড়ে গিয়েছিল বিছানায়।"

"কিছু কি ভেঙেছে?" সামান্য উদ্বিগ্ন হল ফলক।

"বললাম তো বিছানায় পড়েছে। ভাঙবে কেন?"

"তাও মারল?" ফলক শক্ত করল চোয়াল, "খানকি শালি। আমি ওকে...

"কিচ্ছু করতে পারবে না। আমি চিরকাল ঝি-গিরি করে যাব। তুমি দেখবে তাকিয়ে-তাকিয়ে। তারপর তোমার দাদা যে মেয়েকে বলবে, সুড়সুড় করে বিয়ে করে নেবে তাকে। আমি জানি।"

"জানো মানে?" খুব অসহায় লাগল ফলকের। মেয়েদের এই সব জেনে যাওয়াগুলো বিপজ্জনক! ও জিজ্ঞেস করল, "জানো? কী জানো? শোনো আমি আটকে আছি কেন জানো? টাকা! টাকার জন্য! আর-একটু টাকা করতে হবে আমায়। তারপর সোজা তোমায় নিয়ে কলকাতায় পৌঁছে যাব! দেখব কোন শালা আমায় আটকায়।"

www.monersathe.com

"আর তোমার মা, ভাই?" নুড়ি তাকাল ফলকের দিকে।

"সে থাকবে এখানে। রবিদা তো আর ওদের ফেলবে না। আর সত্যি বলতে কী আমি কেন ওদের জন্য আমার জীবন নষ্ট করব! আমি তোমায় নিয়ে..."

কথা শেষ করতে পারল না ফলক। পকেটের ফোনটা কুড়কুড় করে বেজে উঠল। ফোনটা বের করে দেখল। রবি! চোয়াল শক্ত করে একটা গালি দিল ফলক।

তারপর ফোনটা ধরে অমায়িক গলায় বলল, "হ্যাঁ, দাদা বলো।"

"অফিসে আয়, কথা আছে।"

"এখন?" ফলক ঠোঁট চাটল।

"তবে নয়তো কি কালকে? গাধার মতো প্রশ্ন না করে আয় এক্ষুনি!" রবি ফোনটা কেটে দিল।

বোকার মতো মুখ করে নুড়ির দিকে তাকাল ফলক। বলল, "আমায় যেতে হবে।"

"রবিদা?" ভুরু তুলল নুড়ি।

ফলক উঠে দাঁড়াল, "হ্যাঁ। আর্জেন্ট কাজ আছে।"

"এসো," নুড়ি ছোট করে বলল শুধু।

দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়াল ফলক। মাথা ঘুরিয়ে বলল, "তবে বেশি দিন আর নয়। তোমায় নিয়ে খুব শিগগিরি আমি..."

হাসল নুড়ি। মাথা নাড়ল সামান্য। তারপর ভুরু তুলে বলল, "তোমার শুধু একটা লেজ মিসিং। ওটা থাকলে দেখতাম রবিদা ডাকলেই কেমন লেজ নাড়াতে-নাড়াতে তুমি চলে যাচ্ছ!"

আজ বাইক নিয়ে এসেছিল ফলক। নুড়িদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্পিড তুলল গাড়িতে। নুড়ির শেষ কথাগুলো লঙ্কাবাটার মতো করে জ্বলছে শরীরে। ঠান্ডা হাওয়ায় সেই জ্বালা মেটাতেই যেন জোরে বাইক ছোটাল ফলক।

www.monersathe.com

কথাটা ভিতরে বিঁধলেও খুব কিছু ভুল তো বলেনি নুড়ি। আর সেই জন্যই বোধ হয় কষ্টটা আরও বেশি। নিজের উপর এত ঘেন্না ধরে মাঝে-মাঝে যে, কী করবে ভেবে পায় না ফলক। সেই ক্লাস টুয়েল্‌ভে যদি ওই প্রেমটায় না পড়ত! যদি লেখাপড়াটা করত! ইশ। এই তো বিহানকে দেখছে এখন। কত্তবছর পর আবার এসেছে এখানে। বিহানও তো প্রেমে ঝাড় খেয়েছে। কিন্তু দেখে তো মনে হয় না যে, ওর ক্ষতি হয়েছে কিছু।

বিহানের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে ফলকের। পারে না। বাধো-বাধো ঠেকে। আসলে, সেই ঘটনাটার দিন বিকেলে ফলকই তো বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল বিহানকে।

ফলক জানত না, রবি অমনভাবে মারবে ওকে। কিন্তু বিহান কি বিশ্বাস করবে?

শালা রবি। নিজে ভালবাসতে পারে না, আর অন্য কেউ ভালবাসলে সেখানে কাঠি করে তা নষ্ট করবে। শালা লাইফ নষ্ট করতে মালটা ওস্তাদ। এখন যেমন ঝিলের পিছনে পড়েছে!

রবির দু'নম্বরি কারবারের এক ক্লায়েন্ট থাকে আমেরিকার পেন্সিলভ্যানিয়ায়। নাম গৌতম চান্দেল! বেশ কিছু বছর আগে সে একবার এসেছিল এখানে। তখন কী কারণে ঝিল, ওর ভাই আর মা এসেছিল বাদামপাহাড়ে। সেই তখনই লোকটার পছন্দ হয়েছিল ঝিলকে। লোকটা বিবাহিত ছিল। তবে সেখানে গোলমাল চলছিল কিছু। ফলক লোকটাকে বলতে শুনেছিল, "মাই ম্যারেজ ইজ় নট ওয়ার্কিং!"

ম্যারেজ কি তোমার খুড়োর কল নাকি যে ওয়ার্ক করবে! শালা মাগিবাজ! অল্পবয়সি মেয়ে দেখেই শরীরে হরমোনের লাফালাফি বেড়ে গিয়েছে!

এই লোকটার সঙ্গে ভেড়াবার জন্য ঝিলকে মিষ্টি কথায় নিজের কাছে নিয়ে এসে রেখেছে রবি। আর এই লোকটা কিনতে চায় বলেই মিতুর ওই জায়গাটা বাগাবার চেষ্টা করছে।

এর কারণটাও ভাল করে জানে ফলক। এই গৌতমের কাছে অনেকটা ধার হয়ে আছে রবির। আর শুধু তাই নয়, এই লোকটি নাকি সাউথ-ইস্ট

www.monersathe.com

এশিয়ার গোটা আফিমের ব্যবসাটা ওই দূর দেশ থেকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে গৌতম প্রসন্ন হলে রবির ধার মাফ হবে আর সঙ্গে জুটবে আফিমের ব্যবসার অংশীদারি। আর ঝিল যদি বিয়ে না করতে রাজি হয়, তবে লাখখানেক ডলার ধার মেটাতে হবে রবিকে। রবি দিয়ে দিতেই পারে টাকা। কিন্তু সেটা বাঁচাবার জন্য এসব করছে।

এই ক'বছরে নিজের বউয়ের সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে তাকে ডিভোর্স দিতে পেরেছে গৌতম। বেশ কিছু টাকা খসেছে, কিন্তু তবু পেরেছে। কিছু দিনের মধ্যেই নাকি আসবে গৌতম। তখন ঝিলকে বিয়ে করে, মিতুর জমি কিনে রবির সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করে যাবে। মিতুর জমিতে লোকটা মদ তৈরির আঙুরের চাষ করবে!

ফলক মাঝে-মাঝে ভাবে, এটা কি কোনও সভ্য সময়? সেই পুরনো দিনের মতো করে এখনও মেয়েদের দিয়ে যেন বাণিজ্য চলছে! ঝিলের জন্য কষ্ট হয় ফলকের। কী মেয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে! আটচল্লিশ বছর বয়স গৌতমের। দেখলে মনে হয় গোলাপি শুয়োর! মেয়েটাকে যেন খাইয়ে-দাইয়ে জবাইয়ের জন্য তৈরি করাচ্ছে রবি!

রবির এই অফিসটা নতুন। আলোঝোরায় যাওয়ার রাস্তায় পড়ে। দু'পাশে উঁচু উঁচু শাল গাছের জঙ্গল। ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো চিকের মতো ঝুলে থাকে। শীতের রোদ যেন কিছুতেই নাড়াতে পারে না এই জঙ্গলের ঘুম।

রাস্তার পাশে বিপ্লবকে দেখল ফলক। ওই বড় সাদা কুকুরটাকে নিয়ে হাঁটছে। নাম দিয়েছে সিন্ডারেলা! দেখলেই বোঝা যায় কুকুরটা প্রেগন্যান্ট! কুকুরটার গলায় একটা লাল রংয়ের বেল্ট। তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে হাতে জড়িয়ে হাঁটছে বিপ্লব।

বাড়ি থেকে এমন হঠাৎ-হঠাৎ বেরিয়ে যায় ছেলেটা। কী যে করে সারাদিন! আর কোথা থেকে পেল এই বেল্টটা! ওকে তো কিনে দিতে বলেছিল বিপ্লব। ও দেয়নি। তবে কে কিনে দিল?

দূর থেকে ফলককে দেখে হাত তুলল বিপ্লব। ওর পাশ দিয়ে বাইক নিয়ে

www.monersathe.com

বেরিয়ে যাওয়ার সময় শুনল বিপ্লব চিৎকার করে বলছে, "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!"

"কোথায় গিয়েছিলি?" অফিসের দরজায় দাঁড়ানো মাত্র রবি দাঁতে দাঁত ঘষে জিজ্ঞেস করল।

"আমি? মানে..." ফলক কী বলবে বুঝতে পারল না। ঘরে আরও কয়েকজন আছে। জীমূতও বসে রয়েছে কোণের দিকে একটা টুলে!

'মানে-মানে' করবি না। কেন গিয়েছিলি ওই মাগিটার কাছে? কী আছে ওখানে? আলোঝোরার লালবাতির মেয়েগুলোকে মনে ধরছে না আর?"

"রবিদা, প্লিজ়..." কান লাল হয়ে গেল ফলকের। কার সঙ্গে কার তুলনা! নুড়ির সঙ্গে লালবাতির ওই মেয়েগুলোকে এক করে দেখছে রবি! এতটা নীচ! ওর ইচ্ছে করল দু'হাতে গলাটা টিপে শেষ করে দেয়। সবার সামনে নোংরামো করতে একটুও আটকাচ্ছে না!

রবি পাশের ড্রয়ারটা খুলে ব্রাউন পেপারের একটা খাম বের করল। তারপর ছুড়ে দিল ফলকের দিকে। ফলক ধরল খামটা। মুখটা খোলা। টাকার বান্ডিল দেখা যাচ্ছে।

"ওটা গিয়ে মিতুকে দিয়ে আয়। এক্ষুনি।"

"মিতুদিকে?" ফলক জিজ্ঞেস করল।

"কানে কম শুনছিস, না ন্যাকামো করছিস? যা, দিয়ে আয়।"

"কিন্তু," ফলক ঠোঁট চাটল, "মানে, আগেরবার দিতে গিয়ে মিতুদি তো টাকা নেয়নি!"

"তো? আবার যাবি। আবার দিবি। না নিলে আরও একশোবার যাবি!" রবি তাকাল ফলকের দিকে।

"কিন্তু দাদা..." ফলক আরও কিছু বলতে গেল।

কিন্তু শুনল না রবি। আচমকা দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলল, "বাঞ্চোত, খুব তেল বেড়েছে না? আমার ওপর 'কিন্তু' চাপাচ্ছিস? কাজ করতে ইচ্ছে

www.monersathe.com

করছে না? ওই ঢলানিটার সঙ্গে মিশে এই শিখছিস? তোর পাগলা ভাই ওর মায়ের পাছায় লাথ মেরে বের করে দেব ঘর থেকে? শুয়োরের বাচ্চা, আমায় 'কিন্তু' দেখাচ্ছিস? যা, যা বলছি। না হলে নাক ঘষিয়ে নিয়ে যাব তোকে। বোকা..."

সবাই তাকিয়ে দেখছে ফলককে। ফলকের মাথায় কেউ যেন গলন্ত লোহার ড্রাম উলটে দিয়েছে। অপমানে আটকে আসছে ওর গলা। ও মাথা নামিয়ে পিছন ফিরল। আর তার মধ্যেও দেখল ঘরের কোণে টুলের উপর বসে ওর দিকে তাকিয়ে ফিকফিক করে হাসছে জীমূত!

www.monersathe.com

॥ ৮ ॥

পুরনো বাইকটা আজ বের করেছে বিহান। এই মডেলটা আর নেই। রোগা রোগা চাকা, পাতলা ফুয়েল ট্যাঙ্ক। কিন্তু তেজ বেশি!

আলোঝোরায় যেতে হবে একবার। জেঠিমার জন্মদিন কাল। কিছু একটা কিনবে। না, জেঠিমা বলেনি কিছু। কিন্তু বিহানের মনে আছে। বিহানের সবটাই মনে থাকে। স্মৃতি ওর শত্রু।

এই বাইকটায় এক সময় মিতু বসত। পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকত কাবুলি বিড়ালের মতো। আর কানে-কানে বলত, "বিয়ের পর কিন্তু একটা বড় গাড়ি কিনবি। আমার ফোর হুইলার ভাল লাগে খুব!"

জীবনের সব কিছুতেই ওর মিতুর কথা মনে পড়ে। যে কোনও ব্যর্থতা আর তেমন কষ্ট দেয় না ওকে। কারণ মনে পড়ে মিতুর ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে কোনও কিছুই বেশি কষ্টকর নয়। যে কোনও সাফল্যেও তেমন আনন্দও হয় না, যখন মনে পড়ে মিতুকে ছাড়া কীসের সাফল্য এসব!

লেনি লন্ডনে ওর অফিসেই কাজ করে। তবে এডিটিং বিভাগে আছে। বিহান বোঝে লেনি পছন্দ করে ওকে। এটা-ওটা কিনে আনে। রান্না করে মাঝে-মাঝে নিয়ে আসে অ্যাপার্টমেন্টে। এমনকী উইক এন্ডে মাঝে-মাঝে ওদের গ্রামের বাড়িতেও নিয়ে যায়।

খুব অস্বস্তি হয় বিহানের। ও নানা ছুতোয় কাটিয়ে যেতে চায় লেনিকে। কিন্তু সবসময় পারে না। ওকে লেনি বলে জীবনে সামনের দিকে তাকাতে। বলে, যে চলে গিয়েছে, সে আর ফিরে আসে না। কেন তাকে আঁকড়ে পড়ে থাকবে মানুষ! লেনি বলে ভুলে যেতে মিতুকে।

www.monersathe.com

মিতুকে কীভাবে ভুলবে বিহান? ও যা হতে পারেনি, মিতুর জন্য পারেনি। যা হয়েছে, তাও মিতুর জন্যই হয়েছে।

সেই কবে, সতেরো বছর বয়সে প্রথম মিতুকে দেখেছিল ও। তারপর এতগুলো বছর কেটে গেল! কিন্তু কই কারও জন্য তো আর এমন পাগল-পাগল লাগল না ওর!

"বিহান, তুই কি বেরবি?"

জেঠুর ডাকে পেছন ফিরল ও, বলল, "হ্যাঁ জেঠু, আলোঝোরায় যাব একটু! কেন?"

"আমার ইনসুলিনটা এনে দিবি? প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিচ্ছি। দিবি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেব। আর কিছু আনতে হলে বোলো। কোনও প্রবলেম নেই।"

জেঠু পকেট থেকে প্রেসক্রিপশনটা বের করে দিল। তারপর বলল, "একটা কথা বলব?"

"হ্যাঁ। কী হয়েছে তোমার? এত কিন্তু-কিন্তু করছ কেন?" বিহান হাসল।

"তোর মায়ের সঙ্গে তো আমাদের কথা হয়। খুব কষ্টে থাকে অর্চনা। তুই এমন কেন করছিস?"

"কী করছি জেঠু?"

"দেখ, জীবনে সব কাজ তো আর ভাল লাগা নিয়ে করা যায় না। কিছু জিনিস আছে, যেগুলো আউট অব ডিউটি করতে হয়! এক-একজনের জীবন এক-এক রকম। জানি ভাল লাগা থেকে বিয়ে করা হয়তো সম্ভব নয় তোর পক্ষে। কিন্তু ডিউটি মনে করে অন্তত বিয়েটা কর এবার।"

"ডিউটি?" হাসল বিহান, "একটা মেয়ের জীবন ফালতু নষ্ট হবে জেঠু। আমি পারব না।"

"আজকাল কেউ এমন করে? কবে কাকে ভালবাসলি, সেই মনে করে বসে আছিস আজও? এটা কোনও কথা হল? গল্পে এসব হয়, বাস্তবে হয় কোনও দিন?"

বিহান বলল, "মা বলেছে তোমায় এসব? আমি এখন আটত্রিশ জেঠু।

www.monersathe.com

আর ইচ্ছে নেই গো। এক সময় মা আমায় বলেছিল, জীবনে সব পাব এমন কোনও মানে নেই। মা-ও যে জীবনে সব পাবে তার কি কোনও মানে আছে? যাকগে বাদ দাও, আমি চট করে ঘুরে আসছি। এসে দুপুরে খাব।"

বিহান বাইকটা নিয়ে বেরল রাস্তায়। একটু অস্বস্তি লাগল ওর। লন্ডনে ওর একটা সুপারবাইক আছে। সেটাতেই অভ্যস্ত ও। তাই এখন হালকা এই বাইকটা নিয়ে কেমন যেন লাগছে। ব্রিটিশ উইলো নিয়ে ব্যাট করার পর আচমকা প্লাস্টিকের ব্যাট হাতে নিলে যেমন লাগে, তেমনই মনে হচ্ছে বিহানের।

পিচের রাস্তায় উঠল বিহান।

শীতটা বাড়ছে বেশ। পাহাড়ি জায়গা বলে সারাবছরই ঠান্ডা থাকে। আর শীতে যেন সেটা আরও বেড়ে যায়!

কালো রাস্তাটা উঁচু-নিচু হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে সামনে। ছোট-ছোট বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে বাজারের দিকে। রাস্তার দু'দিকে বড়-বড় শাল, ইউক্যালিপটাস আর দেবদারু গাছ। রেনট্রিও রয়েছে বেশ। আর আছে সরু বাঁশঝাড়। মাঝে-মাঝে কাঠের একতলা বা দোতলা বাড়ি। সব যেন একই আছে। বিহানের মনে হল, আসলে ওর বয়স আটত্রিশ বছর নয়, ও সেই তেইশ-চব্বিশেই আটকে আছে। মনে হল গতরাতের এক দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন থেকে উঠেছে আজ সকালে। একটু পরে মিতুদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবে ও। আর দূর থেকে ওর বাইকের আওয়াজ পেয়ে বারান্দার সেই কোণে এসে দাঁড়াবে মেয়েটা। হাসবে ওর দিকে তাকিয়ে।

আকাশটার দিকে তাকাল বিহান। কী নীল! কী নীল! মাঝে-মাঝে সাদা মেঘের ফেনায় সাজানো! আঃ!

সামনে থেকে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। ডানদিকে গেলে সোজা বাজারে পৌঁছনো যায়। আর বাঁদিকে গেলে মিতুদের বাড়ি ঘুরে একটু সময় নিয়ে তারপর বাজারে পৌঁছনো যায়!

www.monersathe.com

ডান দিকের রাস্তাটা ধরল বিহান। চোদ্দো বছরে যাতায়াতের রাস্তাটা পালটে গিয়েছে ওর।

সেদিন ভিটোর ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে খুব মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল বিহানের। ছেলেটা বাটারফ্লাই ফল্‌সে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু মিতু এমন করল! কেন এখনও এমন করে মিতু! কী করেছে ও? যখন যেমন চেয়েছে, তখন ঠিক তেমনটাই করেছে। এমনকী যত কষ্টই হোক, মিতু চলে যেতে বলার পরে এক বারও যায়নি ওর সামনে। তাও তো ফলককে দিয়ে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে রবি মেরেছিল ওকে! ঠাকুমা না পৌঁছলে সেদিন কী হত কে জানে!

জেঠু তো রাগের চোটে যেতে চেয়েছিল মিতুদের বাড়ি। কিন্তু বিহান যেতে দেয়নি। বরং ও নিজেই চলে গিয়েছিল বাদামপাহাড় ছেড়ে! তবে তার আগে একবার... নাঃ, আর ভাবল না বিহান।

সব তো মিটে গিয়েছে। তাও এত বছর পরে মিতু কেন করে এমন! বিহানের কষ্ট হয় খুব। সেদিন ভিটোকে ওর সঙ্গে যেতে দিলে কী হত! আর মোহনও তো যেত সঙ্গে! তাও যেতে দিল না! এমনকী ওর নিয়ে যাওয়া গিফটগুলো পর্যন্ত ছুঁতে দিল না! মোহন নিজের কাছে রেখে দিয়েছে ওগুলো।

মিতু আগে খুব চুপচাপ ছিল। কিন্তু এখন কেমন যেন রাগী হয়ে গিয়েছে! আচ্ছা, সবার সঙ্গেই কি এমন করে? নাকি শুধু বিহানকে দেখলে এমন করে ও!

নানারকম কথা ভাবতে-ভাবতে সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল বিহান, তাই সামনের হেয়ার পিন বেন্ড ঘুরেই থতমত খেয়ে গেল একদম। কোনওক্রমে ব্রেক করে থামাল বাইকটা। পথের মাঝে উলটে আছে আর-একটা বাইক। আর রাস্তার পাশে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একজন।

বাইকটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গেল বিহান। লাল জ্যাকেট পরা মানুষের মুখটা মাটিতে ঠেকানো। সরু রক্তের ধারা দেখা যাচ্ছে।

www.monersathe.com

সাবধানে শরীরটাকে ধরে সোজা করল বিহান। আর করেই চমকে গেল। আরে ফলক!

ফলকের চোখ বন্ধ। মাথার পাশটা থেঁতলে গেছে। রক্ত পড়ছে সেখান দিয়ে।

বিহান এদিক-ওদিক তাকাল। রাস্তা শুনশান! ও দ্রুত ফলককে রাস্তার পাশের ঘাসে শুইয়ে দিল। তারপর ব্যাকপ্যাক থেকে খাবার জলের বোতলটা বের করে তার থেকে জল নিয়ে ছিটোল। আস্তে-আস্তে থাপ্পড় মারল গালে। "ফলক, ফলক!" বলে ডাকল।

কয়েকবার এমন করার পরে চোখ খুলল ফলক। তারপর টালুমালু করে তাকাল বিহানের দিকে।

"কী রে, শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা! চিনতে পারছিস আমায়?" বিহান ঝুঁকে পড়ে তাকাল ফলকের দিকে।

ফলক সময় নিল একটু। তারপর বলল, "বিহানদা!"

"উঠতে পারবি? বাজারে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। পারবি?"

"পারব। একটু ধরবে?" ফলক দুর্বল গলায় বলল।

বিহান ধরল। ফলক মোটা হয়ে গিয়েছে। দেখেই বোঝা যায় মদ খায় বেশ। গত রাতেও খেয়েছিল। হালকা গন্ধ এই সকালেও রয়ে গিয়েছে।

ফলক দাঁড়িয়ে টলমল করল একটু। তারপর পকেট থেকে হাতড়ে বের করল মোবাইলটা। কয়েকটা নম্বর টিপে কানে লাগাল।

"আরে ডাক্তারের কাছে চল আগে!" বিহান বাধা দিল ফলককে।

ফলক হাতের ইশারায় থামাল বিহানকে। তারপর ফোনে বলল, "আমার ছোট একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দাদা। বিহানদা বাজারে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। কাউকে পাঠাবি?"

কথা শেষ করে মোবাইলটা রাখল ফলক। তারপর হাত দিল মাথায়। মুখ বিকৃত হয়ে গেল যন্ত্রণায়। টলেও গেল যেন একটু! বিহান ধরল ওকে।

বলল, "তোর বাইকটা থাকবে এখানে? একটু ড্যামেজ হয়েছে ওটাও।"

www.monersathe.com

"থাক। পরে নেব। সবাই জানে ওটা কার। কেউ হাত দেবে না..." ফলক চোয়াল শক্ত করল।

বিহান কথা না বাড়িয়ে ওকে ধরে ধরে নিয়ে গেল নিজের বাইকের কাছে। বলল, "আমায় ধরে বসতে পারবি? পড়ে যাবি না তো?"

"না বিহানদা, পারব। একটু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম মাত্র। ওটা কিছু নয়। একবার গুলি লেগেছিল পায়ে। সেই নিয়ে দশ কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে এসেছিলাম। আমি পারব।"

বাইকে বসে তাও বিহান বলল, "ভাল করে ধরে বোস আমায়। পড়ে যাস না কিন্তু।"

বাইক চালিয়ে দিল বিহান। পিছনে ফলক এক হাত দিয়ে ধরে বসে রয়েছে ওকে। আর-এক হাত দিয়ে একটা রুমাল চেপে রেখেছে মাথায়।

ফলকই প্রথম কথা বলল, "আমি বুঝতে পারিনি বিহানদা। বাঁকটা ঘুরতেই সামনে আচমকা সিন্ডারেলা চলে এল। তাই..."

"সিন্ডারেলা, মানে ওই বিপ্লবের কুকুরটা?" অবাক হল বিহান!

"হ্যাঁ, বিপ্লবের পোষা কুকুর। কখন যে বিপু ওটাকে ধরে রাখে, কখন যে ছেড়ে দেয়... বুঝতেই পারি না!"

বিহান দেখেছে কুকুরটাকে। বিপ্লবের কথামতো একটা লাল রংয়ের ডগ-কলার এনে দিয়েছে কুকুরটার জন্য। একটা লিশও তো এনে দিয়েছিল! সেটা ব্যবহার করছে না নাকি!

ফলক আবার বলল, "আসলে রাস্তার কুকুর তো! বাঁধা থাকতে চায় না!"

"তুই কথা বলিস না বেশি। কষ্ট হবে।"

বিহান ডান দিকে বাঁক নিল এবার। বাজার চলে এসেছে। ফাঁকা চত্বরটা দেখা যাচ্ছে। ছড়ানো-ছিটোনো দোকানগুলোও দেখা যাচ্ছে।

মোটামুটি বড় একটা ক্লিনিক আছে খেলার সরঞ্জাম বিক্রির দোকানটার পাশে। বাইকটাকে তার সামনে গিয়ে দাঁড় করাল বিহান।

এখানকার বড় হাসপাতালটা আলোঝোরায়। বাদামপাহাড়ের এই

www.monersathe.com

ক্লিনিকটাই ভরসা। এই অঞ্চলের একজন ডাক্তার এটা চালান।

বিহান ফলককে ধরে নিয়ে গেল ক্লিনিকের ভিতরে। একজন অ্যাটেনডেন্ট এগিয়ে এল সঙ্গে-সঙ্গে। পাশাপাশি এগিয়ে এল আরও কয়েকজন ছেলে। বিহান বুঝল এরা ফলকের পরিচিত।

"আরে ফলকদা! কী করে হল এটা?" একটা ছেলে এগিয়ে এসে ধরল ফলককে।

"আমায় ছাড় জীমূত," ফলক কেটে-কেটে বলল। তারপর নিজেই এগিয়ে গেল ভিতরের দিকে।

বিহানও যাবে বলে পা বাড়াল, কিন্তু জীমূত আটকাল ওকে! বলল, "ব্যস, আপনি অনেক করেছেন। আর না। আপনি এখন আসুন। রবিদা স্পেশিফিক্যালি বলে দিয়েছে। আপনি প্লিজ় আসবেন না আর।"

বিহানের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল নিমেষে। রবি এখনও এসব করে যাচ্ছে! ও হয়তো ভেবেছে বিহান সেই চোদ্দো বছর আগের জায়গাতেই থেমে আছে! ভেবেছে আগের মতোই ওর সঙ্গে যা খুশি তাই করা যাবে!

বিহান তাকাল জীমূতের দিকে। নিজেকে শান্ত করল মনে-মনে। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, "পথে ওর বাইকটা পড়ে আছে। তোমরা নিয়ে এসো ওটা।"

ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল বিহান। নীল আকাশ। কিন্তু মনটা ভাল লাগছে না। কেন এল ও বাদামপাহাড়ে? কীসের জন্য? চারিদিকে সবাই এমন ব্যবহার করছে কেন? এরা কি কেউ বড় হয়নি? আর কী এমন করেছে বিহান? কারও তো ক্ষতি করেনি। যে যেমনটা চেয়েছিল তাই তো করেছে ও! তবে! কেন এসব সহ্য করতে হচ্ছে ওকে? চলে গেলেই তো পারে! তবে যেতে পারছে না কেন!

এবার আলোঝোরার দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল বিহান। যেতে একটু সময় লাগবে। জেঠিমার জন্য গিফ্‌ট আর জেঠুর ওষুধ কিনে বারোটার মধ্যে ফিরতে হবে। ও না খেলে জেঠিমা খেতে চায় না।

www.monersathe.com

উত্তরাইয়ের পথে রিজুলকে দেখল বিহান। একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে একটা মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটার অস্বস্তি হচ্ছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে।

বিহান ভাবল রিজুলকে ডাকবে কি না! কিন্তু তারপর মত বদলাল। কী দরকার ওর? রিজুলকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে জগৎ বিস্মৃত হয়ে কথা বলছে! এখন শুধু-শুধু কাবাব মে হাড্ডি হয়ে কী লাভ?

বিহান ভাবল আর কোথাও থামবে না। দেরি হয়ে যাবে।

কিন্তু চিরকালই ও যা চেয়েছে তা হয়নি। আজও হল না।

বাজার পেরিয়ে একটা নার্সারি আছে। সেখানে নানারকমের ফুলের গাছ বিক্রি হয়। ওর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় 'আঙ্কেল" বলে একটা কচি গলার ডাক শুনল বিহান। ভিটো! বাইকটা ব্রেক করে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। তারপর পিছনে তাকাল। দেখল ভিটো বেরিয়ে আসছে দোকান থেকে। ওকে দেখেছে ছেলেটা।

বাইকটাকে রাস্তার একপাশে স্ট্যান্ড করে নামল বিহান। ভিটো এসে জড়িয়ে ধরল ওকে। বিহানও ঝুঁকে পড়ে জড়িয়ে ধরল ভিটোকে। নরম পাখির মতো ছেলেটা। ছোটবেলার গন্ধ গায়ে। ক'দিন মাত্র তো দেখা। তাতেই এত মায়ায় বাঁধল কী করে!

ভিটো বলল, "আঙ্কেল তুমি আর আসো না কেন আমাদের বাড়ি? আর আমায় নিয়ে যাবে না বাটারফ্লাই ফল্‌সে?"

বিহান কী বলবে বুঝতে পারল না। ও দেখল দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে মিতু। ওদের দেখছে।

হঠাৎ যেন বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল বিহানের। পেটের ভিতরে নেচে উঠল চড়াই। আজও আচমকা মিতুকে দেখলে এমন হয় কেন ওর!

"কী হল? নিয়ে যাবে না?"

"আঃ, ওকে ছাড়ো। কেন তুমি সব সময় বায়না করো?" মিতু এবার এগিয়ে এল কাছে। মুখটা গম্ভীর!

www.monersathe.com

"থাক না," হাসল বিহান, "ওকে বকিস না..." তারপর ভিটোর দিকে তাকিয়ে বলল, "নিয়ে যাব তো। ঠিক নিয়ে যাব।"

"কিন্তু আমি ছাড়ব না তোর সঙ্গে। কিছুতেই না..." জেদি গলায় বলল মিতু।

"কেন?" প্রশ্নটা না করে আর থাকতে পারল না বিহান। মিতুর গলাটা ছোবল মারছে রীতিমতো!

মিতু চোয়াল শক্ত করে বলল, "কেন দেব বল? কেন দেব? ও একা থেকে মানুষ। আচমকা কোথা থেকে দু'দিনের জন্য এসেছিস তুই? কে তুই? দু'দিন থাকবি। কাজ শেষ করবি। তারপর চলে যাবি। পিছনে ফিরে তাকাবিও না। কিন্তু তারপর ও কী করবে? ও থাকবে কী করে? বাঁচবে কী করে? তুই চলে গেলে ও থাকবে কী করে বিহান? ওর কি কষ্ট হবে না? তুই তো চলে যাবি। আমি জানি তো তোকে। তখন ওর কী হবে বল!"

বিহান ওর কোমর জড়িয়ে থাকা ভিটোর দিকে তাকাল। সময় কত কিছু বদলে দেয়! কিন্তু সত্যিই কি কিছু বদলে দিতে পারে সময়? আর চলে যাবে? কোথায় চলে যাবে? কোনও দিন কি কোথাও চলে যেতে পেরেছে বিহান?

www.monersathe.com

॥ ৯ ॥

আজ টেনশনে আছে ঝিল। বেরবার সময় রবি বলেছে স্টাডি সেন্টার থেকে যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসে ও। কী একটা কথা নাকি জানাবার আছে। ঝিল জিজ্ঞেস করেছিল, কী কথা। কিন্তু উত্তর দেয়নি রবি। শুধু হেসে বলেছিল, "তোর জন্য গুড নিউজ। বলব। ফিরে আয় তারপর বলব।"

রবি যেটা বলে সবাই সেটাই মেনে চলে। তাই একবার যখন বলেছে পরে বলবে, তখন পরেই বলবে। আগে বলার কোনও চান্স নেই!

বিরক্ত লাগে ঝিলের। রবি বলে, "আমি যেটা করি, ঠিক মনে করি বলেই করি!"

আরে কোনটা ঠিক! হিটলারও তো যা ঠিক মনে হয়েছিল, তাই করেছিল। কিন্তু আসলে কি সত্যি ওটা ঠিক ছিল? পৃথিবীর প্রতিটা স্বেচ্ছাচারীই মনে করেছে যে, সে যেটা করে সেটাই ঠিক। কারও সঙ্গে কোনও রকম আলাপ আলোচনা করার দরকার নেই।

এই যে ঝিলের সমস্ত বান্ধবীদের মোবাইল আছে, ওর নেই, এটা কি ভাল লাগে ওর? একদম না। রাগে মাথার ব্রহ্মতালু জ্বলে যায়। রবির ধারণা, মোবাইল হাতে পেলেই নিশ্চয়ই ঝিল কারও সঙ্গে কোনও গোপন সম্পর্ক পাতাবে! আরে বাবা, ওর জীবন, ও যার সঙ্গে ঠিক মনে করবে সম্পর্ক পাতাবে! সব বিষয়ে এত সেন্সরশিপ কেন! মাকে ফোনে দু'-একবার বলেছে ঝিল। বলেছে ওরও একটা মোবাইল দরকার। কিন্তু মা প্রতিবারই বারণ করেছে। মা বলেছে, রবি যখন চায় না, তখন ওসব না ব্যবহার করাই ভাল।

www.monersathe.com

কে রবি? একটা গুন্ডা ছাড়া তো আর কেউ নয়! আজকাল অবশ্য গুন্ডা বদমাইশদেরই রমরমা! যে যত বড় গুন্ডা, তার তত টাকা আর ক্ষমতা। আর কেউ তার বিরুদ্ধে কিছু বলবে না। বললেই তো মেরে গায়েব করে দেবে। এটা কি একটা দেশ! মধ্যবিত্ত, ভদ্র আর ভিতুদের পেষাই করার জন্য যত নিয়মকানুন! বাকি সব ক'টা কনম্যান। সবাই নানাভাবে চুরি করে যাচ্ছে, লোক ঠকিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে!

ঝিলের জ্বালা করে শরীর। মনে হয় কেউ কি আসবে না, যে এই জানোয়ারগুলোর ঘাড় ধরে ছুড়ে ফেলবে সমুদ্রে! অন্যায় দেখতে-দেখতে মাঝে মাঝে আজকাল ওর প্রচণ্ড ডিপ্রেশন হয়।

সাশা হাসে ওর কথা শুনে। বলে, "তুই এমন বলিস না। বিপদে পড়বি। যা হচ্ছে হতে দে।"

"কেন? বললে কী হবে?" ঝিল বলে, "আগে বিদেশিরা লুঠ করেছে আর সেই সাতচল্লিশের পর থেকে তো দেশের লোকজনই লুঠপাট করছে। আচ্ছা তুই বল, সবাই জানে রবিদা ক্রিমিন্যাল। তাও ওকে ধরে না কেন! কোনও প্রমাণ নাকি নেই! আরে বাবা কোনও ক্রিমিন্যাল কি প্রমাণ নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে বলবে, 'ধর আমায়'?"

সাশা মুখে চাপা দেয় ওর। বলে, "আর এসব বলিস না। ফালতু ঝামেলা ডেকে আনবি কেন? কিছু পালটাতে পারবি?"

ক্লাস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে ঘড়ি দেখল ঝিল। আর রবিবার। কিন্তু স্পেশ্যাল ক্লাস ছিল। তাই আসতে হয়েছে। সোয়া তিনটে বাজে সবে। ক্লাসের অন্য মেয়েরা এখন নিজেদের বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ঘুরতে যাবে। কিন্তু ওকে ফিরতে হবে বাড়ি। না, রবি কিছু বলেনি। ও নিজেই ফিরবে। ওর এসব করে সময় নষ্ট করলে হবে না। ভাল রেজ়াল্ট করতে হবে। তারপর কলকাতায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে। জীবনে ফোকাসটাই আসল। ওটা নড়ে গেলে জীবনের ছবিটাই ঝাপসা হয়ে যাবে!

www.monersathe.com

ক্লাস থেকে সামনে রবিবার একটা পিকনিকে যাওয়া হবে। গোলপাহাড় বলে একটা জায়গায়। কিছুটা দূরে। সকাল পাঁচটায় বাস ছাড়বে বাদামপাহাড় থেকে। তারপর ফিরে আসবে সন্ধেবেলা। বলা হয়েছে সামনের বুধবারের মধ্যে যেন নাম দিয়ে দেওয়া হয়! সবাই তো আজই দিয়ে দিয়েছে নাম। কিন্তু ঝিল দেয়নি। ও জানে রবি ছাড়বে না ওকে। তা ছাড়া সাড়ে পাঁচশো টাকাও দিতে হবে। ওর হাতে রবি টাকা দেয় না বিশেষ। মাসে শুধু শ'পাঁচেক দেয় হাতখরচ হিসেবে। বাকি যা দরকার ও পিসিমাকে বলে। তারপর রবি কিনে দেয় সেটা! নিজেকে ভিখিরির মতো লাগে ঝিলের। সত্যি, এই দেশে অধিকাংশ মেয়েকে এমন করে রাখা হয় কেন? ছোট থেকেই যেন ব্রেনওয়াশ করে দেওয়া হয়। লক্ষ্মণ কবে গণ্ডি কেটে দিয়ে গিয়েছিল, সেটা আজও মাথায় করে নিয়ে চলেছে ভারতবর্ষ! অস্থির লাগে ওর। মনে হয়, যে কোনও উপায়ে ওকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে! দরকার হলে সব ছেড়ে যাবে ও!

ওর কাছে এখন একশো তিরিশ টাকা পড়ে আছে। এটা ক'দিনের যাতায়াত আর টিফিনেই লেগে যাবে।

বিশুদা আজও বসেছে ফুচকা নিয়ে। মাসে একদিন ও দশ টাকার ফুচকা খায়। বান্ধবীরা থাকে সঙ্গে। ওরা আরও খেতে বলে। কিন্তু ও জানে লাক্সারি করার জন্য এটুকুই খরচ করতে পারে ও!

এ মাসের দশ টাকাটা বেরিয়ে গিয়েছে। তাই আর খাওয়া যাবে না। কিন্তু আজ বিশুদার ওই কাচের বাক্সটা টানছে খুব। এত দূর থেকেও যেন টক জলের গন্ধটা ওকে গেঁথে ফেলছে! ঝিল মন ঘোরাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। বিরক্ত লাগছে ওর। নিজের ইনডিসিপ্লিন দেখে নিজেকে মারতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আর-একটা মন বলছে, "খা না, খা। কী হবে? সব সময় অত নিয়ম মানতে নেই! জীবন তো নদীর মতো! তাকে বাঁধলে কি হয়? খা, কিচ্ছু হবে না।"

হাতের মুঠো শক্ত করে মনটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করল ঝিল। চোয়াল শক্ত করে চোখটা বন্ধ করল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ওর চোখের সামনে ভেসে

www.monersathe.com

উঠল মুখটা! কোঁকড়া সামান্য বড় চুল। টিকলো নাক আর গোঁফের তলায় লম্বা টোল-ফেলা হাসি। বুকের ভিতরে যেন বিপ্লবের ঢিল পড়ল একটা। বৃত্তে-বৃত্তে কেঁপে উঠল ঝিল! রিজুল! হ্যাঁ, এই যে একটা বেয়াড়া ইচ্ছে, সেটা ওই ছেলেটার জন্যই! ও দেখা হলেই হাবিজাবি কথা বলে কানের কাছে! ঝিলের শক্ত করে বেঁধে রাখা মনের গিঁটটা খোলার চেষ্টা করে। ও জানে এসব নিয়ম ভাঙার ইচ্ছে ওই ছেলেটার জন্যই হচ্ছে!

সেদিন রুলিপাড়ার নাইট কোচিংয়ে কত কী যে বলে গেল! আর শেষ যা বলল শুনে তো কান গরম হয়ে উঠেছিল ওর! কী সাহস! এমন কথা কী করে বলে একটা অচেনা মেয়েকে? ওকে দূর থেকে দেখে রিজুল। ফলো করে। মানে এই ক্লাস শেষে ফেরার পথে, বা ব্রিগ্যাঞ্জা আঙ্কেলদের বাড়ি থেকে বেরবার পথে ছেলেটা দূর থেকে ওকে দেখে। এসব তো ও জানে। তাও কথাটা রিজুলের মুখ থেকে শুনে কী যে রাগ হয়েছিল ঝিলের! ও আর একটা কথাও না বলে চলে এসেছিল। তারপর থেকে যখনই মনে পড়ছিল রাগ হচ্ছিল। সেদিন রাতে শুতে যাওয়ার আগে ক্রিম মাখতে-মাখতে আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল ঝিল। সত্যিই কি ওর চোখ দুটো দারুচিনি রংয়ের! সাহস তো কম নয়! আবার ভেবেছিল ঝিল। কিন্তু তারপরে আচমকাই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল ওর! কেউ তো এমন করে বলেনি কোনও দিন! সবাই তো জোর করে কাছে আসতে চেয়েছে! শরীরে হাত দিতে চেয়েছে। আর ও কাছে আসেনি একটুও! শুধু তাকিয়ে থেকেছে দূর থেকে!

তারপরও পথে ওর কয়েকবার দেখা হয়েছে রিজুলের সঙ্গে। ও একবার তাকিয়ে মাথা নামিয়ে চলে গিয়েছে। ও স্পষ্ট বুঝেছে রিজুল কিছু বলতে চায়। আর এটাও বুঝেছে কী বলতে চায়।

তবে ও সুযোগ দেয়নি! এক দিন সকালে তো খাতা কিনতে বেরিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছিল ঝিল! বাজারের পথে রিজুল পিছু নিয়েছিল ওর। বাধ্য হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ও। না হলে সিন ক্রিয়েট হত। আর রবির কানে যদি যেত ব্যাপারটা, তবে তো কথাই নেই!

www.monersathe.com

রিজুল বলেছিল, "বাই এনি চান্স, লাইট কি আমার থেকে ডিফ্লেক্ট করে না! আমায় কি জাস্ট ভেদ করে বেরিয়ে যায়!"

ঝিল কথা বলেনি কোনও। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল।

রিজুল হেসে বলেছিল, "আমায় দেখলে কি তোমার ব্রোকাস এরিয়া কাজ করা বন্ধ করে দেয়, নাকি ব্রেনের হেট সারকিটটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায়?"

ঝিল শুধু তাকিয়েছিল রিজুলের দিকে। ছেলেটা সব সময় এগুলো কী বলে!

রিজুল হেসে বলেছিল, "প্রথমটা ব্রেনের ল্যাঙ্গুয়েজ জোন!"

এবার কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল ঝিল। কড়া গলায় বলেছিল, "আমার ওই হেট সারকিটটা অ্যাক্টিভেট হচ্ছে।"

"গুড!" হেসে রিজুল বলেছিল, "আসলে লাভ আর হেটের মধ্যে একটা থিন লাইন আছে মাত্র। মানে আমাদের ব্রেনে ওই দুটোর স্ট্রাকচার আইডেন্টিকাল। তাই একটা অ্যাক্টিভেট হলে..."

"তোমার কিছু বলার আছে?" ঝিল থমথমে মুখে তাকিয়েছিল ওর দিকে। "এটা কি জোক?" ঝিল হাঁটা দিয়েছিল বাজারের দিকে।

পিছনে আসতে-আসতে রিজুল বলেছিল, "প্লিজ দাঁড়াও। অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট ইভ টিজ করছে ভাবলে লোকজন পিটিয়ে আমায় প্লুটোয় পাঠাবে।"

"বেশ হবে!" ঝিল আর পিছনে না তাকিয়ে হাঁটা দিয়েছিল সামনে।

রিজুল তাও এসেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমার মতো আমিও কি যেতে পারি ব্রিগ্যাঞ্জাদের বাড়ি?"

"একদম না," দাঁড়িয়ে পড়েছিল ঝিল।

"কেন?"

"কারণ আমি বলছি, তাই।"

প্রায় বছরখানেক আগে ব্রিগ্যাঞ্জা আন্টির সঙ্গে ঝিলের আলাপ হয়েছিল বাজারে। ঝিল ওঁকে সাহায্য করেছিল ক্রিসমাসের জিনিসপত্র বাড়িতে পৌঁছে

www.monersathe.com

দিতে। তখন থেকেই ওঁদের সঙ্গে ঝিলের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ক্লাস থেকে ফেরার পথে ও যায় ওঁদের দেখে আসতে। ওর ভাল লাগে আঙ্কল-আন্টিকে!

ঝিল আবার বলেছিল, "আর প্লিজ় আমায় ফলো কোরো না। ইট মেক্স মি আনকমফর্টেবল।"

রিজুল আসেনি আর। দাঁড়িয়ে পড়েছিল বড় একটা রডোডেন্ড্রনের নীচে! বাজারের দিকে বাঁক নিতে যাওয়ার এক মুহূর্ত আগে আলতো করে বাঁদিকে তাকিয়েছিল ঝিল। দেখেছিল হালকা হাওয়ায় ওই সামান্য লম্বা কোঁকড়া চুলগুলো উড়ছে! দেখেছিল আজ আর হাসছে না ছেলেটা। বরং মুখটা বিষণ্ণ!

চেষ্টা করেও মনটা অন্য দিকে ঘোরাতে পারছে না ঝিল। বিশুদা কেন এমন ফুচকা বানায়? মন কেন ধরে রাখে গন্ধের স্মৃতি! কেন কষ্ট দেয় এমন?

আচমকা বাসের হর্ন কানে এল ওর। ও তাকাল রাস্তার দিকে। বাস আসছে। এই বাসটা নতুন। শিলিগুড়ি থেকে আসে। সপ্তাহে দু'দিন। যায় বাদামপাহাড় অবধি।

যেন বেঁচে গেল ঝিল। নিজের ভিতরের উচিত আর ইচ্ছের টানাটানিটা থেকে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ও দ্রুত গিয়ে দাঁড়াল বাসস্টপে।

আজ স্টপ ফাঁকা। দু'জন বুড়ি আর ঝিল। ভাল লাগল ওর। নিশ্চিন্তে জানালার ধারে বসে যেতে পারবে।

বাসটাও ফাঁকা আজ। ঝিল উঠে সামনেই একটা ফাঁকা সিট পেয়ে গেল জানলার পাশে। যদিও এখন শীতকাল, কিন্তু ওর খুব একটা ঠান্ডা লাগে না!

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। এই রাস্তাঘাট সমস্তই ওর চেনা। সব কিছুই বহুবার দেখা। তবু পাহাড় খুব ভাল লাগে ওর। রোজ নতুন লাগে। এই যে বিকেলের রোদ কমলা শিফনের মতো পড়ে আছে পাহাড়ের গায়ে, জড়িয়ে আছে গাছেদের পাতায়, লেগে আছে পথের পাশের পাথরে, দেখে

www.monersathe.com

কী যে ভয় লাগছে ওর, কাউকে বলে বোঝাতে পারবে না! তার সঙ্গে মনের ঠান্ডা, নরম হাতের মতো হাওয়া। আরামে চোখ বন্ধ হয়ে এল ঝিলের

"আরে, মনিব্যাগ নেই বললেই হবে? মামদোবাজি! ভদ্রলোকের মতো জামাকাপড় পরে উঠে এখন জোচ্চুরি!"

চিৎকারটা কট করে কানে লাগল ঝিলের। ও চোখ খুলে তাকাল পিছনের দিকে দেখল কন্ডাক্টর ওর দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। ওর ঘর ওপর চিৎকার করছে সে ঢাকা পড়ে আছে কন্ডাক্টরের আড়ালে

"কী হল? চুপ করে আছেন কেন? হয় ভাড়া দিন নয়তো নেমে যান!" কন্ডাক্টর সরে গিয়ে নেমে যাওয়ার দরজা দেখাল।

"তুমি!" ঝিল বলতে চায়নি কিন্তু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা। আসলে রিজুলকে এমন কাঁচুমাচু অবস্থায় দেখে ও অবাক হয়েছে খুব।

রিজুল বলল, "আরে শিলিগুড়ি থেকে উঠেছি। ব্যাগটা কোথায় যে...

"এর ঢপবাজি করতে হবে না। নামুন বাস থেকে!" কন্ডাক্টর এবার খিঁচিয়ে উঠল।

"আমি দিয়ে দিচ্ছি। কত?" বাধা দিল ঝিল। তারপর ব্যাগ খুলে তাকাল কন্ডাক্টরের দিকে।

"চল্লিশ টাকা। সেই শিলিগুড়ি থেকে চড়েছে।"

টাকাটা দিল ঝিল। দিল আর মনে মনে ঠোঁট কামড়াল। ইশ, কত টাকা বেরিয়ে গেল! আজ খরচের কপাল। ফুচকা থেকে রক্ষা পেল তো এই ঝামেলা এসে জুটল!

টিকিটটা নিয়ে চলে গেল কন্ডাক্টর।

রিজুল পরনের নীল ব্লেজারের লেপেলটা ঠিক করে নিজের সিট থেকে উঠে ঝিলের পাশে আসতে গেল। কিন্তু হাত তুলে ওকে বাধা দিল ঝিল। বলল, "ওখান থেকেই কথা বলো। টাকা দিয়েছি তোমার উপর দয়া করে। অন্য কিছু নয়!"

www.monersathe.com

"অন্য কিছু মানে?" রিজুল হাসল ঠোঁট টিপে, "আমি তো তেমন কিছু ভাবিনি। তবে হাইপোথিসিস হিসেবে অন্য কিছু ভাবাটা কিন্তু আমার কাছে একটা পজিটিভ ইন্ডিকেটর।"

"খুব তো এখন কথা বেরচ্ছে! তা কণ্ডাক্টর যখন ঘাড় ধরে নামিয়ে দিচ্ছিল তখন কয়েকটা হিজিবিজি সায়েন্সের থিওরি শুনিয়ে দিলেই পারতে।"

"দিতাম, তবে... হাসল রিজুল, "তার যদি এমন গোলাপ পাপড়ির মতো নখ থাকত।"

"খুব চিপ। সায়েন্টিস্ট আর পোয়েট কিন্তু এক নয়... ঝিল ভুরু কোঁচকাল। তবে খুব অবাকও লাগল। ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে কেন ওর?

"পোয়েটরাও কিন্তু সায়েন্টিস্ট। তবে হ্যাঁ, কোয়ান্টিটেটিভ সায়েন্স এর চেয়ে কোয়ালিটেটিভ সায়েন্সে পারদর্শী তাঁরা। ফলে...

"ফলে?" ভুরু তুলল ঝিল।

"আমায় নেমে যেতে হবে," সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রিজুল ড্রাইভারের দিকে চেঁচিয়ে বলল, "অবজারভেটরিতে দাঁড় করাবেন দাদা।"

নেমে যাবে? এখানে? এখনই! ঝিল তাকাল সামনের দিকে। স্টপ আসছে। ওর আচমকা কেমন যেন খারাপ লাগল। কেন লাগল! বড্ড বাচাল ছেলেটা। তাও কেন এমন খারাপ লাগছে ওর! চোখ বন্ধ করল ঝিল। বিশুদার ফুচকার কাচের বাক্সটা ভেসে উঠল সামনে। টক জলের গন্ধ! নিয়ম ভাঙারও কি?

"এলাম!" ছোট্ট করে হাসল রিজুল।

ঝিল কিছু না বলে তাকাল শুধু।

"হোল্ড দ্যাট, হোল্ড দ্যাট লুক। আই উইল বি ব্যাক ফর ইট, অ্যান্ড অলসো টু পে ইউ ব্যাক ইওর মানি। থ্যাঙ্কস টু হু এভার হ্যাড ইনভেন্টেড কারেন্সি!"

বাস থামতেই হালকা পায়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল রিজুল। তারপর জিন্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে অবজারভেটরির দিকে হাঁটা দিল। কিন্তু না, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না বাসটার দিকে।

www.monersathe.com

ঘরে ফিরে জামাকাপড় পালটে ঝিল ভাবল একটু কফি খাবে। নীচে রান্নার দিদি আছে। বললেই হবে। বিকেলে কফি হয় এখানে। পিসি কফি খেতে পছন্দ করে!

পায়ে হাওয়াই চটিটা গলিয়ে ঘরের বাইরে বেরতে গেল ঝিল। কিন্তু পারল না। রবি এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়।

ঝিল থমকে গেল। আচমকা রবিকে দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল বুকটা।

রবি হাসল, "কী রে ফিরেছিস? যাক তোকে যে কথাটা বলার ছিল...

"কী?" ঝিল জিজ্ঞেস করল।

"তার আগে বল তো, তোর কি কাউকে পছন্দ?" রবি স্থির চোখে তাকাল ঝিলের দিকে।

"মানে?" ঝিল অবাক হল। এমন কথা তো জিজ্ঞেস করে না রবি!

"মানে কাউকে ভাল-টাল বাসিস নাকি তুই?" প্রশ্নের মধ্যেই কী ধরনের উত্তর চায় সেটা বুঝিয়ে দিল রবি।

ঝিল মাথা নাড়ল শুধু।

রবি এগিয়ে এসে মাথায় হাত দিল ঝিলের। তারপর নরম গলায় বলল, "তোর জন্য বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। বিদেশ থেকে। খুব ভাল পাত্র। তোর মাকেও বলেছি। তোর মায়ের আপত্তি নেই। বুঝলি?"

ঝিল কী বলবে বুঝতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

রবি হাসল, "তোরও খুব পছন্দ হবে। দেখিস। প্রচুর টাকা। নিজের প্লেন আছে। ভাবতে পারিস? খুব সুখী হবি তুই। বুঝলি? দারুণ পাত্র! ডিসেম্বরের শেষে আসবে।"

সুখী হবে? ও? চোখটা বন্ধ করে মাথা নামিয়ে নিল ঝিল। আর দেখল একটা ছেলে হেঁটে যাচ্ছে পাহাড়ি পথ ধরে। পরনে নীল ব্লেজার আর জিনস। গলায় মাফলার। ছেলেটার চুলগুলো কোঁকড়া আর সামান্য বড়। হাওয়ায় অল্প-অল্প উড়ছে চুলগুলো। আর কমলা শিফনের মতো রোদটা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দিচ্ছে ওর শরীর। ছেলেটা হাঁটছে। চলে যাচ্ছে দূরে। কিন্তু একবারও পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না ওর দিকে! একবারও না!

www.monersathe.com

॥ ১০ ॥

সাইকেল ছাড়া রিজুল একদম কানা। কিন্তু আজ আসল সময়েই সাইকেলটা বিগড়েছে। ও পিছনের চাকার সঙ্গে গিয়ারের যে অ্যাটাচমেন্টটা লাগিয়েছিল, সেটা ভেঙে গিয়েছে গতকাল।

অবজ়ারভেটরি থেকে ফিরে নিজের ঘরের সামনের বারান্দায় সাইকেলটা তুলতে গিয়ে খট করে একটা শব্দ পেয়েছিল রিজুল। তখনই দেখেছিল অ্যাটাচমেন্টটার ঝালাই করা অংশটা খুলে গিয়েছে!

কী যে বিপদ! এখন কী করবে? আজ সকালে বাজারের কাছে ছোট্ট সাইকেল সারানোর দোকানটায় গিয়েছিল ও। সাইকেলটা দেখে দোকানদার বলেছে তিন জায়গায় ঝালাই করতে হবে! একটা জায়গা খুলে গেলেও আসলে আরও দুটো জায়গা নাকি খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছে। সেগুলোও ঠিক করতে হবে! ভাল লাগে না রিজুলের।

আজ ছুটি আছে একটা। রাঠিস্যার বলেছেন দুপুরে ওঁর বাড়িতে খেতে। অবজ়ারভেটরিতে যাওয়ার পথে ডান দিকের একটা ছোট রাস্তা ধরে খানিকটা গেলে কয়েকটা বাংলো আছে। সেখানে অফিসাররা থাকেন পরিবার সহ। রাঠিস্যারও ওখানেই থাকেন।

আজ বিকেলে পড়ানো নেই। মনটা একটু খারাপ হয়ে আছে। ঝিলকে তো দেখতে পাবে না! মেয়েটার সঙ্গে যে ক'বার দেখা হয়েছে কোনওবারই ঠিক জমিয়ে কথা বলতে পারেনি। আসলে কথাই বলতে চায় না ঝিল! কী সমস্যা কে জানে! দু'হাজার শব্দ খরচ করলে একটা উত্তর পাওয়া যায়।

তবে সেদিন বাসে মেয়েটা যে নিজে থেকে সাহায্য করবে, তা ভাবতেই পারেনি! সুযোগ ছিল সেদিন আলাপটা আরও বাড়িয়ে নেওয়ার। কিন্তু হল

www.monersathe.com

না! অবজারভেটরিতে কাজ ছিল বলে নেমে যেতে হল! কবে যে ভাল করে কথা হবে কে জানে!

ঘড়ি দেখল রিজুল। সাড়ে দশটা বাজে। স্নান করে নিয়েছে। বারোটার মধ্যে ওখানে পৌঁছলেই হল। অন্য দিন হলে সাইকেলে চলে যেত। আজ সেই বাস ঠ্যাঙাতে হবে। এমনিতেই এখানে বাস কম। তার উপর ছুটিছাটা থাকলে তারা ব্রাউনিয়ান মোশনে চলাফেরা করে!

নিজেকে এক বার দেখে নিল রিজুল। আজ শেভ করেনি। শীতে শেভ করতে আলিস্যি লাগে খুব। আর করে হবেই বা কী!

মেন গেটের বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল রিজুল। বাইকটা হাঁটিয়ে বিহান আসছে। মানুষটাকে দেখলে খুব ভাল লাগে রিজুলের। কেমন নিজের না-থাকা দাদার মতো লাগে! আসলে জীবনে এমন কেন যে হয়, যাকে তেমন চেনে না তাকে দেখেই আপন লাগে! আবার যে কোনও ক্ষতি করেনি তাকে দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়! এই ব্যাপারগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা পায় না ও। তবে জার্নালে পড়েছে, এ নিয়েও নাকি গবেষণা চলছে। আসলে কী নিয়ে যে গবেষণা চলছে না পৃথিবীতে সেটাই বলা মুশকিল!

"কী, বেরচ্ছ?" বিহান জিজ্ঞেস করল ওকে।

"হ্যাঁ," হাসল রিজুল, "নেমন্তন্ন আছে।"

"তাই? লাকি গাই," বিহানও হাসল। জিজ্ঞেস করল, "তা বাহনটি কই?"

"সেটা খারাপ হয়েছে আপাতত। তাই বাসে করে যেতে হবে..." রিজুল দীর্ঘশ্বাস গোপন করল।

"বাইক চালাতে পারো?"

"বাইক? হ্যাঁ। কেন?" অবাক হল রিজুল।

"ক্যাচ!" আচমকা বিহান হাতের চাবিটা ছুড়ে দিল রিজুলের দিকে।

রিজুল লুফে নিল রিফ্লেক্সে। জিজ্ঞেস করল, "কী করব?"

বিহান নিজের বাইকটা দেখিয়ে বলল, "এটা নিয়ে যাও। তেল ভর্তি আছে। কোনও প্রবলেম হবে না।"

www.monersathe.com

"এ মা! তাই হয় নাকি?" রিজুলের লজ্জা লাগল একটু।

বিহান বাইকটাকে স্ট্যান্ড করিয়ে বলল, "কত কী যে হয় জীবনে! লোকে নিজের-নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে না পারলে এই তোমার মতো করে বলে! আসলে কিন্তু আমাদের জানার বাইরেও বড় একটা পৃথিবী পড়ে রয়েছে! তা ছাড়া লজ্জা এখন আর কারও ভূষণ নয়, বুঝেছ? ওটা রিগ্রেসিভ বার্ডেন। আমি কোথাও বিশেষ যাই না। আগে যখন এখানে থাকতাম এটাই ছিল আমার বাহন। এত বছর পরে এসে আবার চালাচ্ছি। ভালই আছে গাড়িটা। তুমি ব্যবহার করো। আমার ভাল লাগবে।"

"আপনি শুধু-শুধু..." রিজুল কী বলবে বুঝে পেল না।

"শুধু শুধু অনেক কিছু হয় বলেই তো আজও পৃথিবীটা টিকে আছে ভাই! আমি চাই আরও বেশি 'শুধু-শুধু' জিনিসপত্র ঘটুক পৃথিবীতে! অ্যান্ড ড্রপ দ্যাট 'আপনি'। আমি তোমার ছোটবেলার স্কুলের রাগী হেডস্যার তো নই!"

রিজুল হেসে মাথা নাড়ল। তারপর এগিয়ে গিয়ে বাইকটার হাতল ধরল। বলল, "ঠিক আছে বিহানদা। সন্ধেবেলা বাড়িতে দিয়ে আসব বাইকটা।"

"তোমার যেমন খুশি। লাইসেন্স আছে তো?"

"ইন্ট্যারন্যাশনাল!" পকেটে হাত দিয়ে দেখাল রিজুল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি থাকো কোথায়? কলকাতায়? মিতুদি ঠিক বলতে পারছিল না।"

হাসল বিহান। বলল, "আড্ডা হবে একদিন। আমার বাড়িতে এসো। ওই বার্চ রোডের শেষে। হালকা নীল রঙের। একুশ নম্বর। দেখবে সামনে দুটো বড় রেনট্রি আছে যার একটার একটা ডাল নিচু আর মাটির সঙ্গে প্যারালাল। দেখলেই বুঝতে পারবে।"

"শিওর!" বাইকটাকে স্ট্যান্ড থেকে তুলে সোজা করল রিজুল। তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করল, "রবি বলে লোকটাকে তুমি চেনো? কেমন লোক বলো তো?"

বিহান কি সামান্য চমকে উঠল! নাকি সেটা ওর চোখের ভুল? রিজুল বুঝতে পারল না।

www.monersathe.com

বিহান বলল, "দোষে-গুণে মিলিয়েই তো মানুষ। রবিও তাই। কেন?"

রিজুল মাথা নাড়ল, "কিছু না। তুমি কি মিতুদির কাছে এসেছ?"

"হ্যাঁ, মোহনকাকুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল। ভিটোর নাকি একটু জ্বর। তাই দেখতে এলাম।"

"জ্বর?" রিজুল অবাক হল। কাল রাতে তো ঠিক ছিল। কে জানে হয়তো সকালে শরীরটা খারাপ হয়েছে। রাতে ফিরে দেখবে একবার।

"তুমি এসো তবে..." বিহান বড় গেটটার দিকে এগল।

রিজুলও আর নষ্ট করল না সময়। বাইকে উঠে স্টার্ট দিল।

গতকাল খই এসেছিল ওর কাছে। ওদের নাইট স্কুলের জন্য একটা তহবিল গড়ছে। দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের বই খাতা দেওয়া হবে। আর তার সঙ্গে বসতির উচ্চ মাধ্যমিকের সায়েন্স নিয়ে পড়া স্টুডেন্টদের দেওয়া হবে জ্যামিতি বক্স আর বায়োলজি বক্স। হাজার পাঁচেক টাকা দিয়েছে রিজুল।

টাকাটা হাতে নিয়ে ওর দিকে বেশ অবাক হয়ে তাকিয়েছিল খই। বলেছিল, "এত টাকা দিলি!"

"রাখ না," রিজুল পাত্তা দেয়নি বিশেষ।

টাকাপয়সা নিয়ে রিজুল ভাবে না কখনও। কী হবে ভেবে! যতটুকু থাকার থাকবে, যতটা যাওয়ার যাবে। নিজের চোখেই তো দেখল রিজুল। ওর দিদির জীবনেই তো দেখেছে।

কত টাকা রোজগার করত জামাইবাবু! কিন্তু রাখতে কি পারল? শেয়ার আর চিট ফান্ডে টাকা লাগিয়ে লোকটা এখন প্রায় পথে বসেছে। দিদিকে এক সময় খুব ঘরে বেঁধে রাখত। বলত, মেয়েরা ঘরে থাকবে। ঘর সামলাবে। এখন সেই দিদিই চাকরি করে। আর স্ট্রোকে অর্ধেক অসাড় শরীর নিয়ে জামাইবাবু শুয়ে থাকে বিছানায়। কে বলবে এক দিন এই লোকটার চারটে গাড়ি ছিল। কলকাতা শহরে ফ্ল্যাট ছিল ছ'টা!

এখন হরিদেবপুরের ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে থাকে দিদিরা। মেয়েটা কাছের এক স্কুলে পড়ে ক্লাস এইটে। আর দিদি কাজ করতে যায় ডালহৌসিতে।

চোখের সামনে এসব দেখেছে রিজুল। দিদিদের অমন বিপর্যয় দেখে

www.monersathe.com

বাবাও ঠিক থাকতে পারেনি। মেয়ে-অন্ত-প্রাণ ছিল বাবার। তাই সহ্য করতে পারেনি মেয়ের এই কষ্ট। বাবার শরীর খারাপেরও তখন থেকে শুরু।

বাবা চেয়েছিল রিজুল যেন দেশে থাকে। এখানেই কাজ করে। কিন্তু অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে বাইরে যতটা কাজ করার সুযোগ, দেশে তো অতটা নেই! তাই বাবার কথা আমল দেয়নি খুব। কিন্তু সেই বাবার জন্যই ফিরতে হল ওকে! আর এখন বাবার পরের আবদার বিয়ে! সত্যি বাবা পারেও!

বিয়ের কথা ভাবতেই পারছিল না রিজুল। এই বয়সে বিয়ে? পাগল নাকি? কিন্তু এখন বাবার কথাটা মনে পড়ছে খুব। করবে নাকি বিয়ে? মানে ঝিলকে দেখে ওই অসম্ভব ইচ্ছেটা আজকাল পিক-আ-বু খেলছে ওর সঙ্গে!

কিন্তু ঝিল খুব স্টিফ মেয়ে। শুনেছে ওর দাদাটি আরও স্টিফ! এই নিয়ে ও খইকে জিজ্ঞেস করেছিল, "ঝিলের দাদা লোকটা কি সত্যি খুব ডেঞ্জারাস?"

"আগেই তো বলেছিলাম কাকা! আর ডেঞ্জারাস মানে? সাক্ষাৎ যমদূত! কেন যে তুই ওর বোনটাকে পছন্দ করতে গেলি! আর কি কোনও মেয়ে ছিল না বাদামপাহাড়ে?"

"সে আমি সামলে নেব," রিজুল পাত্তা দেয়নি খুব একটা।

খই সামান্য চিন্তিত গলায় বলেছিল, "রিজুল, এটা তোর ক্যালকুলাসের অঙ্ক নয় কিন্তু। রবিকান্ত সামন্তর থেকে সামলে থাকিস!"

পথে বৃদ্ধ ব্রিগ্যাঞ্জাকে দেখল রিজুল। না, আলাপ নেই ওর সঙ্গে, কিন্তু ঝিলকে লক্ষ করতে গিয়ে ও দূর থেকে চিনে ফেলেছে বুড়ো-বুড়িকে!

বৃদ্ধ হাত তুলে দাঁড়াতে বললেন রিজুলকে। রিজুল সামনে গিয়ে ব্রেক করে দাঁড়াল। দেখল বৃদ্ধের কোলে একটা তুলোর বলের মতো লোমওয়ালা বিড়াল।

"ইয়েস আঙ্কেল?" রিজুল জিজ্ঞেস করল।

www.monersathe.com

"ক্যান ইউ ড্রপ মি অ্যাট মাই হোম?" বৃদ্ধ সামান্য হাঁপাচ্ছেন।

"শিওর। বসুন।"

বৃদ্ধ পিছনে বসে বললেন, "পমির খুব শরীর খারাপ। ওকে ভেট দেখাতে গিয়েছিলাম আলোঝোরায়। ফিরে একটাও রিকশা পেলাম না এখানে। শরীরটাও ভাল লাগছে না। তাই..."

"দ্যাটস ওকে আঙ্কল। আমি পৌঁছে দিচ্ছি..." বাইকে আবার স্টার্ট দিল রিজুল।

এইখানে এমন করে লিফ্‌ট দেওয়াটা রেওয়াজের মধ্যে পড়ে। আসলে জায়গাটা বেশ নির্জন ধরনের। তাই সবসময় গাড়ি-ঘোড়া পাওয়া যায় না!

বৃদ্ধ আবার বললেন, "আই থিঙ্ক ইউ নো হোয়ার আই লিভ।"

"আমি? মানে..." রিজুল একটু থমকাল।

"আই হ্যাভ সিন ইউ ফলোয়িং আওয়ার লিটল গার্ল। তাই না?"

রিজুল পিছন থেকে সামান্য হাসির শব্দ পেল। ও বলল, "আয়াম জাস্ট অরবিটিং হার আঙ্কল। কিন্তু এখনও আমায় ও স্যাটেলাইটের স্টেটাস দিচ্ছে না!"

বৃদ্ধ বললেন, "সব ভাল জিনিস হতে সময় লাগে। প্রুভ ইওর ডিভোশন। ইওর সিনসিয়ারিটি। ঝিল ইজ় আ ভেরি নাইস গার্ল। কিন্তু খুব সেনসিটিভ আর অভিমানী। ডোন্ট ট্রাই টু কাট কর্নারস। যতটা সময় লাগবে ততটা দিয়ো। জানবে দেয়ার ইজ় নো শর্টকাট টু সাকসেস!"

বাড়ি অবধি গোটা রাস্তাটা বৃদ্ধ নানা কথা বলে গেলেন। কিন্তু খুব কিছু কানে ঢুকল না ওর। শুধু মনের মধ্যে গুনগুন করতে লাগল ওই কথাগুলো। 'সেনসিটিভ আর অভিমানী'। তার সঙ্গে রাগীও নয় কি? বেশ রাগী! রিজুল ওর সামনে খুব স্মার্টনেস দেখিয়ে কথা বলে বটে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে একটু তটস্থ থাকে। কে জানে যদি রাগ করে! ঝিল ওর উপর রাগ করলে খুব কষ্ট হবে!

www.monersathe.com

বৃদ্ধকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বড় রাস্তার দিকে বাইক ঘুরিয়ে দিল রিজুল। এগারোটা বেজে গিয়েছে। বারোটার মধ্যে রাঠিস্যারের ওখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা!

রাঠিস্যারের স্ত্রীকে আন্টি বলে রিজুল। ওঁদের মেয়ে-জামাই এসেছে এখানে। সেই উপলক্ষে আজ নেমন্তন্ন। তা ছাড়া রাঠিস্যার একটা বিলিয়ার্ড বোর্ড আনিয়েছেন। সেটাও উনি দেখাতে চান রিজুলকে। এটা কেন করলেন ভদ্রলোক কে জানে! কানাঘুষোয় ও শুনেছে রাঠিস্যার নাকি বদলি হয়ে যাবেন শিগগিরি! আরও কয়েকজনও হবে!

রাস্তাটা সামনের দিকে উঠে গিয়েছে। রিজুল সেই পথ ধরে বাজারের দিকে গেল। এখানে ভাল ফুল পাওয়া যায়। একদম খালি হাতে কোথাও যেতে ভাল লাগে না রিজুলের। ও বাজার থেকে একটা বোকে কিনল। সঙ্গে চকোলেট। আন্টি চকোলেট ভালবাসেন।

বাজারের থেকে বড় রাস্তায় যেতে মিনিটপাঁচেক মতো সময় লাগে। রাস্তাটা ফাঁকা। বহুদিন পর বাইক হাতে পেয়ে রিজুল স্পিড তুলল গাড়িতে। চোখে মুখে ঠান্ডা হাওয়া লাগছে। সর্দি হতে পারে। তাও পরোয়া করল না ও।

বড় রাস্তায় উঠে বাইকের স্পিডটা একটু কমাল রিজুল। সামনের রাস্তাটা আজ ভীষণ সুন্দর হয়ে আছে। দু'পাশের গাছেরা পরস্পর মাথায় মাথা ঠেকিয়ে সবুজ সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে যেন। আর সঙ্গে অদ্ভুত মিহি এক কুয়াশা! এই জলবাষ্পের ওড়না যেন সব ঢেকে রেখেছে! পথের ডান দিকে একটা বেশ বড় জলাশয় আছে। লোকে বলে বিল। তার চারিপাশে বড়-বড় গাছ লাগানো। বেঞ্চ পাতা। ইদানীং বেশ কিছু আলোও বসানো হয়েছে।

সেই দিকে তাকাল রিজুল। জলের উপর থেমে থাকা কুয়াশা দেখতে খুব ভাল লাগে ওর।

কিন্তু ওই দিকে তাকিয়েই কুয়াশা নয়, ওর চোখে পড়ল অন্য কিছু। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধক্ করে উঠল। ও কী করছে এখানে?

www.monersathe.com

বাইকটা থামিয়ে দিল রিজুল। আয়নায় পিছনে কোনও গাড়ি আসছে কিনা দেখে বাইকের মুখ ঘোরাল বিলের দিকে।

বাইকটাকে দ্রুত পার্ক করল রাস্তার পাশে। ফুল আর চকোলেটের প্যাকেটটা রাখল বাইকের উপরে। তারপর এগিয়ে গেল সামনে।

রাস্তার পাশে ঘাস। তার মধ্যে দিয়ে নুড়ি ফেলে তৈরি করা হয়েছে পথ। সেই পথ দিয়ে এগোল রিজুল। ওই তো বেঞ্চ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! কিন্তু সকালের এমন সময় এখানে কী করছে ও?

বেঞ্চ থেকে ফুটদশেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল রিজুল। এখান থেকে পিঠটা দেখা যাচ্ছে। শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে বসে রয়েছে ঝিল! পিছন থেকে হলেও চেনা যাচ্ছে সহজেই!

একটু ইতস্তত করল রিজুল। এমন ভাবে কি যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে! সব মানুষেরই তো নিজের একটা সময় দরকার! কিন্তু যেতেও ইচ্ছে করছে ভীষণ। মনটাকে শক্ত করল ও। তারপর ধীরে-ধীরে গিয়ে দাঁড়াল ঝিলের সামনে।

পায়ের তলায় পাথরে পাথর ঘষা খেল। মড়মড় শব্দ হল সামান্য। হাওয়ায় সেই শব্দের ঢেউ উঠল। কুয়াশায় জমে থাকা স্তব্ধতা চড়াইয়ের ডিমের মতো ভাঙল এবার। ঝিল মুখ তুলে তাকাল। আর রিজুল অবাক হয়ে দেখল ঝিলের দু'চোখে আরও দুটো ঝিল থেমে আছে!

"কী হয়েছে?" রিজুল ভুলে গেল কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটু গেড়ে বসে বেঞ্চের হাতলে হাত রাখল ও।

ঝিল এখনও তাকিয়ে আছে টলটলে চোখ নিয়ে।

রিজুলের বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছে। ঝিল ওর এত কাছে! এতটা স্পর্শ-সীমার ভেতরে! কিন্তু কাঁদছে কেন ও? কীসের কষ্ট ওর?

রিজুল নরম গলায় আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ঝিল?"

ঝিলের ঠোঁট দুটো নড়ল এবার। তারপর অদ্ভুত পাতা-খসার শব্দে ও জিজ্ঞেস করল, "তুমি? তুমি কেন আসো আমার কাছে? কেন আসো বারবার?"

রিজুল স্থির হয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মাথা নামিয়ে নিল ধীরে-ধীরে। অস্ফুটে বলল, "মাধ্যাকর্ষণ!"

www.monersathe.com

॥ ১১ ॥

আলোঝোরায় যে মল হয়েছে, সেটা এবার এসে দেখল বিহান। গোটা দেশ জুড়ে এসব এখন খুব হচ্ছে। উন্নত পৃথিবীর অন্যান্য সব উন্নয়ন না হলেও এসব বাহ্যিক আড়ম্বরের কোনও খামতি নেই এ দেশে!

মেলেনি শেল্ডন বলে ওদের লন্ডন অফিসের একটা মেয়ে এসেছে আলোঝোরায়। আসলে মেয়েটা নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়ার উপর একটা ফিচার করতে বেরিয়েছে। তাই সিকিম যাবে প্রথমে। সেই সুযোগে অড্রে ওর হাত দিয়ে কিছু জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছে বিহানকে। জিনিস মানে কিছু নেগেটিভ। যাতে সেগুলো সময় নিয়ে দেখে নেয় ও।

নতুন কয়েকজন ফোটোগ্রাফারকে ইন্টার্ন হিসেবে নেওয়া হয়েছে ওদের ম্যাগাজিনে। তাদের ছোটখাটো কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। সেই সব কাজগুলো রিভিউ করতে হবে বিহানকে। তাড়া নেই। ও যখন ফিরবে লন্ডনে সঙ্গে করে জাজমেন্ট আর ফাইন্ডিংটা নিয়ে গেলেই হবে।

ভাল লাগছে না বিহানের। অড্রে খুব সেয়ানা! সব সময় তক্কে-তক্কে থাকে। আর ফাঁক পেলেই কাজ গছিয়ে দেয়। এই কাজটার জন্য তো অফিসে জর্জ আছে, লিজি আছে। কিন্তু ওকেই রিভিউ করতে হবে!

অড্রে গোছানো মেয়ে। মেলেনির হাত দিয়ে নেগেটিভ দেখার জন্য সরঞ্জামও পাঠিয়ে দিয়েছে।

কাল রাতে মেলেনি এসেছে আলোঝোরায়। আজ রবিবার। আলোঝোরায় গিয়ে বিহান দেখা করবে ওর সঙ্গে! তারপর লাঞ্চ করবে পাইন ভিউ রেস্তরাঁয়। বিকেলে মেলেনি বেরিয়ে যাবে সিকিমের দিকে।

ইচ্ছে করেই বাড়িতে মেলেনিকে আসতে বলেনি বিহান। ঠাকুমার শরীরটা

www.monersathe.com

কাল খারাপ হয়েছে একটু। তাই বাড়িতে আর ঝঞ্ঝাট বাড়ায়নি।

আর কত দিন যে থাকতে হবে ওকে এখানে? উকিলকাকু আসবেন কবে? উনি সুপ্রিম কোর্টে কীসব কাজে গিয়েছেন। ফিরতে কত দিন লাগাবেন কে জানে!

লন্ডন ফিরে যাওয়ার কথা ঠাকুমাকে বলতে পারছে না বিহান। কষ্ট পাবে খুব। আর সত্যি বলতে কী বিহানেরও যেন ফেরার তাগিদটা নেই ততটা! আর এতে ও নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। কেন নেই ফেরার তাগিদ? কীসের টানে এখানে আটকে আছে ও? সব কি ভুলে গিয়েছে? যে একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল, যার সামনে আর কোনও দিন আসবে না বলে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেসব কি ভুলে গেল বিহান? কীসের জন্য এখানে পড়ে আছে? ঠাকুমা কষ্ট পাবে বলে, না ওকে আরও কয়েকটা দিন কাছ থেকে দেখবে বলে!

"লাভ ইজ় বাট লাস্ট ইন ক্যামোফ্লাজ!" প্রথম-প্রথম যখন লন্ডনের অফিসে জয়েন করেছিল, ওর সিনিয়র কোলিগ জিম কারটিস এই কথাটা খুব বলতেন।

এমনিই বলতেন। কিন্তু বিহানের কেমন যে গায়ে লাগত কথাটা। লাস্ট? কিন্তু মিতুর জন্য ও যেটা অনুভব করে, সেটা তো তা নয়। কতদিন তো রাস্তার বাঁকে, ঝিলের ধারে, ঝরনার ধারে একা পেয়েছিল ও মিতুকে। চুমু খাওয়া ছাড়া তো আর কিছু করেনি! কোনও দিন না!

এখনও মনে আছে এক দিনের কথা। বর্ষাকাল ছিল সেটা। একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে ফোটো তুলে ফিরছিল বিহান। ঝিরঝিরে বৃষ্টির রং লেগেছিল সব কিছুতে।

সেদিন স্যারের বাড়িতে টিউশন নিতে যাওয়ার কথা ছিল ওদের। তাই বাড়ি না ফিরে ছোট ক্যামেরার ব্যাগটা নিয়েই স্যারের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল বিহান।

স্যার ছিলেন না। স্যারের স্ত্রী বলেছিলেন, "উপরে যাও। আজ একটু দেরি হবে পড়ানো শুরু করতে।"

www.monersathe.com

স্যারের দোতলার ঘরটার সঙ্গে লাগোয়া ছাদ ছিল একটা। বিহান ঘরে ঢুকে দেখেছিল একটা পলিথিনের ব্যাগ শুধু রাখা। আর কেউ নেই। কার ব্যাগ এটা? কে এসেছে পড়তে? এমন ব্যাগ তো আগে দেখেনি!

ও দু'পা এগিয়ে দেখেছিল ছাদের দরজাটা অল্প খোলা। ও মুখ বাড়িয়েছিল সেই ফাঁক দিয়ে।

বড় ছাদে ওই বৃষ্টির মধ্যে একটা নীল ছাতা নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল মিতু। চোখ বন্ধ। শরীর স্থির। যেন মোমের তৈরি কোনও মূর্তি!

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল বিহান। কথা বলতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল কথা বললেই যেন ভেঙে যাবে স্বপ্নটা!

ও ধীরে-ধীরে বের করেছিল ক্যামেরা। তারপর লেন্স কভার খুলে চোখে লাগিয়ে ফোকাস করেছিল। শাটার টিপতে যাবে এমন সময় আচমকা চোখ খুলে ওর দিকে তাকিয়েছিল মিতু। সামান্য ভয় পেয়ে গিয়েছিল বিহান। নিজেকে চোর মনে হয়েছিল। ভেবেছিল লুকিয়ে ছবি তুলছে বলে যদি রেগে যায় মিতু! যদি আর কথা না বলে?

মিতু তাকিয়েছিল ওর দিকে। সময় কি থেমে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য? বৃষ্টির সমস্ত বিন্দু কি তাদের লক্ষ কোটি চোখ নিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ওদের?

বিহান কী করবে বুঝতে পারছিল না! বুকের ভিতরে যেন সমস্ত মেঘ এসে জড়ো হয়েছিল ওর। আর তখনই ওকে অবাক করে দিয়ে ছোট্ট ঠোঁট দুটো খুলে হেসেছিল মিতু। নরম পালকের মতো গলায় বলেছিল, "তোল।"

তারপর মিতু মৃদু পায়ে ঢুকে এসেছিল ঘরে। সেদিন স্যারের ঘরে কেউ ছিল না। বৃষ্টি বাড়ছিল সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে। ঘরের ভিতরে মিতু আর বিহান দু'জন দু'জনকে আঁকড়ে ধরে ছিল। ওদের দু'জনের ঠোঁট মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল আকাশ আর মেঘের মতো। ওর দু'হাতের মধ্যে নিজেকে একদম ছেড়ে দিয়েছিল মিতু। আবার ধরেও ছিল শক্ত করে! দেওয়ালে হেলান দিয়ে ধীরে-ধীরে বিহানের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল মিতু।

www.monersathe.com

পরে বিহান বলেছিল, "অমন বৃষ্টিতে দাঁড়িয়েছিলি কেন? তোর তো ঠান্ডা লেগে যাবে।"

"কে বলেছে তোকে?" মিতু তাকিয়েছিল ওর দিকে।

বিহান বলেছিল, "আমি জানি, তোর তো একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়!"

আজও বিহানের কাছে আছে সেই ছবিটা। লন্ডনে ওর অ্যাপার্টমেন্টের শোওয়ার ঘরে বিছানার পাশের টেবিলে বড় করে বাঁধানো অবস্থায় আর ওর মানিব্যাগের ভিতরের পকেটে ছোট্ট প্রিন্টে। আজও সেই বৃষ্টির দিনের ভিতরে নীল ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। আজও চোখ বন্ধ করলে বিহান দেখতে পায় চারিদিকে মেঘলা রংয়ের একটা শহর ছড়িয়ে আছে। সব দৃশ্য আবছা করে হয়েই চলেছে সেই বৃষ্টি! আর ওর কাছে ভেসে আসে হালকা মিন্টের গন্ধ। নাকের দু'পাশের ছোট্ট দুটো তিল। মনে পড়ে যায় সত্যিকারের মুক্তো দিয়ে তৈরি করা সেই হাসি!

চুম্বনটুকুই বিহানের সম্বল। ভাবত বিয়ের পর খুব আদর করবে, ভালবাসবে। ভাবত কখনও ওর থেকে দূরে থাকবে না! কখনও একা হতে দেবে না মিতুকে।

আজ কত দূর বাদামপাহাড় থেকে লন্ডন? একটুও দূর নয়। চোখ বন্ধ করলেই তো কাছে! চোখ বন্ধ করলেই তো সেই নীল রংয়ের ছাতা! প্রথম-প্রথম বিদেশে গিয়ে ভাবত বিহান। তাই বিশ্বাসই করত না জিমের কথা! ও তো শরীর চায়নি শুধু। যে যাই বলুক, ও নিজে তো জানে!

কিন্তু এটা কাউকে কোনও দিন বোঝাতে যায়নি বিহান। পৃথিবীটা এক অদ্ভুত জায়গা। নিজের তুচ্ছ জিনিসকেও লোকে মহৎ করে দেখে, গভীর করে দেখে। কিন্তু অপরের সব কিছুই তাদের কাছে হাস্যকর, ছেলেমানুষি আর লজিকের মাইক্রোস্কোপে দেখা জীবাণু!

বাইকটার গতি বাড়াল বিহান। সামনে ঢেউ-এর মতো কালো মসৃণ রাস্তা! বেশ হাওয়া দিচ্ছে। রোদ থাকলেও তার তেজ নেই! আলোঝোরার মলের

www.monersathe.com

পাশে একটা ভাল হোটেল আছে। সেখানে উঠেছে মেলেনি। বিহান ওকে বলেছে মলের সামনে দাঁড়াতে।

বাইকটা এত দিন খুব একটা ব্যবহার না হলেও বেশ ভালই চলছে। রিজুল তো চালিয়ে খুব খুশি। ছেলেটাকে খুব ভাল লাগে বিহানের। কেন যেন নিজের ওই বয়সটা দেখতে পায়! তাই বাইকটা ফেরত দিতে আসার সময় ও রিজুলকে বলেছিল, "আরও কয়েক দিন রাখো।"

রিজুল হেসেছিল, "না বিহানদা। দরকার মতো নেব। আমার পক্ষিরাজ তো চলে এসেছে। আপাতত ওতেই কাজ চলে যাবে।"

"চলে যাবে?" বিহান বলেছিল, "সাইকেল নিয়ে প্রেমটা কিন্তু সেভেন্টিজ় আর এইট্টিজ় পর্যন্ত ঠিক ছিল। এখন মানায় না!"

রিজুল চট করে তাকিয়েছিল বিহানের দিকে। তারপর সামান্য হতাশ গলায় বলেছিল, "আগে হোক, তারপর না হয় ওটার একটা বন্দোবস্ত করা যাবে!"

বিহান চুপ করে গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল মজা করতে গিয়ে হয়তো ভুল জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছে!

রিজুল বলেছিল, "ওর নাম ঝিল! খুব চুপচাপ। কথাই বলতে চায় না। আর কেমন যেন একা থাকতে চায়! আমায় দেখলে তো আরও বুজে যায়!"

"কোথায় থাকে ঝিল?" জিজ্ঞেস করেছিল বিহান।

"ওই তো হিল সাইড কটেজ রোডের শেষে।"

"তাই?" বিহান অবাক হয়েছিল, "কোন বাড়ি?"

"বড় বাড়ি ওদের। ওর দাদা খুব নামি লোক। আমি দূর থেকে দেখেছি যদিও। কাছে যাইনি!"

"কে বলো তো?" অবাক লাগছিল বিহানের। কার কথা বলছে রিজুল?

"তুমি কি চিনতে পারবে? রবিকান্ত সামন্ত। ঝিল ওর কাজ়িন হয়! সেদিন বলেছিলাম তো তোমায়!"

www.monersathe.com

রবি! নামটা মনে পড়াতে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল বিহানের। কেন যে ও বিহান আর মিতুর মধ্যে এসে ঢুকেছিল! জানত মিতু ওকে ভালবাসে না। তবু কী জোর করত! চেষ্টা করত বিহানকে মিতুর সামনে ছোট করতে! আর শেষে তো একদম...

সামনে আচমকা একটা সাইকেল এসে পড়ায় দ্রুত ব্রেক করল বিহান। আলোঝোরায় ঢোকার মুখটা একটু ঘিঞ্জি। একটা ছোট বস্তি আর কয়েকটা টিবেটান খাবারের দোকান আছে। টুরিস্টরা গাড়ি দাঁড় করিয়ে এখানে খাওয়াদাওয়া করে।

এখনও বেশ ভিড় হয়ে আছে জায়গাটা। সাবধানে ভিড় কাটিয়ে এগোল বিহান। আর তখনই শুনল "বিহানদা, বিহানদা..." বলে ডাকছে কেউ!

বাইকটাকে রাস্তার এক পাশে দাঁড় করাল বিহান। দেখল ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে বিপ্লব! খুব অবাক হল ও। বিপ্লব এখানে কী করছে? এল কার সঙ্গে!

"তুই?"

"হ্যাঁ, রবিদার সঙ্গে এসেছি। কাপড় কিনব একটা। কেন বলো তো কাপড় কিনব?"

বিহান হাসল, "তোর সেই রেভোলিউশনের জন্য পতাকা তৈরি করবি?"

"হল না," বিপ্লব ভুরু নাচাল, "সিন্ডারেলা প্রেগনেন্ট। ওর জন্য লাগবে। তাই এসেছি!"

বিহান বলল, "ঠিক আছে তুই কাজ কর। আমি আসি।"

"তুমি বললে না কিন্তু তোমার স্টুডিয়োতে কাজটা দেবে কি না!"

বিহান হেসে বলল, "আগে ঠিক কর স্টুডিয়োতে কাজ করবি না রেভোলিউশন করবি! দুটো এক সঙ্গে হবে না তো!"

মেলেনি দাঁড়িয়েছিল মলের সামনের ফোয়ারাটার কাছে। প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা মেয়েটা। দুধে আলতা গায়ের রং। গাঢ় সোনালি চুল। নাক-চোখও একদম মোমের তৈরি যেন! মেয়েটাকে এত সুন্দর দেখতে যে

www.monersathe.com

বিহানের মাঝে মাঝে মনে হয় এসব মেয়ে ম্যাগাজিনের কাজ না করে দিব্যি হলিউডে যেতে পারত!

পার্কিং লটের এক পাশে বিহান বাইকটাকে রাখল। তারপর এগোল মলের দিকে।

মেলেনি ওকে দেখে হাত নেড়ে এগিয়ে এল নিজেই, "হাই বিহান, রোগা হয়ে গিয়েছ বেশ!"

"ওরে আমার মা রে!" বিহান হেসে বলল, "রোগা কোথায়? ঠিক আছি একদম!"

"তোমায় দেখে দারুণ লাগছে!" মেলেনি হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে বড় বাদামি রংয়ের একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল ওর হাতে। বলল, "নাও, তোমার হোমওয়ার্ক। না করে নিয়ে গেলে অড্রে কিন্তু বুড়োর কাছে রিপোর্ট করবে!"

বুড়ো মানে চিফ এডিটর রিচার্ড পেন। সবাই ভয় পায় রিচার্ডকে। বিহান নিজেও পায়। আসলে ক্যাটক্যাট করে কথা বলতে কাউকে ছাড়ে না বুড়ো!

ও বলল, "ঠিক আছে, আমি কাজটা করে নিয়েই যাব। আর ভয় দেখিয়ো না। লেটস গো অ্যান্ড ইট। কাছেই ভাল রেস্তরাঁ আছে একটা। চলো।"

"লেটস গো দেন!" মেলেনি এগিয়ে এসে বিহানের একটা হাত জড়িয়ে ধরল।

পাইন ভিউ রেস্তরাঁটায় রুফ টপ আছে। ওয়েদার ভাল থাকলে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়! সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে গেল মেলেনি! মেয়েটার মধ্যে একটা হাসিখুশি ব্যাপার আছে। পিছন-পিছন উঠল বিহান। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বিহানের হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল মেলেনি। কিন্তু ছাদে উঠেই আবার টপ করে ধরে ফেলল! তারপর টান দিয়ে কোণের একটা টেবলের দিকে এগোতে গেল! কিন্তু পারল না! কারণ বিহান এগোতে পারল না এক পা-ও! ওর চোখ আটকে গেল সামনে! দেখল দুটো টেবল

www.monersathe.com

পরে বসে রয়েছে মিতু! আর ওর দু'চোখ একদম মেলেনির দিকে স্থির!

"আঙ্কেল!" ভিটো নিজের চেয়ার থেকে ছিটকে এল একদম।

"তোমরা?" বিহান অবাক হল!

"দিদা আর মায়ের সঙ্গে এসেছি। তুমি?"

"আমি, ইয়ে..." বিহান কী বলবে বুঝতে পারল না। মেলেনি এখনও হাতটা জড়িয়ে ধরে আছে যে! কী বিপদ! মিতুর চোখ একদম পেরেক দিয়ে গেঁথে আছে মেলেনির দিকে! আর এই দৃষ্টি এত বছর পরেও গায়ে কাঁটা তুলছে ওর!

বিহান আলতো করে মেলেনির হাতটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর এগিয়ে গেল মিতুর দিকে, বলল, "মিতু ও আমার কোলিগ— মেলেনি!"

"মেলেনি? কী মেলেনি? অঙ্ক?" ভিটো নিজের ইয়ার্কিতে নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়ল।

"বিহেভ ভিটো," মিতু কড়া গলায় বলল। তারপর বিহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠাকুরঘরে কে, আমি জানতে চেয়েছি?"

"ইয়ে...মানে..." বিহান ঠোঁট চেটে মেলেনির দিকে তাকিয়ে বলল, "মিট মিতু। শি ইজ় মাই... ম-মাই..."

মিতু জোর করে হেসে বলল, "অ্যাকোয়েন্টেন্স।"

"ও গতকাল এসেছে এখানে। আজ চলে যাবে!"

"কলকাতায় থেকে বিদেশি বান্ধবী, কোলিগ জোটালি কোথা থেকে?" মিতু ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল।

কিছু বলল না বিহান। ও যে বিদেশে থাকে, এখন যে জীবনে খুব খুব সফল, প্রচুর টাকা করেছে, নাম হয়েছে, এসব খবর বাদামপাহাড়ে এসে পৌঁছয়নি এখনও। ওর জেঠু-জেঠিমা কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না। বললেও বিহানকে নিয়ে বলে না। তাই ওর সম্বন্ধে কেউ জানে না বিশেষ! আর সত্যি কথা বলতে কী ও নিজেও বলেনি কাউকে। কী হবে বলে? নিজের কাজের কথা বলতে গেলে সেটা অহংকারের মতো শোনাতে পারে! মনে হতে পারে নিজেকে বড্ড বেশি বড় করে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখাচ্ছে!

www.monersathe.com

ছোট থেকেই এটা পারে না বিহান। তাই যে যা মনে করছে করুক ভেবে কিছু বলেনি। কিন্তু আজ পরিস্থিতি অন্যরকম। মিতু কিছু বলছে না সরাসরি, কিন্তু হাওয়ায় বারুদের গন্ধ পাচ্ছে বিহান। এই চোখদু'টো ভাল করে চেনে ও।

ভাল করে চেনে! সত্যি! আচমকা মনের ভিতর থেকে আর একটা বিহান মাথা তুলল যেন! কেন এসব ভাবছে ও? মিতু কেন কিছু ভাববে? ওকে তো চোদ্দো বছর আগে অবাঞ্ছিত বিড়ালের মতো বের করে দিয়েছিল ঘাড় ধরে! তবে!

"উত্তর দিলি না তো!" মিতু ঠান্ডা চোখে তাকাল।

বিহান বলল, "ও আমার সঙ্গে লন্ডনে কাজ করে। আমি ওখানে একটা ম্যাগাজ়িনের হয়ে ফোটো তুলি আর কী!"

"কী?" অবাক হয়ে মিতু তাকাল ওর দিকে।

"হ্যাঁ। আমি মানে..."

মিতুর মুখটা আচমকা লাল হয়ে গেল। ও উঠে দাঁড়াল টেবল থেকে তারপর ভিটোর হাত ধরে বলল, "চলো। অন্য কোথাও যাব।"

"আরে? কী হল?" বিহান বুঝতে পারল না, "কী বললাম আমি? যাচ্ছিস কেন?"

"কেন বলব তোকে? তুই কে হোস যে বলতে হবে তোকে আমি কোথায় যাচ্ছি! নিজের কথা কিছু বলেছিস? আমাকে কেউ ভাবিস নিজের? কেউ ভাবিস?"

মিতু হনহন করে চলে গেল ভিটোকে নিয়ে। মেলেনি তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মুখে হতভম্ব ভাব! বিহান চোখ বন্ধ করল শুধু। ওর কিছু মাথায় ঢুকছে না! শুধু কানে বাজছে "আমাকে কেউ ভাবিস নিজের? কেউ ভাবিস?"

ও তো ভাবে। সারাজীবন তো নিজেরই ভাবে। কিন্তু মিতুই তো কিছু ভাবল না কোনও দিন। কোনও দিন পিছন ফিরে তাকাল না একবারও! তাকালে কি আজ এমন হয় ওর জীবন? তাকালে আজ ওদের মধ্যে কি এমন একটা মহাসাগর আর একটা মহাদেশ এসে দাঁড়াতে পারত কখনও!

www.monersathe.com

॥ ১২ ॥

টেলিস্কোপটা বেশ লম্বা, কালো রংয়ের। সিলিন্ডারের এক দিকে গোল একটা ফুটো আছে। সেটা দিয়ে আলো এসে পড়ে ভিতরের আয়নায়। আর সিলিন্ডারের গায়ে লাগানো রয়েছে আইপিস। তাতে নানা ধরনের লেন্স লাগানো যায়। একটু আগে সেখানে চোখ দিয়ে চাঁদটা দেখছিল ঝিল। আর এখন দেখছে সাশা!

আজ পূর্ণিমা! পাইনঅ্যাপল জুসের মতো জ্যোৎস্না গলে-গলে পড়ছে সমস্ত পৃথিবীর উপর। ঝিল জানে আজ আলোঝোরায় গেলে নিশ্চিত চাঁদের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেত!

ও দেখল সাশা মন দিয়ে আইপিসে চোখ লাগিয়ে রেখেছে আর একের পর এক প্রশ্ন করছে। রিজুল হাসিমুখে সাধ্যমতো উত্তর দিচ্ছে সেগুলোর!

আজ ক্লাসে খুব অল্প ছাত্রছাত্রী এসেছিল পড়তে। কাছের বস্তিতে পরব আছে কী একটা! তাই তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দিয়েছে ঝিল। রিজুলের ক্লাসটা আর হয়নি।

কিন্তু তা বলে চলে যায়নি ঝিল। রিজুলই যেতে দেয়নি!

আসলে পিসিকে প্রথম দিন সেই যে বলেছিল জীমূতকে সঙ্গে না পাঠাতে, আর জীমূত আসে না। পিসি রবিকে বলে সরিয়ে দিয়েছে ছেলেটাকে।

হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে ঝিল। কী যে বাজে একটা ছেলে! ওকে দেখলেই এমন করে তাকাবে, ঠোঁট চাটবে, যে মাথা গরম হয়ে যায়!

এখন সাশার ছোট স্কুটিতে করে ও ফেরে। আজও সাশা এসেছিল ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে! কিন্তু বাধা দিয়েছিল রিজুল। বলেছিল, "আজ প্লিজ় যেয়ো না। একটা জিনিস দেখাব তোমায়।"

www.monersathe.com

ঝিল বলেছিল, "লেট করলে বাড়িতে চিন্তা করবে। আমায় যেতেই হবে।"

"প্লিজ!" রিজুল একটা কালো বড় ব্যাগ দেখিয়ে বলেছিল, "এটা নিয়ে এসেছি তোমায় দেখাব বলে। আর শীতকাল বলেই এমন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। না হলে তেমন কিছু সন্ধে হয়নি!"

"ওতে কী আছে?" সাশা জিজ্ঞেস করেছিল, "বন্দুক, নাকি ঝ্যাক?"

"ঝ্যাক?" রিজুল অবাক হয়েছিল।

"তুই চুপ কর!" ঝিল বড়-বড় চোখ করে তাকিয়েছিল সাশার দিকে। তারপর রিজুলকে বলেছিল, "ম্যাক্সিমাম আধ ঘণ্টা। তার বেশি নয়।"

রিজুল হেসেছিল, "গোটা জীবনটাকে এমন গার্লস হস্টেলের ওয়ার্ডেনের চোখ দিয়ে দেখো না ঝিল। ভয় হল মনের বাঘ, বুঝলে?"

"যাঃ, কোথায় গেল চাঁদটা?" আইপিস থেকে চোখ সরিয়ে সাশা জিজ্ঞেস করল, "এই তো দেখলাম, আর এই গায়েব হল গেল আইপিস থেকে!"

রিজুল বলল, "এটাই হয়। তাই সময়ে-সময়ে এই ছোট ম্যানুয়াল টেলিস্কোপগুলোকে হাত দিয়ে সরিয়ে অ্যালাইন করতে হয়।"

"কেন? এমন কেন?"

"কারণ পৃথিবী ঘুরছে, চাঁদও ঘুরছে। তাই তাদের অবস্থান পালটে যাচ্ছে। ফলে আইপিস থেকে উধাও হচ্ছে চাঁদ। বুঝলে?"

সাশা ঝিলের দিকে তাকিয়ে বলল, "বুঝলি কিছু?"

ঝিল ঘড়ি দেখল, "আমায় বাড়ি যেতে হবে।"

"বাড়িতে কি এর চেয়েও বড় টেলিস্কোপ আছে?" সাশা হাসল হি হি করে। তারপর রিজুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি অবজ়ারভেটরিতে কী করো? টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দ্যাখো?"

"না," হাসল রিজুল, "আমি ডেটা অ্যানালিসিস করি। সেখান থেকে কম্পিউটার গ্রাফিক্সে মডেল তৈরি করি। তবে যখন দেখতে ইচ্ছে করে তখন দেখি।"

"ইয়াব্বড় টেলিস্কোপ তো! দারুণ দেখায়, না?"

www.monersathe.com

"ওতে আইপিস নেই। স্ক্রিনে ছবি আসে..." রিজুল আবার সেট করল টেলিস্কোপটা তারপর সাশাকে বলল, "দ্যাখো আবার।"

সাশা বলল, "আমায় তুমি একদিন অবজারভেটরিতে নিয়ে যাবে? আমার খুব ভাল লাগে আকাশ দেখতে! যাবে নিয়ে?"

রিজুল মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ শিওর। কবে যাবে বোলো।"

সাশা বলল, "পরের উইকে এক দিন। দারুণ হবে। আমি আর তুমি যাব। ঝিলকে তো বাড়ি থেকে ছাড়বে না। তাই ওর যাওয়ার প্রশ্ন নেই। কেমন?"

ঝিল দেখল সাশা কথা বলতে-বলতে একদম রিজুলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আচমকা বুকের ভিতরে কেমন যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠল ঝিলের। রাগ আর বিরক্তি লাগল খুব। মনে হল ও কেন দাঁড়িয়ে আছে এখানে? শুধু তো মিনিট দুয়েক চোখ রয়েছে ওই আইপিসে। বাকিটা তো কেবল সাশাই দখল করে রেখেছে। এত গায়ে-পড়া কেন মেয়েটা কে জানে! দেখেছে সুন্দর দেখতে ছেলে অমনি তার ঘাড়ে চড়ে বসেছে!

রিজুল চট করে একবার ঝিলকে দেখল। তারপর বলল, "ঝিল তুমি যাবে আমাদের অবজারভেটরিতে?"

"না," চোয়াল শক্ত করল ঝিল, "আমায় বাড়ি থেকে ছাড়বে না। আর এখন আমি বাড়ি যাব। যথেষ্ট লেট হয়েছে।"

"সবে তো পনেরো মিনিট মতো!" রিজুল কয়েক পা সরে গেল সাশার কাছ থেকে, "আর-একবার দ্যাখো চাঁদটা। বাকি তারাদের স্পষ্ট বুঝতে পারবে না। তাই...

"আমার অত শখ নেই!" ঝিল ভাল করে মাথায় পেঁচিয়ে নিল মাফলারটা, বলল, "আমায় যেতে হবে।"

"ঠিক আছে ও যাক, তুমি আমায় দেখাও!" সাশা রিজুলের হাত ধরে টানল।

ঝিলের মনে হল ওর বুকের ভিতরে কেউ যেন জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দিয়েছে। সাশা এটা কী করছে! আর রিজুল? এই ওর মাধ্যাকর্ষণ! সেদিন

www.monersathe.com

বিলের ধারে যা বলেছিল সবটাই তা হলে মিথ্যে?

রিজুলকে তো সেদিন ডাকেনি! নিজেই তো দূর থেকে এসে দাঁড়িয়েছিল ওর কাছে! তবে? কেন এসেছিল রিজুল? কেন ধরেছিল ওর হাত? কেন জানতে চেয়েছিল কীসের এত কষ্ট ঝিলের!

আর ঝিল বোকার মতো বলেও দিয়েছিল সব। মায়ের কথা। রবির ওকে বাদামপাহাড়ে নিয়ে আসার কথা। জোর করে বিয়ে দিতে চাওয়ার কথা। ওর কলকাতায় চলে যেতে চাওয়ার কথা। আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাওয়ার কথাও!

এসব কেন বলেছিল ঝিল? কাকে বলেছিল? এই ছেলেটাকে?

ও আর না দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে হাঁটা দিল।

"আরে, কোথায় যাচ্ছিস?" সাশা দৌড়ে এসে পিছন থেকে টেনে ধরল ওকে।

"বাড়ি!" ঝিল হাতটা ছাড়িয়ে নিল জোর করে।

"পাগলি!" সাশা জড়িয়ে ধরল এবার। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "শালা, খুব তো সাধু সেজে থাকা! এটুকুতেই হাওয়া বেরিয়ে গেল!"

ঝিল দেখল সাশা হাসছে। দেখল দূরে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রিজুল! আচমকা লজ্জা লাগল ঝিলের। এটা কী করল ও! এমন ছেলেমানুষি করেনি তো কোনও দিন! সাশা ওকে খ্যাপাচ্ছিল!

সাশা রিজুলকে বলল, "না ওকে যেতেই হবে। তুমি ওকে একটু পৌঁছে দেবে বাড়িতে?"

"না, বাড়িতে না!" ঝিল সঙ্গে-সঙ্গে আপত্তি করল।

"পাড়ায়?" সাশা বলল আবার!

"না, পাড়াতেও না!" ঝিল আপত্তি করল আবারও!

"তবে পাড়ার মুখে, ওই বাঁকটায়?" রিজুল এগিয়ে এল "ওইটুকু তো আমি যাই-ই।"

সাশা হেসে বলল, "তবে? প্রবলেম সলভ্‌ড। আমি হাড্ডি না হয়ে কাটি। আর ঝিল, আজ পর্যন্ত কেউ কারও মনের কথা জানতে পারেনি। যা তোর

www.monersathe.com

চাই স্পষ্ট করে বল। আর মনের ইচ্ছে মনে চেপে রেখে কে কত বড় শহিদ, সেটা প্রমাণ করাটা কিন্তু জীবন নয়। বুঝলি? আমি আসি।"

সাশা আর কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে ওর ছোট্ট স্কুটিটা চেপে বেরিয়ে গেল!

রিজুল টেলিস্কোপটা গুটিয়ে ফেলল দ্রুত। বলল, "আমি এটা মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে রেখে আসি।"

অবাক লাগল ঝিলের, "ওখানে রাখা যাবে? মানে অত দামি জানিস?"

"সব যাবে। খইয়ের দৌলতে আমার আলাপ আছে এদের সঙ্গে!" রিজুল চলে গেল অফিসের দিকে।

অফিসের কাজকম্ম বন্ধ হয়ে যায় পাঁচটায়। কিন্তু তাও একটা ঘর খোলা থাকে। বয়স্ক লোকজন এসে বসে এখানে। তা ছাড়া পাশের কমিউনিটি হলেও কিছু মানুষ আসে সন্ধেবেলা আড্ডা মারতে।

টেলিস্কোপটা রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরত এল রিজুল। বলল, "চলো।"

"সাইকেলে?" সামান্য আঁতকে উঠল ঝিল। সাইকেলের সামনে বসে যাওয়াটা খুব একটা ভাল দেখাবে না। আর কোনও ক্রমে যদি পরিচিত কারও চোখে পড়ে তো রবির কানে কথা উঠবে। তবে যে কী হবে!

রিজুল হাসল, "না, সাইকেলে যেতে হবে না। এটা আমি সেই সেভেন্টিজের ছেলেদের মতো হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব! চলো।"

এসব জায়গায় সন্ধে হলেই কেমন একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে। তার সঙ্গে দুধের সরে মতো পুরু কুয়াশা ঢেকে ফেলে চারপাশ! রাস্তার পাশের কাঠের খুঁটিতে টাঙানো দুর্বল হলুদ আলোগুলোর সাধ্য হয় না যে এই গাঢ় কুয়াশা সরায়। তারই মধ্যে ছোটখাটো দোকান আর কোনও-কোনও বাড়ির বাইরের আলো তাদের সামান্য আভা নিয়ে বসে থাকে একা।

এই সব ছুঁয়ে-ছুঁয়ে হাঁটতে লাগল ওরা। ঝিল কোনও কথা বলছে না। রিজুলও কেন কে জানে চুপ করে আছে আজ। শুধু ওদের পায়ের আওয়াজ আর সাইকেলের সামান্য কিটকিট শব্দ চকের গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে।

www.monersathe.com

তারপর ঝিলই প্রথম কথা বলল, "আচ্ছা, এত কাজ থাকতে হঠাৎ তুমি এমন একটা প্রফেশন বেছে নিলে কেন?"

রিজুল বলল, "প্রফেশন? এটা ঠিক প্রফেশন নয় ঝিল। এটা আমার আনন্দ! নর্থ কলকাতায় আমার বাড়ি। জানলা খুললেই একটা বাজার চোখে পড়ে জানো। রাস্তা আটকে বাজারটা বসে। শাক-পাতা, মাছের আঁশ, মাংসের ছাঁটে গোটা জায়গাটা নরকের মতো হয়ে থাকে। আর পাশেই বড় রাস্তা। বাস, ছোট-বড় গাড়ি, লরি, অটো, ঠেলা, রিকশা সব যায়। তার ওপর মানুষজন তো আছেই। ছোট থেকে এসবই দেখে আসছি আমি। সকালে উঠলেই সেই এক ভিড়, আওয়াজ, পলিউশন আর হিজিবিজি দাগ কাটা একটা শহর। আমি তখন ক্লাস ফোর-এ পড়ি। সেবার বর্ষাকালে খুব বৃষ্টি হল, সারারাত বৃষ্টির পরে সকালে উঠে দেখলাম ঠনঠনে, শ্রীমানি বাজার ছাড়িয়ে বিবেকানন্দ রোড অবধি সব জলের তলায়! আর তখনও টিপটিপ করে হয়ে চলেছে বৃষ্টি! রাস্তায় লোকজন কম। গাড়ি ঘোড়া বন্ধ। বাজারটাও বসতে পারেনি। রাবারের ছোট ছোট ডিঙি নেমেছে পথে। তারপর বিকেলের দিকে বৃষ্টি ধরে এল হঠাৎ। শেষ বিকেলে আমি আর দিদি মিলে ছাদে উঠলাম পায়রাগুলোকে দেখতে। দিদি পায়রাগুলো দেখলেও আমি কিন্তু আকাশ দেখছিলাম। তখন মেঘ কাটছিল ধীরে-ধীরে। পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের লাল রং দেখা যাচ্ছিল আর দেখা যাচ্ছিল একটা অদ্ভুত জিনিস। মেঘের ফাঁক দিয়ে ওই উপরের আকাশে আমি দেখেছিলাম জ্বলজ্বল করছে একটা তারা! শুকতারা! কী যে হল আমার! আশেপাশের এই ঘিঞ্জি শহরটার মাথার উপর এমন একটা শান্ত নির্লিপ্ত জায়গা আছে? সেখানে এমন সুন্দর নীল-সবুজ সব আলো জ্বলে থাকে! সেদিন, তার পরের দিন, তারও পরের দিন আমি ছাদে উঠতে লাগলাম। দেখতে লাগলাম আকাশ। বাবা লক্ষ করেছিল ব্যাপারটা। আমার জন্য বড় একটা স্কাই অ্যাটলাস এনে দিয়েছিল এরপর। ছবির বই, সহজ করে মহাকাশের কথা আছে এমন বই এনে দিয়েছিল! তারপর সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমি জেনে নিয়েছিলাম আরও কিছু। টুয়েল্‌ভের পরে সবাই যখন

www.monersathe.com

জয়েন্ট-টয়েন্ট দিতে মরিয়া, আমি ওসব দিইনি। কারণ আমি জানতাম আমায় কী হতে হবে!"

ঝিল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রিজুলের দিকে। কথাগুলো বলার সময় মনে হল ও আর এখানে নেই! মনে হল রিজুল যেন ফিরে গিয়েছে ওর সেই ছোটবেলায়!

রিজুল এবার জিজ্ঞেস করল, "তুমিও তো জানো তোমায় কী হতে হবে! জানো না?"

ঝিল কী বলবে বুঝতে না পেরে নামিয়ে নিল মাথা।

রিজুল আবার বলল, "মাথা নামিয়ে নিলে হবে না ঝিল। ভাল আর বাধ্য হয়ে থাকলে কিন্তু পরে আফসোস হবে। ঠিক কাজ করতে গেলে দুটো জিনিস চাই। নিজের উপর বিশ্বাস আর সাহস। তুমি তোমার দাদাকে বলে দাও যে, বিয়ে করবে না। বলে দাও কলকাতায় গিয়ে তুমি পড়তে চাও!"

"আমি?" ঝিল দাঁড়িয়ে পড়ল। রিজুলের কথায় হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ইচ্ছে যেন চেপে বসল মনের উপর। ইশ, যদি সত্যি বলতে পারত!

"হ্যাঁ ঝিল, তুমি!" রিজুল আচমকা হাতটা ধরল ঝিলের। তারপর নিজের দুটো হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, "তুমি একবার সাহস করো। আমি তোমায় নিয়ে যাব কলকাতায়। সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। কোনও অসুবিধে হবে না।"

"তুমি?" ঝিল কী বলবে বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "তুমি... কেন?"

"অবভিয়াস উত্তরটা না দিলেও কিন্তু অবভিয়াসই থাকে!"

"তাও, উত্তরটা আমার চাই," ঝিল হাত ছাড়িয়ে নিল না। বরং আচমকা সরাসরি তাকাল রিজুলের দিকে। মাথার উপরের দুর্বল আলোয় ভর করে দেখার চেষ্টা করল রিজুলের মুখটা। দেখল রিজুল হাসছে না আর। বরং সোজা তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

"কী হল?" ঝিল অধৈর্য হল সামান্য, "অবভিয়াস জিনিস যখন, তখন বলতে এত দেরি হচ্ছে কেন? ভয় পাচ্ছ?"

www.monersathe.com

"হ্যাঁ।" বলল রিজুল।

"কীসের ভয়?" ঝিল অবাক হল, "পিছু নেওয়ার সময় ভয় করেনি।"

"তা নয় ঝিল। তুমি কী উত্তর দেবে তার ভয়।"

"কেন?"

"আমার অনেক বান্ধবী ছিল। কিন্তু কাউকে দেখে আমার এমন মনে হয়নি! তোমায় দেখে... মানে..."

"কী-ই? এমন করছ কেন?" ঝিল এবার রিজুলের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল।

"দ্যাখো, তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাও। নিজের স্বাধীন জীবন তৈরি করতে চাও। তাই... আমার কথা শুনলে রাগ করতে পার..."

"কী এমন কথা?"

"আমার তোমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়..." রিজুল কথাটা বলে সামান্য থমকে তাকাল ঝিলের দিকে, তারপর বলল, "প্লিজ় রাগ কোরো না। জানি আজকের কনসেপ্টে হয়তো বিয়েটা একটা রিগ্রেসিভ ধারণা। একটা বাধা। মানে, তোমার বয়সি মেয়েরা বিয়ে করাটাকে আজকাল খুব একটা ভাল চোখে দ্যাখে না তো তাই... কিন্তু আমার যা ইচ্ছে করে, বললাম। আমার তোমার সঙ্গে বাকি জীবনটা থাকতে ইচ্ছে করে।"

ঝিল রিজুলের হাতটা ছাড়িয়ে নামিয়ে নিল মাথা।

"রাগ করলে ঝিল? ঝিল... রাগ করলে নাকি?" রিজুল সাবধানে জিজ্ঞেস করল।

ঝিল মাথা তুলল এবার। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, "হ্যাঁ, খুব রাগ করেছি। এখনও বাসভাড়াটা ফেরত দাওনি! রাগ হবে না?"

নিজের টেবিলে বসে অবাক হয়ে ঝিলের দিকে তাকাল রবি। এ সময়ে কেউ ওকে বিরক্ত করে না। এমনকী ওই বিপ্লবটাও না! এই সময়ে মাংসভাজা আর সিঙ্গল মল্ট হুইস্কি নিয়ে বসে ও। ঝিল কোনও দিন এমন সময় আসে না। আজ কেন এল!

www.monersathe.com

ও জিজ্ঞেস করল, "কী রে তুই? কী ব্যাপার?"

ঝিলের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আছে। তাও মনের সমস্ত সাহস এক জায়গায় করে ও কোনওমতে বলল, "আমি বিয়েটা করব না রবিদা।"

"কী?" রবি ঠিক শুনতে পেল না যেন, "কী বললি?"

"বিয়েটা...আমি... করব না। আমি পড়াতে চাই রবিদা। স্কুলে..."

"জানিস কে তোকে বিয়ে করতে চায়? তার কত টাকা? বয়স তোর চেয়ে একটু বেশি, ঠিক আছে। কিন্তু, সে তোকে কতদিন ধরে পছন্দ করে রেখেছে জানিস? বিদেশে থাকে। প্লেন আছে নিজের। তোর মা তো রাজি!"

"আমি চাই না রবিদা," ঝিল এবার সোজা তাকাল রবির দিকে।

"তুই চাস না? তোকে কে চাইতে বলেছে?" রবি আচমকা গলা শক্ত করল।

"আমার জীবন," ঝিলের মাথায় আচমকা আগুন জ্বলল যেন, "আমি ঠিক করব।"

"তুই ঠিক করবি?" রবি আচমকা মদভর্তি গ্লাসটা তুলে তার সমস্ত মদ ছুড়ে দিল ঝিলের শরীরে। তারপর হাতের একটা দেশলাই তুলে বলল, "আমার কথা না শুনলে পুরো জ্বালিয়ে দেব তোকে। এই সুন্দর চেহারাটা ঝলসে একদম পোড়া মাংস করে দেব। তখন কোনও রেন্ডিখানাতেও জায়গা হবে না তোর। বুঝলি? না বুঝলে বল, আমি আরও ভাল করে সারারাত ধরে বোঝাতে বলব জীমূতকে।"

www.monersathe.com

॥ ১৩ ॥

মনটা আজ খিঁচড়ে আছে ফলকের। বাইকের পিছনে নুড়ি যে ওকে জাপটে ধরে বসে আছে, তাতেও যেন ভাল হচ্ছে না মন! কেমন যেন জ্বালা করছে মাথার ভিতরটা। বুকের ভিতরটাও! শালা এমন একটা সুযোগ ও ছেড়ে দেবে! এমন সোনার সুযোগ! তাও কত টাকা, না আড়াই লাখ টাকার জন্য! ইশ, বেহিসেবি ভাবে তখন যদি খরচ না করত টাকাটা, তা হলে তো আজ এমন অবস্থায় পড়তে হত না!

আসলে হাতে টাকা এলেই হাত চুলকোয় ফলকের। এটা সেটা কেনে। নুড়িকে কিনে দেয়। আলোঝোরায় গিয়ে খেয়ে আসে। দামি মদ কেনে। তাই কখন যে হাতের ফাঁক গলে জলের মতো বেরিয়ে যায় টাকা, নিজেই ঠিক বুঝতে পারে না!

আজ সকালে সুন্দরবন থেকে আমন এসেছিল। সুন্দরবনের খাঁড়ি হয়ে এ দেশে প্রচুর বিদেশি বন্দুক ঢোকে। তার কুরিয়ার হিসেবে কাজ করে আমন। রবির কাছে নিয়ে আসে ভাল মানের পিস্তল আর রিভলভার।

আজও নিয়ে এসেছে ছ'টা। দুটো চাইনিজ় পিস্তল আর চারটে কোরিয়ান রিভলভার। এক-একটার দাম প্রায় দেড় লাখ টাকা।

রবির সামনে সব ক'টা বন্দুক ফলকই পরীক্ষা করে দেখেছে। এক-একটা বন্দুকের সঙ্গে প্রথম 'ফিল'-এর বুলেট ফ্রি! রবি খুশি হয়েছে। যদিও খুব বেশি টাকার মাল নয়, তবু অর্ডার ছিল। এখানের বেশ কিছু চা-বাগানের মালিকের বডিগার্ডদের এমন পিস্তলের দরকার পড়ে। লাইসেন্স পিস্তল থাকে একটা। কিন্তু এমন চোরাই বন্দুকই আসল ভরসা!

তবে টাকাটা নিজে নেবে না আমন। ওটা মনোহর পাটিল ঠিক পাঠিয়ে দেবে সুন্দরবনে।

www.monersathe.com

কাজের শেষে বাইরে একটা চায়ের দোকানে আমনের সঙ্গে কথা বলছিল ফলক। তখন কথায় কথায় আমন তুলেছিল ভেড়ির প্রসঙ্গটা। বলেছিল, "ফলকদা, তুমি বলেছিলে না ভেড়ির ইজারা নেবে। খবর আছে আমার কাছে।"

"ভাল জায়গা তো? দেখ, দু'নম্বরি লাফড়াবাজির কাজ কিন্তু আমি চাই না। আমি একনম্বরি কারবার করব।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব একনম্বরি! ভাবছ কেন?" আমন আশ্বাস দিয়েছিল, "টাকা দেবার আগে পেপার দেখে নেবে।"

"তা কত চাইছে?" ফলক ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল আমনের দিকে।

"তিন চাইছে, কিন্তু আড়াইয়ে করিয়ে দেব। তুমি ভেবো না..." আমন হেসেছিল, "আসলে আমার মেসোর ভেড়ি। চালাতে পারছে না। বয়স হয়েছে তো। তাই ছেড়ে দেবে।"

"আড়াই? এত?" ফলক দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, "এত টাকা কোথায় পাব?"

"এটা তোমার কাছে কোনও টাকা হল? মাইরি হাসালে তুমি! আরে রবিদার মতো দাদা থাকতে আড়াই কোটিও বেশি নয়, আর এ তো লাখ! বুঝেছ? টাকাটা চেয়ে নাও। তারপর ছ'মাসের মধ্যে ফেরত দিয়ে দেবে। কোনও ঝামেলা নেই!" আমন ওর পিঠে ভরসার হাত রেখেছিল।

রবির কাছে চাইবে? ভিতরে-ভিতরে একটু কুঁকড়ে গিয়েছিল ফলক। ওকে সবাই ভয় পায় বটে, কিন্তু ও নিজে ভয় পায় রবিকে। ও জানে খারাপ হলে রবি কতটা খারাপ হতে পারে! নিজের চোখে দেখেছে ভুটানের পাহাড়ে একজনকে কীভাবে নিজের হাতে কুপিয়েছিল রবি।

ফলক জানে বন্দুক দিয়ে কাউকে মারার মধ্যে বাহাদুরি নেই। ধক লাগে না তেমন। আসল ধকের পরীক্ষা হয় কাউকে কোপাতে গেলে। ওই রক্ত ছিটকে আসা, মাংস বেরিয়ে পড়া, তিলে-তিলে একটা মানুষের খণ্ড হওয়া। এই বীভৎসতা সহ্য করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

এখনও ফলকের মনে আছে, অমনভাবে একজনকে মারার পরেও

www.monersathe.com

সারারাত গাড়ি চালিয়ে বাদামপাহাড়ে ফিরেছিল রবি। একবারও নার্ভ হারায়নি। বরং সারাটা পথ উত্তমকুমারের একটা ছবির গান গাইছিল গুনগুন করে।

রবির এই নির্লিপ্ততাকে ভয় করে ফলকের। নিজের নিষ্ঠুরতার উপর এমন নিয়ন্ত্রণ যার আছে, তাকে ভয় না-পাওয়াটাই আশ্চর্যের!

আমনের কাছ থেকে সরে গিয়ে ও মায়ের কাছে গিয়েছিল। প্রতিমাসে মায়ের হাতে হাজার পাঁচেক করে টাকা দেয় ও। ভেবেছিল তার থেকে মা যদি কিছু জমিয়ে থাকে!

বিপ্লব বসেছিল ঘরেই। ফলক ঢুকে দেখেছিল মা বকছে বিপ্লবকে। বলছে, "এত বড় ছেলে, এমন কুকুর-কুকুর করছিস কেন? কী হবে কুকুর নিয়ে? ওটার বাচ্চা হবে তো হোক। তোর কী? বুড়ো ধাড়ি ছেলে, কাজকম্মের নাম নেই। একটা টাকা আনতে পারিস যে টাকা চাইছিস? টাকা জীবন বাঁচায় বুঝেছিস? জীবন বাঁচায়। ওটা খোলামকুচি নয়!"

ফলক আর কিছু বলেনি। সত্যিই তো যা টাকা দেয় তার থেকে কি কিছু বাঁচানো সম্ভব?

ও নিজের জমানো টাকার হিসেব করেছিল। পঁয়তাল্লিশ হাজার। দূর, এতে হবে না! ভেড়িটা ফসকে যাবে! নুড়িকে নিয়ে ওর নিজের আলাদা জীবন শুরু করাটাও সম্ভব হবে না! শুধু 'না' আর 'না'! পৃথিবীর সমস্ত 'হ্যাঁ'-গুলো যে কাদের জন্য তোলা থাকে ভগবান জানে!

সেই তখন থেকেই মাথা আর বুকের ভিতরটা জ্বালা করছে। খালি মনে হচ্ছে এভাবেই সারাজীবন কাটাতে হবে!

"কী হল! তখন থেকে বলছি আমায় এক পাতা টিপ কিনতে হবে! দাঁড়াও না একটু!" পিছন থেকে নুড়ি ঝুঁকে কানের কাছে জোরে বলল কথাটা!

"অ্যাঁ?" একটু ঘাবড়ে গেল ফলক।

"টিপ কিনব। বাইক দাঁড় করাও," নুড়ির গলায় রাগ, "অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে কী হয়েছে তোমার?"

www.monersathe.com

কিছু হয়নি। অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে কিছুই হয়নি ফলকের। কী হবে? মাথায় চোট লেগেছিল বলেই কিছু হতে হবে! ওটা তেমন গুরুতর কিছু চোট নয়। সিন্ডারেলাটা আচমকা যে চলে আসবে বাইকের সামনে বুঝতে পারেনি। ওকে বাঁচাতে গিয়ে ব্রেক করেছিল। শিশিরে ভিজে ছিল রাস্তা তাই স্কিড করেছিল চাকা। ব্যস, ছিটকে পড়েছিল!

বিহানকে দেখে মরমে মরে গিয়েছিল ফলক। শেষ পর্যন্ত এই লোকটার সাহায্য নিতে হল? আগেকার কথা মনে পড়ছিল ওর। আর ততই কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

তবে ক্লিনিকে গিয়ে বিহানকে আর ভিতরে যেতে হয়নি। মানে রবির কথামতো ওর ছেলেপুলেরাই যেতে দেয়নি। বিহানও যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে চলে গিয়েছিল!

কী করে এমন বিক্রিয়াহীন থাকতে পারে বিহান? ভাল-খারাপ কিছুতেই কি কিছু এসে যায় না! বুঝতে পারে না ফলক। আজকাল অনেক কিছুই যেন ঠিক বুঝতে পারে না!

"কী হল? থামো!" এবার জোরে ধমক দিয়ে উঠল নুড়ি!

মনোহরের কাছে কাজ ছিল ফলকের। ফেরার পথে দেখেছিল আলোঝোরার বাস থেকে নামছে নুড়ি। খুব অবাক হয়েছিল ও। আলোঝারায় কী করতে গিয়েছিল নুড়ি? বাইকটাকে ওর সামনে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল ফলক।

নুড়ি বলেছিল, "মাকে মানি অর্ডার করার ছিল। এখানে পোস্ট অফিসটা আজ বন্ধ। তাই ওখানে গিয়েছিলাম।"

"আমায় বলতে পারতে। নিয়ে যেতাম।"

"তোমার পিয়নগিরি থেকে সময় হলে তো যাবে!" নুড়ি চোয়াল শক্ত করেছিল, "সেদিন জীমূত এসে বলেছিল ও নাকি দেড় লাখ টাকা দিয়ে বাইক কিনবে। আর তুমি? অ্যাক্সিডেন্টের বাইকটা সারিয়ে জোড়াতাপ্পি দিয়ে চলছে!"

www.monersathe.com

"ওই বাঙ্কোতটা আবার এসেছিল!" জ্বালাটা যেন নিমেষে বেড়ে গিয়েছিল ফলকের, "তোমায় বলেছি না ওকে..."

"চুপ, একদম চুপ!" নুড়ি চোখ বড়-বড় করে বলেছিল, "আমি তোমাকেই ভালবাসি। আর কাউকে নয়। তুমি কি জানতে পারো সব কথা? জীমূত যে বাইক কিনবে জানতে? জানতে না। ও আমায় বলে নানা কথা। আমাদের জেনে রাখা দরকার তোমার রবিদা কী করতে চলেছে! শুধু রাগ করতেই শিখেছে! ঘটে কিছু নেই নাকি তোমার?"

আর কথা বাড়ায়নি ফলক। নুড়ির সঙ্গে কথায় পেড়ে ওঠে না ও। বাড়িতে থাকলে নুড়ি একরকম আর বাইরে বেরলেই অন্য রূপ!

এক নয়, দু'পাতা টিপ কিনল নুড়ি। সঙ্গে ছ'টা ক্লিপ, চুলের গার্ডার আর বডি লোশন। আরও কিছু কিনে দিতে চেয়েছিল ফলক। রাজি হল না নুড়ি। বরং বলল, "টাকা কামড়ায় তোমাকে? এমন না হলে ভেড়িটার টাকা তো নিজেই দিতে পারতে! লজ্জা করে না তোমার?"

ভেড়ির কথাটা ছোট করে বলেছে ও নুড়িকে। বাসস্টপেই বলেছে। আসলে সব কথা নুড়িকে বলতে ইচ্ছে করে ওর।

নুড়ি হ্যান্ডব্যাগে সব জিনিস পুরে বলল, "একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খাব।"

"এই ঠান্ডায়?" অবাক লাগল ফলকের, "গলা বসে যাবে তো!"

"কোন ফাংশনে গান গাইতে যাব আমি?" নুড়ি বিরক্ত হল।

কোল্ড ড্রিঙ্ক কিনে পিছনে ফিরতেই বিপ্লবকে চোখে পড়ল ফলকের। একটা মিষ্টির বাক্স হাতে নিয়ে আসছে। অবাক হয়ে গেল ও! করছে কী ছেলেটা? আবার ভয়ও লাগল। নুড়ির সঙ্গে আলাপ নেই বিপ্লবের। কী বলতে কী বলে বসবে ভগবান জানে! আর বাড়িতে গিয়ে যদি ভুলভাল কিছু বলে! আজ দিনটাই খারাপ! শালা! মনে মনে একটা বড়সড় গালি দিল ফলক।

"আরে দাদা?" ওর সামনে এসে আলুক-ঝালুক দাড়িগোঁফের মধ্যে দিয়ে হাসল বিপ্লব, "এটা কে রে? এর সঙ্গে তুই প্রেম করছিস?"

www.monersathe.com

ফলক কী বলবে বুঝতে পারল না। থতমত খেয়ে তাকাল নুড়ির দিকে। দেখল কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল হাতেই রয়ে গেছে নুড়ির। মুখে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস!

বিপ্লব বলল, "আমিও একটা মেয়েকে ভালবাসতাম। কিন্তু নামটা... শুদ্ধবতী না দুগ্ধবতী এটা ঠিক করার আগেই..."

"আঃ বিপ্লব, চুপ কর।" ফলক ধমক দিল, "কী করছিস তুই এখানে? হাতে কী এটা?"

"এটা? মিষ্টি। লাড্ডু। সিন্ডারেলার বাচ্চা হয়েছে আজ!" বিপ্লব বড় করে হাসল এবার। তারপর বাক্সটা খুলে একটা লাড্ডু নিয়ে এগিয়ে গেল নুড়ির দিকে, বলল, "বউদি এটা খাও। সিন্ডারেলা চারটে বাচ্চা পেড়েছে।"

"মানে?" বিরক্ত হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল নুড়ি। তারপর ফলককে বলল, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? বাঁদর খেলা হচ্ছে নাকি?"

ফলক জানে নুড়ির মেজাজটা এমনিতেই আজকাল খারাপ হয়ে থাকে। সেই গোপার হাতে মার খাবার পর থেকেই মেয়েটা কেমন যেন খিটখিট হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তার জন্য নুড়িকে ও দোষ দেয় না। বরং নিজে যতটা পারে সামলে চলে নুড়ির সামনে। চেষ্টা করে যাতে ওর জন্য নুড়ি কোনও কষ্ট না পায়! কিন্তু আজ মনে হয় বিপ্লব একটা কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বে না!

ফলক বলল, "এই বিপ্লব বাড়ি যা। বাড়ি যা বলছি।"

বিপ্লব হেসে নুড়িকে বলল, "ও এত বড় লাড্ডু খেতে পারবে না তো? তাই খাবে না বলছে? আমি ছোট করে দিচ্ছি দাঁড়াও।"

বিপ্লব লাড্ডুটা অর্ধেক কামড়ে খেয়ে নুড়ির দিকে বাকি অর্ধেকটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এবার খাও। ছোট হয়ে গিয়েছে।"

"এই জানোয়ার," ফলক এগিয়ে গিয়ে বিপ্লবের হাতটা চেপে ধরল সজোরে তারপর রাগের গলায় বলল, "মারব তোকে এবার। বাড়ি যা বলছি।"

বিপ্লব গুটিয়ে গেল একটু। লাড্ডুটা বাক্সে পুরে দিয়ে বলল, "থাক তবে

www.monersathe.com

এটা ঝিলের জন্য। ওকেই দেব। এখন আমায় ব্রিগ্যাঞ্জাদের বাড়ি যেতে হবে। ওদের বিড়ালটা মারা গিয়েছে কালকে। কবর দিয়েছে ওটাকে ওরা। বুড়ি খুব কাঁদছিল। যাই ওদের মিষ্টি খাইয়ে আসি।"

ফলক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বিপ্লবটা যেন দিনকে দিন আরও বেশি করে অচেনা হয়ে যাচ্ছে! আগে এতটা পাগল ছিল না ও! মায়ের খুব চিন্তা ওকে নিয়ে। কী যে হবে ছেলেটার!

বিপ্লব বলল, "তবে একটা কথা। দাদা তুই প্রেম করছিস! ঝিল প্রেম করছে! রবিদা বিছানায় প্রেম করছে! সবাই প্রেম করছে। শালা আমি করছি না কেন রে? পাগলদের তো বাসে, ট্রেনে কনসেশন থাকে, প্রেমে থাকবে না কেন বল তো? দাঁড়া আগে বিপ্লবটা করি, তারপর তোদের সবার প্রেমের..."

কথাটা শেষ না করেই মিষ্টির বাক্সটা হাতে নিয়ে মাথা নাড়তে-নাড়তে চলে গেল বিপ্লব।

তবে অবাক লাগল ফলকের। ঝিল প্রেম করছে! কার সঙ্গে? বিপ্লব জানল কী করে? রবির ওকে নিয়ে যে প্ল্যান সেটার তবে কী হবে? আধবুড়ো দোজবরে যে মেয়েটাকে গছিয়ে দিয়ে নিজের পিঠ বাঁচাবে সেই কেসটার কী হবে?

নুড়িকে ওদের বাড়ি থেকে একটু দূরে বাইক থেকে নামাল ফলক। আর সামনে যাবে না। গোপা দেখলে চুকলি করে দেবে রবির কাছে।

নুড়ি বলল, "টাকাটা রবিদার কাছ থেকে চাইবে। মুখচোরা বলদ হয়ে থাকবে না! মনে রেখো জীমূতকে দেড় লাখ টাকা কিন্তু রবিদাই দিচ্ছে। বুঝেছ? রবিদার জন্য তুমি যা করো, আর কেউ করে না। নিজের কথাটা বলতে শেখো। সোজা গিয়ে বলো যে তোমার টাকা লাগবে।"

ফলক মাথা নামিয়ে নিল। নুড়ি সব সময় ওকে ধমকায়। মাঝে-মাঝে কষ্ট লাগে ফলকের। ও তো নুড়িকে ভালবাসে। কিন্তু নুড়ি এমন রুক্ষ হয় কেন?

www.monersathe.com

নুড়ি যেন বুঝতে পারল ওর মনের কথা। ও আচমকা এগিয়ে এল ফলকের দিকে। তারপর আলতো করে হাত দিল ওর গালে। বলল, "আমি কেন এমন করে বলি জানো? কারণ তোমায় ভালবাসি। আমার ইচ্ছে করে সব ছেড়ে তোমার সঙ্গে চলে যেতে। কিন্তু সেটা তো আর এমনি হবে না! তার জন্য টাকা দরকার। ওই জোরটা দরকার। বুঝেছ?"

ফলক তাকাল নুড়ির দিকে। মাথা নাড়ল অল্প করে। তারপর বাইকে উঠে পড়ল।

নুড়ি বলল, "আমি তোমার ওপর ভরসা করছি ফলক। এটা মনে রেখো।"

অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সঙ্গে আজ কথা বলছে রবি। ফলককে দেখেই হাত তুলে বলল, "আরে কোথায় ছিলিস? তোকে একটা কাজ দেব। খুব জরুরি।"

জরুরি? আবার সেই মিতুর কাছে পাঠাবে নাকি? সেদিন তো গালাগালি করে পাঠিয়েছিল। আর মিতু ঠান্ডা গলায় ফিরিয়ে দিয়েছিল ওই খাম। এটা যে হবে জানত ফলক। কিন্তু রবি যদি ওর কথা একটুও শোনে! ভাল লাগে না এসব কাজ। মিতু বিক্রি করবে না জমি আর রবিও ওটা নেবে! এই জেদের কোনও মানে হয়!

রবি এগিয়ে এল এবার। ফলকের কাঁধটা ধরে টেনে নিয়ে গেল এক পাশে। তারপর বলল, "শোন জরুরি কাজ আছে একটা।"

"আমারও একটা কথা আছে রবিদা," ফলক ঠোঁট চাটল, "মনোহর পাটিল বলেছে এবার দেড় লাখ ডলার হবে তোমার টোটাল কমিশন। সেটা..."

"ওঃ, ওটা তো আমারই টাকা। আমারই থাকবে। ওসব বাদ দে। তোকে একবার ওই বিহান মালটার কাছে যেতে হবে।"

"বিহানদা?" ফলকের পেটের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। ওর মনে পড়ে গেল বহু আগের একটা বিকেল। মনে পড়ে গেল বারান্দার নীচে

www.monersathe.com

দাঁড়িয়ে ওর বিহানকে ডাকা। আর মনে পড়ে গেল তারপরের সেই মার। বিহানের ঠাকুমা সেদিন না এসে পড়লে...

"কী রে আজকাল কী হয়েছে তোর?" রবি গলাটা কড়া করল, "শোন বিহানের কাছে গিয়ে ওকে বলবি মিতুকে যেন ও বোঝায়। বলবি...

"আমার আড়াই লাখ টাকা লাগবে রবিদা," ফলক আচমকা বলে উঠল।

"কী।" রবি থমকে গেল, "কী বললি? আ-ড়া-ই লা-খ? তোর?"

"হ্যাঁ দাদা। প্লিজ। খুব দরকার!" ফলক ভাবল হাতজোড় করে বলবে কি?

রবি চোখ ছোট করে দেখল ওকে। তারপর হেসে উঠল আচমকা। বলল, "এই কথা! ভাবিস না। আমি দেখছি। শোন যা বলছিলাম, বিহানকে গিয়ে বল মিতুকে বোঝাতে। এখনও মিতুর ট্যান আছে ওর দিকে।"

ফলক বলল, "বিহানদা? বলবে?"

রবির চোখটা ঠান্ডা হয়ে গেল আচমকা। মুখের হাসির রংটাও কেমন যেন পালটে গেল। বলল, "ওকে দিয়ে বলাবি। বলাতে হবে তোকে। আড়াই লাখ কি মুখ দেখে দেব নাকি? মালটা বোধ হয় হিরোগিরি দেখাতে মিতুকে আমার এগেনস্টে চুকলি করছে। তাই কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। তুই ওকে প্রথমে মিতুকে জমিটা বিক্রি করার জন্য বোঝাতে বলবি। আর তারপর যদি বিহান না শোনে, তুই তো জানিস কী করতে হবে। সেই বহু বছর আগের বিকেলের মতো ওকে আর একবার ডেকে নিয়ে আসবি কোনও মাঠে। তারপর... না আমি আর যাব না এবার। তোকেই যা করার করতে হবে। কী বলিস ফলক, পারবি না? ভেবে দ্যাখ। আড়াই লাখ কিন্তু!"

www.monersathe.com

॥ ১৪ ॥

ঘড়িটা দেখল রিজুল। দেরি হয়ে যাচ্ছে কি? যদি চলে আসে ঝিল? ওকে অপেক্ষা করাতে খুব খারাপ লাগবে রিজুলের। আসতেই তো চাইছিল না মেয়েটা। অনেক করে হাতে পায়ে ধরে রাজি করিয়েছে গতকাল নাইট ক্লাসের পর।

একটা মোবাইলও রাখে না মেয়েটা যে কথা বলবে! বললে বলে রবি বকবে। আরে বাবা মোবাইল নিলে বকবে কেন? রবির মাথা খারাপ নাকি? এখন তো সবাই মোবাইল ব্যবহার করে। লাক্সারি আর নেসেসিটির মধ্যে একটা পার্থক্য তো করবে মানুষ!

কিন্তু রবি নাকি অমনই!

রবি যে সাংঘাতিক সেটা জেনে গেছে রিজুল। তবে ও জানে এসবে একটু-আধটু রিস্ক থাকেই। আর সেটা পার করাও যায়। কিন্তু ঝিলই তো কেমন যেন হয়ে গিয়েছে! কথা বলতে চাইছে না মোটেই। গতকাল তো ক্লাসের শেষে প্রায় দৌড়ে চলে যাচ্ছিল। হাতে-পায়ে ধরে কোনও মতে আজ আলোঝোরায় দেখা করতে রাজি করিয়েছে!

রাঠিস্যারের কিছু ফিল্ম ডেভেলপ করানোর আছে। অফিসের পিয়ন লখনকে বলেছিলেন আলোঝোরায় নিয়ে যেতে। তখন রিজুল নিজেই এগিয়ে যায়।

রাঠিস্যার মুচকি হেসে বলেছিলেন, "তোমার কী হয়েছে, অ্যাঁ? আজকাল কাজে মন নেই? মেয়েটা কে?"

রিজুল হেসে ফেলেছিল। আসলে এসব নিয়ে রাঠিস্যারকে মিথ্যে বলতে ভাল লাগে না ওর। আর মিথ্যেটা বলবে কেন? অন্যায় তো করছে না কিছু!

www.monersathe.com

রিজুল বলেছিল, "ওর নাম ঝিল। ইংলিশ নিয়ে পড়ছে। ভাল মেয়ে। তবে ডিফিকাল্ট!"

"মেয়েরা ইজি হবে ভাবলে কী করে?" রাঠিস্যার হেসেছিলেন, "যাকে তারা পছন্দ করে তাদের কাছেই তো সবচেয়ে ডিফিকাল্ট হয় মেয়েরা! ঠিক আছে যাও। আর যে ক'দিন আছ এখানে, প্রেম করে নাও! ফেইনম্যান তো বলেইছিলেন, 'Physics is not the most important thing. Love is.'"

রিজুল পাশে দেখল। বিহান বেশ গম্ভীর হয়ে আছে। আসলে অবজারভেটরি থেকে বড় রাস্তায় এসে বাসের জন্য দাঁড়িয়েছিল রিজুল। ওকে দেখে বিহান তুলে নিয়েছে গাড়িতে। দু'জনেই যে আলোঝোরায় যাবে। বিহানের ফোনটা আবার নাকি একটু ঝামেলা করছে। তাই সারিয়ে আনতে আলোঝোরায় যাচ্ছে ও।

গাড়িটা বিহানের জেঠুর। এটা তো খুব একটা ব্যবহার করে না বিহান! কে জানে বাইক কেন নিয়ে আসেনি আজ!

রিজুল বলল, "কী দাদা, সব ঠিক আছে তো?"

"হুম!" ছোট করে বলল বিহান।

"সরি!" রিজুল গুটিয়ে নিল নিজেকে।

"কেন?" বিহান অবাক হল।

"আয়াম ইনট্রুডিং, রাইট?"

"না," এবার হাসল বিহান, "আমার এখানে থাকার সময় ফুরিয়ে আসছে। যে কাজে এসেছিলাম আর চার-পাঁচ দিনের মধ্যে মিটে যাবে।"

"চলে যেতে খারাপ লাগছে?" রিজুল জিজ্ঞেস করল।

"বুঝতে পারছি না, রিজুলভাই। কিছুই বুঝতে পারছি না। এ বাদামপাহাড় আর আগের মতো নেই! তাও আমার কেন এমন টান লাগছে কে জানে!"

"তুমি তো আর আসো না আমাদের ওখানে! ভিটো সেদিন বলছিল আমায়।"

www.monersathe.com

"আমি?" বিহান দীর্ঘশ্বাস গোপন করল।

"একটা কথা বলি?" রিজুল তুলোবীজ ধরার মতো আলতো করে জিজ্ঞেস করল কথাটা।

"হুঁ। বল। কী?"

"মিতুদি তোমায় কিছু বলেছে? সরি টু বি নোজি। বাট ইউ নো, কিউরিওসিটি আছে বলেই না আমি সায়েন্টিস্ট!" রিজুল হাসল।

"সরিটা বেশি বলে ফেলছ!" বিহান হাসল আবার, "হ্যাঁ। বলেছে। তাই...

"রাগ করে যাচ্ছ না?"

"আমি? মিতুর উপর রাগ? কোনও দিন করিনি রিজুল। বরং ও রেগে গেলে আমার ভয় লাগে। বলতে পারো ভয়ে যাচ্ছি না।"

"কীসের ভয় তোমার?"

"ওই মেয়েটাকে তোমার ভয় লাগে না? ও কষ্ট পাবে কোনও ঘটনায়, ওর কিছুতে মনখারাপ হবে, সেটা ভেবে ভয় লাগে না তোমার? আমিও তেমন ভয় পাই। তার উপর একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ওর সঙ্গে। ও কষ্ট পেয়েছে।"

"তো কথা বলে মিটিয়ে নাও!" রিজুল অবাক হল, "এটা তো সোজা।"

"তোমার কী মনে হয় রিজুল, আমার আর মিতুর সম্পর্ক সোজা?"

রিজুল চুপ করে গেল। ও জানে একটা কিছু গন্ডগোল আছে। দেখেছে বিহানের সামনে থাকলে চুপচাপ মিতু কেমন যেন হয়ে যায়। বিহানকে কথার খোঁচা দেয়। রাগ দেখায়। আবার না থাকলেও এটা ওটার মাধ্যমে বিহানের কথা তোলে।

এই পরশুদিনই তো রাতে পড়িয়ে ফেরার সময় মিতুর সঙ্গে রিজুলের দেখা হয়েছিল গেটের কাছে। মিতু বলেছিল, "এত রাতে? তোমার সেই লোকটির সঙ্গে আড্ডা মেরে ফিরছ নাকি?"

"মানে?" অবাক হয়েছিল রিজুল, "না। পড়ানো ছিল।"

www.monersathe.com

"অ!" মিতু কেমন যেন দমে গিয়েছিল, "ভাবলাম হয়তো আড্ডা মারছ। আসলে আজকাল তো তিনি দাতাকর্ণ হয়েছেন! তোমায় সেদিন ওর ওই সিরাজদৌল্লার আমলের বাইকটা দিয়ে গিয়েছিল না?"

রিজুল বলেছিল, "হ্যাঁ। কিন্তু ক'দিন আসছে না বিহানদা এদিকে। কেন কে জানে!"

মিতু ঘরের দিকে যেতে-যেতে বলেছিল, "এখন তার বিদেশি, ব্লন্ড বান্ধবী আছে। কোথাও যাওয়ার সময় কই তার?"

রিজুল জিজ্ঞেস করল, "বিহানদা, তোমার কি বিদেশি বান্ধবী আছে?"

"আছে তো! লন্ডনে আছে কয়েকজন!"

"ওরে বাবা! তুমি ওখানে থাকো? জানতাম না তো!"

"এটা জানার কী আছে? পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও তো থাকবে মানুষ! তা হঠাৎ বিদেশি বান্ধবীর কথা কেন?"

"না এমনি!" রিজুল কথা বাড়াল না।

বিহান মাথা নাড়ল, "বুঝেছি! সত্যি!"

রিজুল কথা ঘোরাতে বলল, "আর দু' সপ্তাহ ম্যাক্সিমাম এখানে থাকব আমি। তারপর চলে যেতে হবে আমায়। তামিলনাড়ুর নীলগিরি ডিস্ট্রিক্টে বদলি হচ্ছে আমার। রাঠিস্যারও যাবেন ওখানে। নাম সিঙ্গারা!"

"সে কী! অত দূর! তবে এখানের এই লাভ স্টোরিটার কী হবে?"

"আমি একটা প্ল্যান করেছি! দেখা যাক হোয়েদার ইট ওয়ার্কস অর নট!"

আলোঝোরায় টুরিস্টদের বেশ ভিড়। ঠান্ডা উপভোগ করতে মানুষ এখন শীতেও পাহাড়ে আসে। তাই আলোঝোরায় ঢোকার মুখটায় একটু সময় লাগল রিজুলদের। এমনিতেই একটা বসতি আর খাবারের দোকান আছে। তারওপর ছোট, বড় নানারকম গাড়িতে জায়গাটার গিঁট লেগে আছে একদম! বেশ কয়েকবার হর্ন দিয়ে থেমে-থেমে গাড়িটাকে ওই গিঁটটা পার করাল বিহান। তারপর বড় মলটার সামনে এসে দাঁড় করাল গাড়ি!

www.monersathe.com

রিজুল নামল গাড়ি থেকে। বলল, "থ্যাঙ্কস দাদা। আমি তবে আসি?"

বিহান এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "হ্যাঁ। এসো।"

রিজুল যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। তারপর বলল, "সেদিন মোহনকাকু বলছিলেন, তুমি তো আগে এখানেই থাকতে! রবি সামন্ত কেমন লোক বলো তো? মানে আগেও জানতে চেয়েছি। কিন্তু আজ একটু ডিটেলে বলবে?"

এবার ওর দিকে তাকাল বিহান, "রবি?" যেন অবাক হল। তারপর বলল, "হ্যাঁ, আগেও জিজ্ঞেস করেছিলে তো! শোনো, ওর সঙ্গে যোগাযোগ না রাখাই ভাল।"

"ঝিল মানে... ও রবি সামন্তর কাজিন। তাই..." ব্যাপারটা কীভাবে বলবে ঠিক বুঝতে পারল না রিজুল।

"রবি জানে তোমাদের ব্যাপারটা?"

"আরে আমিই জানি না আমাদের ব্যাপার!" রিজুল মাথা নাড়ল, "এক দিন মনে হল সব ঠিক আছে। ওমা তার কয়েক দিন পরেই দেখি আর আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না! কী গুগলি মতো কেস!"

বিহান বলল, "শি মাস্ট বি স্কেয়ারড। দেখো, থিংস ক্যান টার্ন আগলি। তাই বুঝে এগিয়ো। যদি সাহস থাকে ঝামেলা সামলাবার তবে যেয়ো।"

"ঝামেলা? কেন?"

বিহান হাসল বিষণ্ণভাবে। তারপর বলল, "ছোটদের গল্পে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ক্যারেক্টার থাকে। ছোটবেলায় আমরা সবাই তো তা পড়েওছি। যে খারাপ তার সবটা খারাপ। যে ভাল তার সবটা ভাল। কিন্তু উইথ টাইম আমরা দেখি যে দুটো রং মিশে যাচ্ছে। আর তারপর ওয়েলকাম টু দ্য গ্রে-স। কিন্তু রবির ব্যাপারটা তা নয়। যেখানে ওর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে সেখানে ও সেই ছোটবেলার ব্ল্যাক ক্যারেক্টার। বুঝেছ? আমি জানি। আমি ওই কালো রংয়ের লোকটাকে কনফ্রন্ট করেছি বলেই জানি!"

www.monersathe.com

মলের ভিতরে বিহানের চলে যাওয়াটা দেখল রিজুল। রবির ওই কালো দিকটা দেখেছে মানে? কী বলেও বলল না বিহান!

আজ বেশ ঠান্ডা পড়েছে। মোটা জ্যাকেটের ভিতর দিয়েও ঠান্ডাটা বুঝতে পারছে রিজুল। ও আকাশের দিকে তাকাল। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। রোদটা আর তেমন কিছু জোরদার নেই। বরং একটা মরচে রংয়ের আলো যেন নেমে আসছে মাটিতে। এখনও ঝিল এল না কেন? আসবে না নাকি?

মলের পাশেই একটা বড় স্টুডিয়ো আছে। রিজুল এগোল ওই দিকে। রাঠিস্যারের ছবিগুলো প্রিন্ট করতে দিয়ে দেবে।

কাজ সেরে বেরিয়ে আবার মলের সামনে এসে দাঁড়াল ও। এখনও ঝিলের পাত্তা নেই! ব্যাপারটা কী! ভাবল, যাবে নাকি একবার ওই স্টাডি সেন্টারটার সামনে। এখান থেকে মিনিট পনেরোর হাঁটা পথ! যাবে?

"কী রে, এখানে চাকরি নিয়েছিস?" পিছন থেকে খইয়ের গলা শুনে ঘাবড়ে গেল রিজুল।

"তুই?" রিজুল দেখল খই হাতে ব্যাগভর্তি জিনিস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"হ্যাঁ, আমি। বাড়িতে কেক তৈরি করবে মা। জিনিস নিতে এসেছি। তা তুই এত ভাল চাকরিটা ছেড়ে এখানে দারোয়ানের কাজ নিলি? সত্যি পেরেম কত্ত কী যে খেল দেখায়!"

"মানে? কী বলছিস বল তো?" রিজুল ভুরু কুঁচকে তাকাল। সব সময় খইয়ের এসব কথা ভাল লাগে না। একেই টেনশন হচ্ছে!

"এই যে এই ভরবিকেলে তারা গোনা ছেড়ে এখানে পাহারা দিচ্ছিস!" খই হাসল, "নায়িকা আসবে নাকি?"

রিজুল উত্তর না দিয়ে খইয়ের ব্যাগের ভিতর থেকে মাথা উঁচু করে থাকা কাগজে জড়ানো একটা বোতল ধরে টান দিল। তারপর কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলে বলল, "তুইও কি বাজার সরকারের কাজ নিয়েছিস?"

"ওই! ওটা ওয়াইন। ফালতু বের করলি কেন? পড়ে গেলে কেস হবে। অনেক দাম।"

www.monersathe.com

রিজুল পাত্তা দিল না। কর্কের ওপরের র‍্যাপারটা খুলে ফেলল। বলল, "মাল কিনেছিস?"

"শালা, কেক-এ লাগবে রে! পেগলে গেলি নাকি? কী করছিস কী?" খই বুঝতে পারল না কী করবে।

রিজুল বলল, "ওটা আমি খাব এখন। দেখি কী করিস তুই!"

"এই শালা, ক-কী করছিস? ফালতু বাওয়াল করছিস কেন? এমন তো করিস না কখনও!"

খইকে বেকায়দায় দেখে মনে মনে হাসি পেল রিজুলের। সব সময় ওর পিছনে লাগা বের করছে। ও বোতলের কর্কটা ধরে টানাটানি করার তাল করে বলল, "আমি শালা যখন পেরেম করছি তখন দুঃখ পেয়ে ক্লাসিক ক্যারাক্টারাইজেশনকে মাথায় রেখে মালও খাব। খেয়ে পুরো আউট হয়ে ঝিলের সামনে..."

কথাটা শেষ করতে পার না রিজুল। দেখল একটু দূরে একটা ছোট চায়ের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ঝিল। আর ওর চোখে চোখ পড়ামাত্র ঝিল পিছন ফিরে হাঁটা লাগাল।

কেলেঙ্কারির একশেষ! রিজুল দ্রুত বোতলটা খই-এর হাতে দিয়ে দৌড় লাগাল ঝিলের দিকে। যেতে-যেতে শুনল খই বলছে, "এবার শালা তোকে সত্যি ক্লাসিক ক্যারাক্টারাইজেশনকে নকল করতে হবে!"

একটু দূরে বড় পার্কটার সামনে ঝিলকে ধরতে পারল রিজুল।

ও বলল, "আরে চলে যাচ্ছ কেন? আমি তোমার জন্য কখন থেকে ওয়েট করছি!"

ঝিল বলল, "দেখতেই পেলাম। মদের বোতল হাতে রাস্তায় যা করছিলে!"

"আরে ওটা ওয়াইন! লিকার নয়। ওয়াইন ইজ সামথিং ডিভাইন। জানো তো এক গ্লাস ওয়াইন ইজ ইকোয়্যাল টু দ্য হোল ইউনিভার্স!"

"চুপ করো!" ঝিল শক্ত গলায় বলল, "আমি মাতাল খুব অপছন্দ করি। খুব। আর মদ দেখলে..."

www.monersathe.com

আচমকা চোখে জল এসে গেল ঝিলের। রিজুল বুঝতে পারল না কী হল। ও কী করবে বুঝতে না পেরে হাত দিয়ে মোছাতে গেল চোখটা। কিন্তু ঝিল ছিটকে সরে গেল পিছনে।

"কী করছ কী? সবার সামনে গায়ে হাত দিচ্ছ কেন?"

রিজুল কী বলবে বুঝতে পারল না। ঝিলের হয়েছেটা কী? ও জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী হয়েছে? এমন অদ্ভুত আচরণ করছ কেন?"

ঝিল হাতের রুমালটা দিয়ে চেপে-চেপে মুছল চোখটা। তারপর বলল, "আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারব না।"

"কেন?" রিজুলের মনে হল আচমকা ওর পায়ের তলায় মাটি নরম হয়ে গিয়েছে।

"কিছু কারণ আছে," ঝিল মাটির দিকে তাকাল।

"সিনে অন্য কোনও ছেলে আছে কি? মানে তোমার অন্য কাউকে পছন্দ?"

ঝিল চট করে তাকাল রিজুলের দিকে, "তাই কি বললাম?"

"তবে? তুমি কি, ইয়ে, লেসবিয়ান?"

"মানে?" ঝিল ছিটকে উঠল।

"মানে যে মেয়েরা মেয়েদেরই পছন্দ করে। মানে..."

"ওঃ আমি জানি সেটা!" অধৈর্য হল ঝিল, "আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারব না। ব্যস। আর আমার কাছে এসো না।"

রিজুল চোখ বন্ধ করল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছে! ওঃ, এই সব প্রেম-ফেম খুব চাপের। আগেই ভাল ছিল। সবার সঙ্গে ঘুরত কিন্তু প্রেমে পড়তে না! এ যে কী বিপদ ডেকে এনেছে নিজের! এখন কী যে করবে!

ও মনটাকে শক্ত করল। ডিপ ব্রিদ করল কয়েকবার। তারপর চোখ খুলে কেটে-কেটে বলল, "আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে?"

"কী?" ঝিল যেন ঠিক বুঝতে পারল না।

"পালাবে আমার সঙ্গে? ইলোপ করবে? আরে এইটিন্থ সেঞ্চুরির শেষ থেকে নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির প্রথম অবধি ইংল্যান্ডে কিন্তু ইলোপমেন্ট একটা

www.monersathe.com

হ'পর ছিল। সতেরশো তিপান্ন সালের ম্যারেজ অ্যাক্টের জন্য বিয়েতে কিছু রেস্ট্রিকশন এসেছিল। তাই সেটা এড়াতে ছেলে-মেয়েরা স্কটল্যান্ডের গ্রেটনা গ্রিনে পালিয়ে যেত। সেখানে নিজেদের মতো বিয়ে করতে পারত ওরা। লেটস মেক কলকাতা আওয়ার গ্রেটনা গ্রিন!"

"তুমি পাগল?" ঝিল অবাক হল।

"শোনো আর দু'সপ্তাহ পরে আমি এখান থেকে চলেই যাব। বদলি হয়ে যাব আর কী। তা এখনই ছুটি নিয়ে নিচ্ছি রাঠিস্যারকে বলে। ব্যস, দু'জনে কলকাতা চলে যাব। সেখানে আমাদের বাড়িতে থাকবে। পড়াশোনা শেষ করবে। তারপর চাকরি করবে।"

"তোমাদের বাড়িতে? কী হিসেবে?"

"আমার বউ হিসেবে। আবার কি সবটা কি খুলে বলতে হবে নাকি? এই হল লিটরেচারের লোকদের প্রবলেম! সব সময় ভাব সম্প্রসারণ দরকার! তা'ও আবার ক্রিটিক টাইপ হলে তো কথাই নেই! নিজেদের মাথার ঘিলু না খাটিয়ে সব গোবর করে ফেলেছে!"

ঝিল কী বলবে বুঝতে পারল না।

রিজুল বলল, "আমার সঙ্গে যাবে ঝিল? আমি তোমায় ভালবাসি। কোনও অসুবিধে হবে না। পরে তোমার মাকে জানালেই হবে। যাবে? আমার সঙ্গে গেলে..."

"কোনও দিন আমার সঙ্গে আর দেখা করবে না। কোনও দিনও না। বুঝেছ? নিজের ভাল চাইলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে না," ঝিল রিজুলকে কথা শেষ করতে দিল না। বরং এমন গলায় শেষের কথাগুলো বলল যে রিজুল কী করবে বুঝতে পারল না!

ও দেখল হনহন করে সামনের বাসস্টপে দাঁড়ানো বাসটায় গিয়ে উঠে পড়ল ঝিল।

কী এমন বলল রিজুল! কী হয়েছে ঝিলের? পরিষ্কার করে বলছে না কেন কিছু? আর নিজের ভাল চাইলে মানে? কী মানে এসবের!

রিজুলের ক্লান্ত লাগল। কষ্ট হচ্ছে খুব। সঙ্গে বিরক্তও লাগছে। ভালবাসে

www.monersathe.com

বলে এসব সহ্য করতে হবে নাকি? ওকে ভালবেসে কি উদ্ধার করবে ঝিল? যে নিজে থেকে ভালবাসার কথা বলে তার একটা দায় থেকে যায় জানে রিজুল। জানে তার অবস্থানটাও নড়বড়ে থাকে। তা বলে সেটাকে নিয়ে যদি কেউ এমন খেলা করে তবে তো মুশকিল!

পায়ের কাছে পড়ে থাকা ছোট্ট একটা পাথরের টুকরোকে লাথি মেরে পিছন দিকে ঘুরল রিজুল। দেখল দু'হাত দূরে একজন এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকটাকে দেখে কেমন যেন চেনা মনে হল রিজুলের। বাদামপাহাড়ে কি দেখেছে লোকটাকে?

রিজুল পাশ কাটিয়ে চলে যাবে বলে পা বাড়াল। কিন্তু লোকটা হাত বাড়িয়ে পথ আটকাল ওর। বলল, "এক মিনিট। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।"

লোকটার কথার মধ্যে একটা চোয়াড়ে ভাব আছে। কেমন যেন ধমক দিচ্ছে ধরনের। রিজুল চোয়াল শক্ত করল। মাথা খারাপ হয়ে আছে। ভুলভাল কথা বললে আজ ঝামেলা হয়ে যাবে।

ও বলল, "আমার সময় নেই। কাজ আছে।"

"সময় করতে হবে। নিজের ভাল চাইলে সময়টা করতে হবে," লোকটা স্থির চোখে তাকাল রিজুলের দিকে।

রিজুলও পাল্টা তাকাল, "কে মশাই আপনি?"

লোকটা সময় নিল একটু। তারপর ধীরে-ধীরে বলল, "রবি সামন্তর লোক আমি, বুঝেছ? দরকারি কথা আছে তোমার সঙ্গে। ন্যাকামো করতে আসিনি এখানে। আমার নাম ফলক।"

www.monersathe.com

॥ ১৫ ॥

মোবাইলটা হাতে ধরে চুপ করে বসে রইল ঝিল। মাথা কাজ করছে না। কী বলল মা এতক্ষণ? এত সব হয়ে গেছে সেটা জানে না তো! কী করবে এখন ও? কী করা উচিত?

পিসির ঘরটা বেশ বড়। রোদ হাওয়া যাতায়াত করে সুন্দর ভাবে। ঝাঁকিয়ে শীত পড়লেও আজ হলুদ গাঁদার মতো রোদও উঠেছে! সকালে উঠে আলট্রামেরিন আকাশ দেখে মনটা একটু ভাল হয়েছিল। মনে হয়েছিল এখনও হয়তো সব আশা শেষ হয়ে যায়নি। মা তো রয়েছে। যতই দূরে থাকুক, মায়ের মনের থেকে তো আর দূরে নেই ও! মাকে বললেই মা ঠিক রবির সঙ্গে কথা বলবে। ওকে বর্ধমানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। নিজের সন্তানের ওপর মায়ের চেয়ে তো কারও বেশি অধিকার নেই! যতই মা রবির কথায় হ্যাঁ বলুক, ঝিলের দিকটা নিশ্চয়ই বুঝবে।

তাই ব্রেকফাস্ট না করেই পিসির ঘরে এসেছিল ঝিল। বলেছিল মাকে একটা ফোন করবে।

পিসির সকালটা খুব ব্যস্ততায় কাটে। বাড়ির সব কিছু পিসিকেই তো দেখতে হয়। ফলক-বিপ্লবের মা নীচে থাকে। কিন্তু পিসি বেশি পাত্তা দেয় না ভদ্রমহিলাকে। কোনও কাজে হাত লাগাতে দেয় না। এ বাড়ির বউ হলেও কেমন যেন অতিথির মতো করে রেখে দেয়।

ঝিল এই জিনিসটা বোঝে না। রবি ফলকদের সংসারটা চালায় বটে। কিন্তু কিছুতেই যেন সংসারের অধিকার দেয় না। একটা অদৃশ্য গণ্ডির বাইরে রাখা হয় ওদের।

ফলকের মা'কেও সব সময় মাথা নিচু করে, ভয়ে ভয়ে থাকতে দেখে

www.monersathe.com

ঝিল। দ্বিতীয় পক্ষ হলেও এ বাড়ির বউ তো! তাও এমন কেন কে জানে!

পিসি সকালে স্নান করে প্রথমে পুজো করে। তারপর বাগান পরিচর্যার তদারকি করে কিছুক্ষণ। সেটা হয়ে গেলে বাড়ির ভেতরের পুকুর থেকে মাছ কী ধরা হল দেখে রান্নার দিকে যায়।

তাই ঝিল ফোন করবে শুনে নিজের মোবাইলটা দিয়ে বলেছিল, "কথা হলে টেবিলে রেখে দিস। আমায় আর ডাকাডাকি করিস না।"

আজ রবিবার। মায়ের দোকান বন্ধ। তাই মায়ের বাড়িতেই থাকার কথা। ঝিল ভেবেছিল যাক, ধীরে সুস্থে কথা বলা যাবে। মাকে বুঝিয়ে বলবে ওর কী সর্বনাশটা হতে চলেছে!

বেশ কয়েক বার রিং হওয়ার পরে ফোনটা ধরেছিল মা। অন্য দিন শান্ত ভাবে কথা বললেও আজ ঝিলের কী হয়েছিল কে জানে। মায়ের গলা পেয়েই বুকের ভেতরটা কেমন যেন হাওয়া-লাগা পালের মতো ফুলে উঠেছিল! কষ্ট আর অভিমানে যেন ভারি হয়ে উঠেছিল বুকটা! কোনও কথা না বলে আচমকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল ঝিল!

মা বলেছিল, "কী হয়েছে তোর? কাঁদছিস কেন?"

কী হয়েছে? মা তো জানে কী হয়েছে! রবি তো বলেছে। তাও জিজ্ঞেস করছে কেন? ছোটবেলায় তো কিছু বলতে হত না মাকে। তখন তো সব না বললেও মা স্পষ্ট বুঝে যেত! বুকের কাছে জড়িয়ে বুঝিয়ে বলত কেন কাঁদতে নেই। আর চন্দন কাঠের সুবাসের মতো একটা বুদ্বুদের ভেতরে বসে মায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকত ঝিল।

আজ মায়ের গলাটা শুনে কে জানে আবার সেই গন্ধের স্মৃতি ফিরে এসেছিল ওর!

ঝিল কোনও উত্তর দিচ্ছে না দেখে মা আবার বলেছিল, "আঃ, কী হয়েছে বলবি তো!"

"মা রবিদা," ঝিল যেন কিছুতেই নিজেকে গুছিয়ে তুলতে পারছিল না, তাও যতটা সম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, "একটা বুড়োর সঙ্গে আমার..."

www.monersathe.com

"ও" মা কেমন যেন ক্লান্ত গলায় বলেছিল, "জানি। রবি বলেছে।"

"মা তুমি...আমায় তুমি..." ঝিল ছোট হয়ে মনে মনে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল মাকে।

মা বলেছিল, "এতে কান্নাকাটি করার কী আছে? সব মেয়েকেই তো বিয়ে করতে হয়। তুইও করবি!"

"কী বলছ মা? প্রায় পঞ্চাশ বছরের লোক একটা! বউকে ডিভোর্স করে..."

"তাতে কী?" মায়ের গলার ভেতর একটা অচেনা মহিলা ঢুকে পড়েছিল, "এমন করছিস কেন? রবি সব বলেছে আমায়। তোকে তো জলে ফেলা হচ্ছে না!"

"মা" ঝিলের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল আচমকা, "তুমি কী বলছ? জানো না রবিদা কেমন লোক? তার পরিচিত মানুষটা কেমন হবে বুঝতে পারছ না?"

"না পারছি না," মা রেগে গিয়েছিল আচমকা, "এত ন্যাকামো করছিস কেন? লোকটার কত টাকা আছে জানিস? ছোট প্লেন আছে একটা। আর, যদি তুই বিয়ে না করিস... তবে... তবে...

"তবে কী মা?"

"ও আমায় পথে এনে বসাবে। টেলারিং শপটা বাঁচাতে ওর থেকে দু'লাখ টাকা নিয়েছি আমি। ও বলেছে এটা আর ফেরত দিতে হবে না। তুই যদি বিয়ে না করিস তাহলে দ্বিগুণ টাকা ফেরত দিতে হবে আমায়! ব্যাপারটা বোঝ ঝিল। এটা কান্নাকাটি করার সময় নয়! তোর ভাইটার অবস্থা জানিস না?"

"মা তুমি...আমায় তুমি... তা বলে..." ঝিলের হাত থেকে ফোনটা আলগা হয়ে আসছিল।

মা বলেছিল, "শোন, বড় হয়েছিস। তোরও আমার প্রতি দায়িত্ব আছে। তোর ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব আছে। বাপের মতো করবি না একদম। মোদো মাতাল একটা লোক। বেঁচে থেকে জ্বালিয়েছে আর মরার আগে চিকিৎসায়

www.monersathe.com

সব টাকা খেয়ে আমায় পথে বসিয়েছে। বলে দিলাম তোকে, একদম এসব করবি না। চুপচাপ বিয়ে করবি। লোকটা তোকে কবে থেকে পছন্দ করে রেখেছে। তবে? কম ভালবাসবে ভেবেছিস?"

"আমায় বিক্রি করে দিলে মা?" ঝিলের গলা দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এসেছিল কথাগুলো।

"জুতো মারব তোকে হারামজাদি! এত বড় আস্পদ্দা!" মা ফেটে পড়েছিল রাগে, "পড়াশুনো শিখে অসভ্যতা শিখেছিস! এসব নাটুকে বুলি কে শেখাচ্ছে তোকে?"

হাতের মুঠোয় ধরা ফোনটাকে দেখল ঝিল। সত্যি কি মায়ের সঙ্গে কথা বলল এতক্ষণ? এখন কী করবে ঝিল? কোথায় যাবে? এই বিয়ে করার চেয়ে তো মরে যাওয়া ভাল। পালিয়ে যাবে কি? কিন্তু যাবে কোথায়? কার কাছে যাবে? মাথার ভিতরটা পাগলের মতো করছে ওর।

ফোনটা রেখে ঘর থেকে বেরল ঝিল। এই বাড়িটাকে জেলখানার মতো লাগছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন গলায় শিকল পরিয়ে বেঁধে রেখেছে খুঁটির সঙ্গে। কী করে এটা ছিঁড়ে বেরবে ও?

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরের উঠোনে থমকে দাঁড়াল একটু। দূরে বসে রয়েছে রবি। জীমূতটাও রয়েছে সঙ্গে। আজকাল ফলকের চেয়ে জীমূতকেই বেশি সঙ্গে নিয়ে ঘোরে রবি। এটা লক্ষ করেছে ঝিল।

ঝিল মুখটা ঘুরিয়ে মেন গেটের দিকে এগোল। আজ কিচ্ছু ভাল লাগছে না! এত অসহায় লাগছে নিজেকে! এ দেশে মেয়েদের মুক্তি আর হল না! সেই বীরসিংহের মানুষটির সমস্ত চেষ্টাই যেন জলে গেছে! আজও মেয়েরা পণ্যবস্তু! সম্পত্তি! শক্তির চিহ্ন রাখবার দেওয়ালমাত্র!

রবির যে ওই লোকটার সঙ্গে কিছু লেনদেনের ব্যাপার আছে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে ঝিল। বুঝতে পারছে ওকে একরকম বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। ফ্লেশ ট্রেডিং চলছে ভদ্র মুখোশের আড়ালে!

এ নিয়ে কিছু কিছু লেখা পড়েছে ঝিল। পড়েছে কী করে মেয়েদের

www.monersathe.com

পাচার করা হয় বিদেশে। কিন্তু ওকেও যে সেটার সম্মুখীন হতে হবে ভাবতে পারেনি কোনও দিন!

বড় রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে লাগল ঝিল। রাস্তাটা বেঁকে গেছে সামনে। সকাল হলেও কুয়াশায় আবছা হয়ে আছে দৃশ্যপট। আর সেই কুয়াশা ভেদ করেই আচমকা বিপ্লবকে বেরিয়ে আসতে দেখল ও।

অন্য দিন বিপ্লবের সঙ্গে টুকটাক কথা বলে ঝিল। কিন্তু আজ কিছু ভাল লাগছে না। সামান্য কথা বলতে গেলেও মনে হচ্ছে কেউ বোধহয় মুখের মেঝের সঙ্গে জিভটা পেরেক দিয়ে পুঁতে দিয়েছে। আর সত্যি বলতে কী এখন ওর পরিচিত কাউকে ভাল লাগছে না! মনে হচ্ছে একা থাকে। এই ঘন কুয়াশার ভেতর লুকিয়ে থাকে কোথাও।

"সিন্ডারেলার চারটে বাচ্চা হয়েছে, জানো?" বিপ্লব পাশ কাটিয়ে চলে না গিয়ে দাঁড়াল আচমকা।

ঝিল কী বলবে বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল।

"সিন্ডারেলা মা হয়েছে, মা!" বিপ্লব হাসল, "বাচ্চাগুলোকে আগলে রাখে বুক দিয়ে। দেখবে? এসো..." ও ঝিলের হাত ধরে টানল।

ঝিল সরিয়ে নিল হাতটা। তারপর মাথা নামিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগল। মা? বুক দিয়ে আগলায়? চোখে জল এসে গেল ওর। সামনের সব আবছা হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে! ও দ্রুত নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চাইল কুয়াশার ভিতর।

শুনল পিছন থেকে বিপ্লব চিৎকার করছে, "কুয়াশা কান্না ঢাকে না! ঢাকতে পারে না! নতুন বাচ্চারা দীর্ঘজীবী হোক। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। পরজীবী হোক! দেহোপজীবী হোক। বিপ্লব পাঁচশো জিবি হোক! সব শালার পিছনে ইউএসবি দিয়ে কানেক্ট করিয়ে দেব!"

কোথায় যাবে ঝিল? কোথায় যাবে? কুয়াশায় জড়িয়ে আছে বাদামপাহাড়। বড়-বড় গাছেদের মাথা, ফুটো মোজার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে থাকা আঙুলের মতো, উঁকি মারছে কুয়াশা ছিঁড়ে। ও হাঁটতে লাগল। কোন পথে যাচ্ছে খুব একটা দেখছে না। ও শুধু হাঁটছে। দু'-একজন মানুষ যাচ্ছে পাশ দিয়ে। ঘণ্টি

www.monersathe.com

বাজিয়ে টুকটাক বেরিয়ে যাচ্ছে সাইকেল। বাচ্চারা কান-ঢাকা পশমের টুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু-নিচু বাড়িগুলোর লাল-নীল দরজায়! সবই আছে। কিন্তু আসলে যেন কিছুই নেই! বর্ধমানের বাড়িতে ভাই কী করছে এখন? মা কী করছে? ওকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে কি নিজে দাঁড়িয়ে আছে সেই সাগরের পাড়ে? দেখছে কি সমুদ্র ফেরত দেয় কি না মেয়েকে? রাগ আর কষ্টের মধ্যেও অসহায় মায়ের মুখটা যেন দেখতে পেল ঝিল। যেন চোরা সংকেতে কেউ ওকে বলার চেষ্টা করল, আসলে মা তো নিজের উপরই রাগ করছে!

"আরে তুমি! কী করছ এখানে?"

গলাটা শুনে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝিল। চারদিকে তাকাল। এটা কোথায় এল ও? ঘুরতে ঘুরতে কোন পথে চলে এল? কুয়াশায় সব কিছু ট্রেসিংপেপারের ওপাশের সিনারির মতো লাগছে। ঠিক বুঝতে পারছে না তো! ও সামনে তাকাল। দেখল খই তাকিয়ে আছে ওর দিকে!

খই বলল, "আরে এমন আলুকঝালুক লাগছে কেন তোমায়? কী হয়েছে? চোখে জল কেন? দ্যাখো কাকু, ও কাঁদছে!"

খইয়ের পাশের বৃদ্ধ মানুষটিকে এবার দেখল ঝিল। মাথায় মাংকি ক্যাপ পড়া থাকলেও নরম মুখটা বোঝা যাচ্ছে বেশ।

খই আবার বলল, "এসো আমাদের সঙ্গে। ইনি মোহনকাকু। এখানেই থাকেন। এসো। ভিতরে সাশাও আছে আজ।"

ঝিল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মোহন এগিয়ে এল এবার। বলল, "কাঁদছ কেন মা? এসো আমার সঙ্গে। এটা আমাদের বাড়ি। এসো।"

ঝিলের গলার কাছে বাজে কাগজের গোল্লার মতো কে যেন আজ কান্নাগুলো গুঁজে দিচ্ছে বারবার!

মোহন হাসল, "কান্না খুব ছোঁয়াচে। আমিও এবার কেঁদে ফেলব। তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবে না। কেমন? তার চেয়ে এসো।"

ঝিল নিজেই অবাক হয়ে গেল দেখে যে মোহনের পিছন-পিছন সামনের

www.monersathe.com

লম্বা সজনে গাছটা পেরিয়ে বড় গেটটা দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল ও। এখানে কেন এল? এরা কে হয় ওর? কীসের জন্য এল ও?

বাড়ির ভিতরে সুন্দর করে সাজানো বাগান। তাতে বড় টেবিল পেতে রাখা হয়েছে। কয়েকজন বসেও আছে টেবল ঘিরে। ঝিল আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর দিকে পিছন করে বসে থাকা তিনজনের মধ্যে হাত নাড়িয়ে যে ছেলেটা কথা বলছে ওকে তো চেনে ঝিল। এখানে কী করছে রিজুল। ঝিল তো ওকে চলে যেতে বলেছিল ওর জীবন থেকে।

ও শুনল রিজুল বলছে, "মিতুদি তুমি কেন রাগ করছ বিহানদার উপর? ওয়াইনের বোতল এনেছে তো কী হয়েছে?"

মিতু বলল, "কী হয়েছে মানে? ভাগ্যিস বাড়িতে মা নেই! থাকলে আজ কী যে হত! আর বিহানটা যে এমন মাতাল লম্পট হয়ে গিয়েছে ভাবতেও পারিনি!"

বিহান বলল, "তোর মা থাকলে আমায় আসতে দিতিস নাকি তুই? তা ছাড়া..." আরও কিছু বলতে গিয়েও বিহান চুপ করে গেল। ঝিলকে চোখে পড়েছে ওর। বিহান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি ঝিল, না?"

রিজুল ছিটকে উঠল যেন। ধাক্কায় বেতের চেয়ারটা প্রায় পড়ে গেল পিছনে! ও দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ঝিলের দিকে। তারপর প্রায় ছুটে এসে দাঁড়াল সামনে। জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোমার?"

খই বলল, "আরে দ্যাখ না কী রকম উস্কোখুস্কো হয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল! আমি ধরে আনলাম।"

সাশা ভেতর থেকে একটা প্লেটে করে খাবার নিয়ে আসছিল। ওকে দেখে কোনও মতে খাবারটা টেবিলে রেখে এগিয়ে এল, "কী রে? এমন অবস্থা কেন তোর?"

ঝিল চোয়াল শক্ত করে মাথা নামিয়ে নিল। ছিঃ, ছিঃ, কী লজ্জা! কেমন করে সবাই ঘিরে ধরেছে ওকে! যেন মেলায় হারিয়ে গিয়েছে আর বাবা মায়ের নাম বলতে পারছে না!

"কী হল?" রিজুল আলতো করে ধরল ওর হাত, বলল, "আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ ঝিল?"

www.monersathe.com

ধাতস্থ হতে আধঘণ্টা সময় নিল ঝিল। সাশা ওকে ছাড়লই না। বরং পিসিকে মোবাইলে ফোন করে বলল ঝিল ওর কাছে এসেছে। দুপুরে খেয়ে যাবে। ঝিলের লজ্জা লাগছিল খুব। কিন্তু এই ছোট্ট পিকনিকটায় এসে আবার ভালও লাগছিল খুব। ওই বাড়িটা থেকে একটু সময় দূরে থাকতে পারবে ভেবে মনে মনে আনন্দ হচ্ছিল বেশ!

মিতু জোর করে দুটো স্যান্ডউইচ খাইয়ে দিল ওকে। খাবারটা মুখে দিয়ে ঝিল বুঝল খিদে পেয়েছিল ওর। ও চুপ করে বসে রইল এক পাশে।

বিহান বলল, "একটু ওয়াইন খাবে? নার্ভটা স্ট্রং হবে কিন্তু!"

"তুই ওকে মদ খাওয়াবি?" মিতু চিড়বিড় করে উঠল, "মেমগুলোর সঙ্গে মিশে-মিশে একদম বারোটা বেজে গেছে তোর!"

বিহান হাসল, "তাও ভাল মেম বলেই চুপ করলি! সেদিন মেলেনির সামনে এমন সিনক্রিয়েট করলি!"

মিতু চোয়াল শক্ত করে বলল, "বেশ করেছি। একশোবার করব। কী করবি তুই? যতই আমায় বোঝা আমার ইচ্ছে না হলে আমি কিচ্ছু বুঝব না!"

বিহান হেসে বলল, "তুইও একটু খা আজ!"

"আমি কি তোর মেলেনির মতো নাকি?" মিতু ভুরু কোঁচকাল।

রিজুল বলল, "তাতে কী মিতুদি! আ গ্লাস অব ওয়াইন ইজ় গুড। আমি তো খাব!"

"সাত সকালে তা বলে!" মিতু বিরক্ত হল, "জঘন্য একটা জিনিস!"

রিজুল হেসে বলল, "মোটেও জঘন্য নয় মিতুদি! জানো তো এক গ্লাস ওয়াইনের মধ্যে গোটা ইউনিভার্স লুকিয়ে আছে!"

খই বিরক্ত হয়ে বলল, "মাল খাবি খা, তার জন্য ভুলভাল থিওরি দিতে হবে তোকে?"

রিজুল কাচের গ্লাসে একটু ওয়াইন ঢেলে সেটা নাড়িয়ে বলল, "এই যে তরলটা ঘুরছে, এর সারফেস থেকে কিন্তু এভাপোরেশন হচ্ছে। আর দেখো কাচের গ্লাসে আমার মুখের রিফ্লেকশন! ফিজ়িক্স গুরু, পিওর ফিজ়িক্স! তার

www.monersathe.com

উপর এই কাচের গ্লাস। নাথিং বাট ডিস্টিলেশন অব আর্থস রক্স। পাথর বুঝলে পাথর। এর মধ্যে গোটা মহাবিশ্বের ইভোলিউশন লুকিয়ে আছে! বিগ ব্যাং টু প্রেজেন্ট ডে। এই গ্লাস তো সমস্ত নক্ষত্রেরই অংশ। গ্রেটার ফিজিক্স! অ্যাস্ট্রোফিজিক্স! তারপর ধর এই যে ওয়াইন। এর কেমিক্যাল কম্পোজিশন। ব্রিউং টেকনিক। ফারমেন্টেশন। সব কেমিস্ট্রি। জানবে লাইফ ইজ ফারমেন্টেশন অ্যান্ড ডিস্টিলেশন। ফ্রম অস্ট্রালোপিথেকাস টু হোমো স্যাপিয়েন্স! ফারমেন্টেশন ছাড়া আর কী! তার উপর ওয়াইনে লুকিয়ে থাকা জীবাণু! যা কাউকে বাঁচায়, কাউকে মারে। কী এটা? সিম্পল বায়োলজি! আর সব শেষে এই যে গভীর রং! কীসের জন্য এই রং। চেতনার রঙেই তো পান্না সবুজ! এই ওয়াইন এমন সিঁদুরে! কারণ আমাদের কনশাসনেস বলছে এর রং এমন! বুঝলি! ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, সাইকোলজি তার সঙ্গে মাইক্রোস্কোপির জীবাণু আর নক্ষত্রের নির্যাস! আর সব শেষে ওয়াইন হিলস অল। ড্রিঙ্ক ইট অ্যান্ড অল পেইন ইজ গন। দ্য ইউনিভার্স ব্রাদার, ইউনিভার্স! অ্যান্ড ইউ ক্যান জাস্ট হোল্ড ইট উইথ টু ফিঙ্গারস!"

ঝিল অবাক হয়ে তাকাল রিজুলের দিকে। কেউই কোনও কথা বলছে না! বলতে পারছে না!

রিজুল এবার ঝুঁকে পড়ল ঝিলের দিকে। বলল, "রিচার্ড ফেইনম্যান থেকে ঝাড়লাম। ইমপ্রেসড তো? এবার আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি হবে না নিশ্চয়ই?"

"যেতে মানে?" সাশা অবাক হল, "কী রে ঝিল? কোথায় যাবি?"

"আমার সঙ্গে ইলোপ করবে ও! কলকাতায় গিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো পড়াশুনো করবে। চাকরি করবে। তারপর আমার উপর দয়া হলে, আমি নীলগিরি থেকে আসব ওর ওয়ার্স্ট হাফ হতে!"

"মানে?" সাশা অবাক হল, "কী বলছ তুমি? এতটা এগিয়েছে? পালাবে? বিয়ে করবে? আর রবিদা?"

"ও চিন্তা করার কিছু নেই! রবি কোনও ফ্যাক্টর নয়," বিহান বলল আচমকা।

www.monersathe.com

"ফ্যাক্টর নয়?" সাশা চোখ গোল করল, "আপনি চেনেন না রবিদাকে।"

বিহান শক্ত করল চোয়াল, তারপর বলল, "আমার মতো আর কে চেনে ওকে! বলছি তো কিছু হবে না! বুদ্ধি করে কাজটা করলেই হল। একবার কলকাতায় পৌঁছে গেলে রবি কী করবে? তাই বলছি, ওরা যেতে চাইলে যেতে পারে!"

কথাটা শুনেই মিতু হঠাৎ ছিটকে উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। তারপর দাঁত চেপে বলল, "বীর পুরুষ! সব জানা আছে আমার! সবটা জানা আছে!"

www.monersathe.com

॥ ১৬ ॥

বাড়ির বাইরের দুটো বড় গাছের একটায় দোলনা টাঙিয়েছিল বিহান। কাঠের পিঁড়িতে ফুটো করে তাতে নাইলনের মোটা দড়ি পড়িয়ে গাছে ঝুলিয়েছিল দোলনাটা। তারপর এক বিকেলে মিতুকে নিয়ে এসেছিল ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করাবার নাম করে!

দোলনাটা দেখে কী যে খুশি হয়েছিল মিতু! কতক্ষণ যে দুলেছিল! আজও মনে পড়ে বিহানের। তারপর থেকে সুযোগ পেলেই মধুকাকিমার থেকে লুকিয়ে ওদের বাড়িতে চলে আসত মিতু।

আর কাউকে দোলনাটায় বসতে দিত না বিহান। গুটিয়ে রাখত। এমনকী জ্যাঠার মেয়ে মানে দিদিকেও বসতে দিত না ওটায়! বলত, "এটা একমাত্র রানির সিংহাসন।"

দিদি মিছিমিছি রাগ করত। বলত, "এত ভালবাসিস না। পরে পস্তাবি! ও কিন্তু মায়ের অমতে কিছু করবে না!"

শুনে হাসত বিহান। ভাবত এমন কথা মিতুও বলে বটে, কিন্তু সে তো সব মেয়েরাই বলে! আসল সময়ে ঠিক ওর দলেই আসবে মিতু!

কিন্তু কোথা থেকে কী যে হল! আচমকা মিতুর দিকে চোখ পড়ল রবির। ওদের বাড়ি যাতায়াত শুরু করল। টাকা খরচ করতে লাগল ওদের জন্য। বড় বড় কথা শোনাতে লাগল! বোঝাতে লাগল মিতু ওর কাছেই সবচেয়ে নিরাপদ থাকবে! মধুকাকিমাকে নিমেষে পুরে ফেলল পকেটে।

বিহান সব শুনত মিতুর কাছে। মিতু ওকে বলত কিছু একটা করতে। বলত ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে। কিন্তু বিহান বুঝতে পারত না কী বলবে! তেমন কিছু রোজগারপাতি করে না তো! কী করে রবির সঙ্গে

www.monersathe.com

পাল্লা দেবে ও! ভিতরে-ভিতরে ভয় করত বিহানের। কষ্ট হত! মনে হত মিতু কি তবে ওকে ছেড়ে চলে যাবে? ভুলে যাবে একদম? তারপর একদিন মধুকাকিমা নিজেই ডেকে পাঠিয়েছিল বিহানকে।

বাইকটা স্ট্যান্ড করিয়ে মুদির দোকানে ঢুকল বিহান। আজ বাজারে অনেক লোকজন! পরব আছে কাছের গ্রামে। আলোঝোরা থেকেও হকাররা এসেছে নানা পশরা নিয়ে! জেঠিমা বলেছে মিঠা পাঁপড় নিয়ে যেতে।

এই জিনিসটা আর কোথাও পায়নি বিহান। অদ্ভুত সুন্দর মিষ্টি পাঁপড়।

দুটো প্যাকেট কিনল বিহান। তারপর কী মনে হওয়ায় আরও দুটো কিনল। আর চার দিন পরে চলে যাবে ও। সঙ্গে নিয়ে যাবে।

এখানকার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। উকিলকাকু এসে ঠাকুমার কথামতো উইলটা করে দিয়েছে। এবার কীসব আইনি কাজকম্ম বাকি! তার জন্য বিহানকে থাকতে হবে না! তাই আজই চলে যাওয়া যেত। কিন্তু ঠাকুমা বারণ করল। অন্য সময় হলে হয়তো বারণটা শুনত না বিহান। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্যরকম! মিতুকে দেখে, নিজের ভিতরের যে ছেলেটাকে ও অন্ধকার ঘরে আটকে রেখেছিল, সে ছেলেটা দরজা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে! আর তাই মিতুকে দেখার, ওর কাছে থাকার লোভটাও এত বছর পর আবার ফিরে এসেছে।

"বিহানদা, বিহানদা!"

দোকান থেকে বেরিয়েই বিপ্লবের মুখোমুখি হল বিহান, "কী হয়েছে?"

"সিন্ডারেলাকে দেখেছ?" বিপ্লবকে কেমন যেন আরও এলোমেলো লাগল!

"সিন্ডারেলা?" বিহান মাথা নাড়ল, "সেই কুকুরটা তো? দেখিনি রে। কেন?"

"আরে পাচ্ছি না খুঁজে!" বিপ্লবের গলাটা কান্না-কান্না ঠেকল।

বিহান বলল, "দেখ এখানেই আছে কোথাও!"

www.monersathe.com

বিপ্লব ঠোঁট চাটল। গালের পাতলা দাড়িতে হাত বোলাল একটু তারপর বলল, "আজ ডিসেম্বরের দশ তারিখ। সিন্ডারেলার জন্মদিন! আর আজকেই...

বিপ্লব দাঁড়াল না আর। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলে গেল।

ঘড়ি দেখল বিহান। পৌনে চারটে বাজে। কমলালেবুর খোসার মতো রোদ হেলে আসছে আরও। ওর হাতে সময় নেই বিশেষ। একবার রিজুলের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বহু পুরনো একটা হিসেব আজ চুকিয়ে ফেলার দিন! সকাল থেকেই তাই সেই পুরনো কথাগুলো বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে ওর।

মধুকাকিমা ওকে ডেকে সরাসরি বলেছিল ও যেন সরে যায় মিতুর জীবন থেকে। বলেছিল, "প্রেম-টেম বলে অনেক ন্যাকামো করেছ। এখন ফোটো ওর জীবন থেকে। ওর জন্য অনেক ভাল ছেলে আছে। ওই ভাঙা ক্যামেরা নিয়ে শ্রাদ্ধ আর অন্নপ্রাশনের মধ্যে ঘুরপাক খাও। আর কোনও দিন আমার মেয়ের সামনে আসবে না। বুঝেছ?"

মিতু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছিল সবটা। বিহান বারবার তাকাচ্ছিল ওর দিকে। যদি কিছু বলে মিতু। যদি ওর হয়ে মধুকাকিমাকে কিছু বোঝায়!

মিতু কোনও কথা বলেনি। শুধু মাথা নামিয়ে চুপ করে ছিল।

বিহান সেদিন চলে এলেও দু'দিন পরে রাস্তায় ধরেছিল মিতুকে তারপর এক রকম জোর করেই নিয়ে গিয়েছিল সেই প্রজাপতি মানে বাটারফ্লাই ফলসের কাছে।

জায়গাটা নির্জন। তখন বিশেষ কেউ যেত না ওখানে।

বাইকটা রেখে ও মিতুকে নিয়ে বসেছিল একটা পাথরের উপর। বলেছিল, "মিতু আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবি?"

মিতু ভয় পেয়ে গিয়েছিল খুব। বলেছিল, "পালাবি? মানে? কী বলছিস তুই?"

"তোকে ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারি না মিতু। প্লিজ একটু বোঝ।"

www.monersathe.com

"না," মিতু সজোরে মাথা নেড়েছিল, "আমি পারব না মায়ের অবাধ্য হতে। কিছুতেই পারব না। তুই চলে যা বিহান।"

"মিতু প্লিজ," বিহানের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এসেছিল। কী করবে বুঝতে পারছিল না। মিতু এমন করবে ভাবতে পারেনি!

মিতু তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর আচমকা বিহানকে কাছে টেনে নিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমু খেয়েছিল। বিহান কী করবে বুঝতে পারেনি। মিতু দু'হাতের মধ্যে ওকে আঁকড়ে ধরেছিল। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছিল ওর ঠোঁট। বিহানের সারা শরীর তুলো বীজের মতো হালকা হয়ে গিয়েছিল নিমেষে!

মিতু ঠোঁট তুলে নিয়েছিল এরপর। ধীর গলায় বলেছিল, "পৃথিবীতে এরপর আর যাকেই ভালবাসিস, বিয়ে করিস, জানবি আগে তুই আমার, তারপর অন্যের। এই তোকে আজ আমি দাগ দিয়ে রাখলাম।"

মিতু তারপর পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল ঝরনার দিকে। পাথরের গায়ে ঝুলে থাকা লতাগুল্ম সরিয়ে একটা ইটের টুকরো দিয়ে লিখেছিল, "এখানে আমরা ছিলাম!"

মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল বিহান। আজ ঠান্ডা পড়েছে খুব। কুয়াশার মসলিনটা ধীরে-ধীরে নেমে আসছে মাটির দিকে। "এখানে আমরা ছিলাম!" এখানেই তো ছিল ওরা, এখানেই তো! এই হাওয়া, এই পাহাড়, এই রোদ আর রোদের ভিতর থেকে মাথা তোলা বন্ধুর মতো পাইন, রডোডেন্ড্রন আর রেন ট্রির ফাঁকে, এখানেই তো ওরা ছিল এক দিন। আরও নতুন হয়ে, আরও সহজ, সুন্দর হয়ে ছিল! এখানেই তো একসঙ্গে থাকার কথা ভেবেছিল ওরা। শীতে, কুয়াশায় আবছা হয়ে আসা শহরটায় একমাত্র স্পষ্ট হয়ে ওরাই তো থাকতে চেয়েছিল!

কিন্তু কী যে হল তারপর! কারনিসে এসে যেন থেমে গেল মেঘ। পায়রাদের সমস্ত ধূসর পালক যেন ঝরে পড়ল সারাজীবন জুড়ে! যেন পাহাড়ি বাড়ির নীল-লাল জানলাগুলো ঘুমন্ত চোখের মতো বন্ধ হয়ে এল

www.monersathe.com

এক এক করে। কোথায় যে হারিয়ে গেল মিতু! আর কোথায় অন্য এক মহাদেশে, অন্য এক নদীর ধারে একলা জেগে উঠল নিঃসঙ্গ এক বিহান!

মিতু সেই যেন মিলিয়ে গিয়েছিল জীবন থেকে। মধুকাকিমা ঠাকুমাকে বাজারে দেখা হওয়ায় বলেছিল, "রবির মতো ছেলে হয় না! এই বয়সেই কত রোজগার জানেন?"

রোজগার না-থাকাটা পেরেকের মতো গেঁথে দিয়েছিল বিহানকে। নিজেকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছিল ও। মানতে পারছিল না এক মুঠো এই শহরটায় থেকেও মিতু ওর হবে না! কথাটা মায়ের কানেও পৌঁছেছিল। ফোনে মা খুব রাগারাগি করেছিল। বলেছিল, "ন্যাকামো করছিস কেন? এটা কি হিন্দি সিনেমা! লজ্জা করে না তোর? শোন, জীবনে সব পাবি, এমন কোনও মানে নেই, বুঝেছিস?"

তাও নিজেকে ঠিক করতে পারেনি বিহান। চোরাবালিতে তলিয়ে যাওয়ার মতো লাগছিল ওর। এক-একটা দিনের ওজন যে এত হতে পারে, ভাবতে পারেনি কোনও দিন!

তারপর একদিন বিকেলে আচমকা ওকে ডাকতে এসেছিল ফলক। রবির সৎভাই। খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল বিহান। কী চায় ছেলেটা?

ফলক বলেছিল, "তোমায় মিতুদি ডাকছে বিহানদা। খুব দরকার। এক্ষুনি ডাকছে!"

মিতু ডাকছে? ওকে? খুব দরকার? সাত-পাঁচ ভাবেনি বিহান। সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ির থেকে। কিন্তু ভাবা উচিত ছিল। কেন রবির সৎভাইকে দিয়ে ওকে ডেকে পাঠাবে মিতু?

বাড়ির সামনের মাঠটাও পেরতে পারেনি বিহান। তার আগেই রবি এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর ওপর। বাঁশ দিয়ে মাথায় মেরে প্রথমেই ফেলে দিয়েছিল মাটিতে। তারপর কিল, চড়, ঘুসি পড়ছিল বৃষ্টির মতো! আর রবি বলছিল, "বাঞ্চোত, প্রজাপতিতে নিয়ে যাওয়া? আমার মালকে হাতানোর চেষ্টা! লাগানোর ধান্দা! শালা আজ তোর গুষ্টির শ্রাদ্ধ করব আমি। আজ...

www.monersathe.com

আর কিছু শুনতে পাচ্ছিল না বিহান। রবির মারের কাছে ছেড়ে দিয়েছিল নিজেকে। তারপর কখন যে ঠাকুমা এল! কখন রবিকে সরিয়ে দিল! ওকে নিয়ে ঘরে এল! কিছুই মনে নেই!

বিহানের বেশ কয়েক মাস সময় লেগেছিল নিজেকে সামলাতে! আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে। ততদিনে ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল মা।

তবে যাওয়ার আগে এক বিকেলে কাউকে না বলে মিতুদের বাড়ির সামনে চলে গিয়েছিল বিহান। মধুকাকিমা যাই বলুক, ও মিতুর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল ভীষণভাবে। কেউ না জানুক, মিতু তো জানে ওর সঙ্গে বিহানের সম্পর্ক কেমন!

মিতু বোধ হয় জানালা দিয়ে দেখেছিল ওকে। তাই নিজেই বেরিয়ে এসেছিল।

বিহান কাতর গলায় বলেছিল, "মিতু তুইও কি চাস আমি চলে যাই? তুই আমায় বল মিতু!"

মিতু স্থির হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর বলেছিল, "কেন এসেছিস এখানে? চলে যা তুই। আর আসবি না। তোকে মারল আর তুই মার খেলি! বীরপুরুষ! কোনও দিন আর আমায় মুখ দেখাবি না তুই! চলে যা। যা বলছি।"

কলকাতায় ফিরে সুস্থ হতে আরও কিছু দিন সময় লেগেছিল বিহানের। তারপর ওর বাবার এক বন্ধুর সাহায্যে বিদেশ থেকে আসা এক প্রোডাকশন কোম্পানিতে টেম্পোরারি অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ পায়। কোম্পানিটি সারা ভারত ঘুরে ট্র্যাভেলের ওপর একটা ফিচার করতে এসেছিল।

মা চেয়েছিল বিহানকে কাজের মধ্যে ঠেলে দিতে। কাজ থাকলে মানুষের অন্য ভূত মাথায় চাপে না! তা ছাড়া ঘোরার সুযোগও ছিল। এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে অন্য পরিবেশে, অজানা মানুষজনের মধ্যে থাকাটা হয়তো বিহানের জন্য ভাল হবে বলে ভেবেছিল মা!

কাজটা করতে অদ্ভুত ভাল লেগেছিল বিহানের। এত দিনে যেন ও খুঁজে

www.monersathe.com

পেয়েছিল ওর জায়গা। মনে হয়েছিল এই কাজটার জন্যই তো আসলে পৃথিবীতে এসেছে ও!

সেই কাজের সময়ই ওর সঙ্গে আলাপ হয় রিচার্ড পেন-এর। সেই শুরু। তারপর গোটাটাই যেন মোহন সিরিজের গল্প! সেই টুরের পরে কীসের থেকে যে কী হইল! আর মোহনরূপী বিহানও যে কী করিয়া এ দেশ হইতে অন্য দেশে পলাইয়া গেল, তাহা কেহ বুঝিতেই পারিল না!

মোবাইলটা দেখল বিহান। ও দু'বার ফোন করল কিন্তু রিজুল ধরছেই না! কী ব্যাপার! সব ঠিক আছে তো! আজকের ব্যাপারটা নিয়ে কোনও গোলমাল হল কি! নিজেই তো প্ল্যান করল রিজুল! তবে? বাইকের চাবিটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল বিহান। আজ সকালে ফুল ট্যাঙ্ক করে এনেছে বাইকটা। কিন্তু রিজুল কই! আজ তো ছুটি নেওয়ার কথা। নেয়নি নাকি?

বিহান ডান দিকে বাজারে ওঠার রাস্তাটার দিকে তাকাল। দেখল মধুকাকিমা, মিতু আর ভিটো আসছে। চোয়াল শক্ত করল বিহান। এখনই আসতে হল ওদের! রিজুল তো বলেছিল, কেউ যেন না জানে ওর সঙ্গে দেখা হবে!

"আঙ্কল!" ভিটো দৌড়ে এল বিহানের কাছে।

বিহান ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "কী ভিটোবাবু, কেমন আছ?"

"আছি। তবে বাড়িতে টেনশন!" ভিটো বেজার মুখে বলল, "মা আর দিদার মধ্যে খুব ঝগড়া!"

বিহান তাকাল ভিটোর দিকে। ছেলেটার মুখটা দুঃখী-দুঃখী লাগছে!

মিতু দূর থেকে ডাকল ভিটোকে, "এই আয় এখানে। আয়।"

বিহান তাকাল শুধু। মিতু এখনও কী যে ভয় পায় মাকে! সেদিন মধুকাকিমা কাজে শিলিগুড়ি গিয়েছিল। সেই ফাঁকে ওদের বাড়িতে সবাই একটা পিকনিক মতো করেছিল। বিহানকেও আসতে বলেছিল মিতু। কিন্তু সেটার কথা মধুকাকিমাকে বলেনি! আর এখন মায়ের সামনে এমন ভাব করছে যেন চেনেই না!

www.monersathe.com

ক্যাফেটেরিয়ায় সেই ঝামেলার পরে মিতু নিজেই ফোন করেছিল বিহানকে পিকনিকে নেমন্তন্ন করতে। বলেছিল, "তোর মেম গার্লফ্রেন্ডকে নিয়েও আসতে পারিস। মা থাকবে না সেদিন।"

বিহান অবাক হয়েছিল। রেগে গিয়ে তো মিতু নিজেই চলে গিয়েছিল সেদিন। তারপর হঠাৎ এমন সদয় হওয়া কেন?

বিহান বলেছিল, "হঠাৎ আমায় ডাকছিস?"

মিতু বলেছিল, "আমার খুশি! আমার যা খুশি, আমি তোর সঙ্গে তাই করব। বুঝেছিস? তা আনবি নাকি তোর গার্লফ্রেন্ডকে?"

বিহান শুধু বলেছিল, "কোলিগ আমার। আর কিছু নয়। মনে নেই ঝরনার ধারে আমায় দাগিয়ে দিয়েছিলি! আর অন্যের কাছে যাই কী করে বল?"

মিতুকে বিয়ে করেনি রবি। কারণটা মোহনের কাছ থেকে শুনেছে বিহান। কলকাতার কোন এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে ততদিনে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল রবির। খুব বড়লোকের মেয়ে। ডিভোর্সি। মেয়েটির বাবা চাইছিল আবার বিয়ে দিতে। তাই রবি সেই সুযোগটা নিয়েছিল। টাকার জন্য মিতুকে সরিয়ে দিতে ভাবেনি এক মুহূর্ত।

তবে মিতুরও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল পরে। তখন লন্ডনে সবে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেছে বিহান। সেই সময়েই খবরটা পেয়েছিল মায়ের কাছ থেকে। কথাটা শুনে একসপ্তাহ ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি বিহান। খেতে পারেনি। ঘুমোতে পারেনি। কিচ্ছু করতে পারেনি। শুধু মনে হয়েছিল যে ওর ছিল আজ তাকে নিয়ে নিয়েছে আর-একজন! তার সঙ্গে ঘুরছে! হাসছে! তাকে আদর করছে! আর বিহান বলে যে ছিল, সে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে! একটু রোদ উঠতেই মিলিয়ে গিয়েছে শিশিরের মতো!

সবাই দেখেছিল যে, দিনসাতেক পরে স্বাভাবিক হয়েছে বিহান। আসলে একমাত্র নিজে জানে আজও স্বাভাবিক হতে পারেনি ও! সবার সামনে শুধুমাত্র স্বাভাবিক থাকার অভিনয় করে চলেছে বছরের পর বছর!

www.monersathe.com

বাজারের এক ধারে বেশ কয়েকটা সবুজ বেঞ্চ পাতা আছে। মিতু আর মধুকাকিমা সেখানে গিয়ে বসেছে। জায়গাটা একপাশে বলে কেউজন নেই। ভিটো সেই দিকে দৌড়ে গেল। বিহান এগোল না আর। ওকে আর কোথাও গিয়ে দাঁড়াবে। রিজুকে না হয় টেক্সট করে বলে দেবে কোথায় দাঁড়াচ্ছে।

কিন্তু তখনই রবিকে দেখল ও। একটা রোগা চেহারার ছেলের সঙ্গে রবি গিয়ে দাঁড়াল মিতুদের সামনে। ছেলেটাকে চিনতে পারল বিহান। এই ছেলেটাই ওকে সেই ক্লিনিকে ঢুকতে দেয়নি।

বিহান ভাবল, তবে কি রবির সঙ্গে দেখা করতেই এখানে এসেছে মিতু? কিন্তু বাড়িতে দেখা করল না কেন?

বিহান চলে যেতে পারল না। রবিকে দেখলেই একটা রাগ পাকিয়ে ওঠে শরীরে। এখনও হচ্ছে! ও দাঁড়িয়ে রইল। দূর থেকে দেখল উত্তেজিত হয়ে মিতুকে কিছু বলছে রবি। হাতের আঙুল তুলে শাসাচ্ছে। মধুকাকিমাও কিছু বোঝাচ্ছে যেন। কিন্তু মিতু তাকাচ্ছে না কারও দিকে। মাথা নিচু করে বসে আছে। আর ভিটো ভয়ের চোখে দেখছে পুরো ঘটনাটা।

আচমকা রবি যেন আরও বেশি উত্তেজিত হল। তারপর ঝুঁকে পড়ে মিতুর হাতটা ধরে টান মারল একটা!

ব্যস, আর নিতে পারল না বিহান। প্রায় দৌড়ে ও পৌঁছে গেল মিতুর সামনে।

রবি মিতুর হাতটা ছেড়ে মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। শক্ত গলায় বলল, "তোকে কে আসতে বলেছে এখানে?"

রবির চোখে চোখ রাখল বিহান, বলল, "ওর গায়ে হাত দিবি না।"

"কেন? তোর সম্পত্তি?"

"তোরও নয় কিন্তু!" বিহান চোয়াল শক্ত করল।

মধুকাকিমা বিরক্ত হয়ে বলল, "তোমায় কে আসতে বলেছে এখানে? আমাদের বাড়ির ব্যাপার। তুমি..."

বিহান পাত্তা দিল না। বলল, "রবি দ্যাখ, ফালতু ঝামেলা না করে যা এখান থেকে। আমি জানি তুই গুন্ডা। তোর শিক্ষা-দীক্ষা, লাজ-লজ্জা কিছু

www.monersathe.com

নেই। কিন্তু তাও, একটা বাচ্চা আছে এখানে। নিজেকে আর নামাস না নীচে।"

রবি সময় নিল একটু। রাগটাকে যেন গিলল জোর করে। তারপর বলল, "আচ্ছা, যাব। কিন্তু ওই জমিটা না নিয়ে শালা যাব না। স্যান্ডি লোমস ওটা! কী ভাল ওয়াইন গ্রেপ হবে জানিস? আমার এক বিদেশি বন্ধু কিনবে! ভাল টাকা দেবে। কিন্তু..."

"ওটা আমি দেব না। আমার শ্বশুরের সম্পত্তি। দেব না কিছুতেই..." মিতু জেদের গলায় বলল।

"ঠিক আছে, তবে আমার সুদ-আসল মিলিয়ে যা হয় দিয়ে দাও। সাড়ে আট লাখ টাকা দাও," রবি চোয়াল শক্ত করল।

'ছ'লাখ টাকা না?" মধুকাকিমা অবাক হল খুব।

"না," হিংস্র গলায় বলল রবি, "আমি যেটা বলছি সেটাই। সাড়ে আট লাখ! না দিলে সবক'টাকে ঘাড় ধরে বের করে দেব বাড়ি থেকে। হয় টাকা নয় জমি। একটা আমার চাই। কোনটা দেবে ভেবে নাও। দু'দিন সময় দিলাম।"

বিহান আবার বলল, "ঝামেলা করিস না রবি। যা বলছি।"

"শালা তোকে আজ... ওই গান্ডু ফলকটা যদি আমার কথা শুনত তবে... আজ তোকে..." রবি মুঠো পাকাল।

মধুকাকিমা খেঁকিয়ে উঠল, "চুপ করো বিহান। কে তুমি? দালালি করতে কে বলেছে তোমায়?"

"মা তুমি চুপ করবে?" মিতু আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, "বাজে কথা বলবে না একদম। বিহানকে আর একটাও খারাপ কথা বলবে না তুমি। একদম না। শোনো জমিটা আমার। ওটা আমি দেব না। তুমি ধার করেছ এই গুন্ডাটার থেকে, তুমি শোধ করো। আমি জানি না কিছু।"

"গুন্ডা? আমি গুন্ডা? শালি..." রবি এগোতে গেল মিতুর দিকে।

বিহান সামনে আড়াল করে দাঁড়াল।

রবি হিসহিসে গলায় বলল, "তুই ভুলে গিয়েছিস সব? ভুলে গিয়েছিস?"

www.monersathe.com

"তুই ভুলে গিয়েছিস রবি যে, চোদ্দো বছর কেটে গিয়েছে। ভুলে গিয়েছিস আমি কিন্তু সেই বিহান আর নেই! কত টাকা বাকি? সাড়ে আট লাখ? আমি দেব। আমি টাকাটা দেব..." বিহান চোখ সরাল না রবির চোখ থেকে।

"তুই! শালা ফোটোগ্রাফার! কোত্থেকে দিবি?"

"হ্যাঁ, আমি ফোটোগ্রাফার। তবে কোনও ছোট স্টুডিয়ো নেই আমার! নিজের ইচ্ছেমতো যা খুশি আমার সম্বন্ধে ভেবে নিলেই সেটা সত্যি হয়ে যায় না। তোর সাড়ে আট লাখ টাকা আমার কাছে আট হাজার পাঁচশো পাউন্ডের মতো। তেমন কিছু নয়। বুঝেছিস। আই আর্ন ইন পাউন্ড!"

"মানে? পাউন্ড?" রবি থতমত খেল।

"হ্যাঁ। আমি লন্ডনে থাকি। ওখানেই কাজ করি। খুব ছোট কাজ নয় কিন্তু। নিজের সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি বলাটা অশিক্ষার পরিচয় হবে। তোর ব্যাঙ্ক ডিটেলটা দিস। টাকা কালই ট্রান্সফার হয়ে যাবে। তবে বাড়ির যে পেপার জমা রেখেছিস সেটাও সঙ্গে-সঙ্গেই ফেরত দিতে হবে। বুঝেছিস?"

রবি কী বলবে যেন বুঝতে পারল না! তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে।

"এখন যা। যা রবি..." শেষের কথাগুলো জোরের সঙ্গে বলল বিহান।

রবি পাশে দাঁড়ানো ছেলেটাকে দেখল। তারপর বলল, "ওই জমিটা...

"মানুষ হ' এবার। টাকাটা পেয়ে যাবি কাল। আর ভাবিস না এই বাদামপাহাড়টুকুই পৃথিবী। জানবি বাপেরও বাপ হয়। তোরও বাপ আছে আমি জানি। আমার হাত এখন সেখানে পৌঁছবার মতোও লম্বা হয়েছে কিন্তু। টাকা পেয়ে যাবি। পেপারগুলো পাঠিয়ে দিস। আর এখন যা... বিহান হাত দিয়ে যাওয়ার পথ দেখাল ওদের।

রবি কিছু বলতে গিয়েও পারল না। বরং মাথা নামিয়ে নিল। তারপর ধীরে-ধীরে চলে গেল দূরে। শুধু যেতে-যেতে পিছন ফিরে তাকাল একবার।

মধুকাকিমা বলল, "সত্যি তুমি বিদেশে থাকো? আর অত টাকা! ওটা তুমি... তুমি দেবে?"

www.monersathe.com

"হ্যাঁ কাকিমা," বিহান দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মিতু মুখ নামিয়ে জেদি গলায় বলল, "দয়া করছিস আমায়? অসহায় মেয়েকে উদ্ধার করছিস?"

বিহান বিষণ্ণ ভাবে তাকাল। বলল, "সব কিছুকে জেন্ডার পলিটিক্স দিয়ে দেখিস না মিতু। সব কিছু অমন হয় না। জীবনকে সত্যি করে যে দিন বুঝবি, দেখবি এসব মাথায় আসবে না আর।"

"কিন্তু কেন?" মধুকাকিমা এখনও অবাক হয়ে আছেন।

বিহান দীর্ঘশ্বাস ফেলল আরেকটা। তারপর বলল, "আমার জীবনের অনেক কিছু পালটে গেলেও একটা জিনিস কিন্তু আজও পালটায়নি কাকিমা। আমি আজও মিতুর জন্য সব কিছু করতে পারি! সে আমি যেখানেই থাকি না কেন! যত দূরেই ও আমায় সরিয়ে দিক না কেন!"

মিতু মুখ তুলল এবার। চোখটা কি ছলছল করছে? কুয়াশার মসলিন কি আরও নেমে এল মাটির কাছে? রোদের রংটা কি আরও খয়েরি হয়ে এল!

মিতু বলল, "তুই...বিহান তুই..."

"আমরা এখানে ছিলাম মিতু। এটা আমাদের জায়গা। এখানে বারবার কেউ আমাদের হারাতে পারবে না। কারণ আজও আমরা এখানেই আছি। এই সমস্ত পাহাড়, রোদ আর লম্বা-লম্বা গাছের পাতায়-পাতায় আজও আমরা আছি, এখানেই। সমস্ত না-পৌঁছনো চিঠি আর না-শেষ হওয়া প্রেমের ভিতরে আমরা আজও আছি মিতু। সেই ঝরনার ধারে, তোর দু'হাতের মধ্যে ধরা আমি আজও সেখানেই আছি। যত দূর গিয়েছি, আসলে ততটাই তোর কাছে সরে এসেছি আমি। তোর জন্য, শুধুমাত্র তোর জন্য আজও সেই দোলনাটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি আমার কাছে! আজও মানিব্যাগে নিয়ে ঘুরছি আমাদের নিজস্ব এক টুকরো মুহূর্ত।"

"কী রে চুপ করে আছিস কেন? কিছু বলছিস না কেন বিহান?" মিতু নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

www.monersathe.com

বিহান মাথা নামিয়ে নিল। মনে-মনে যা বলা যায়, তা কি আর সবার সামনে প্রকাশ করা যায়!

ও শুধু বলল, "মাফলারটা কানে জড়িয়ে নে ভাল করে। আজ ঠান্ডা পড়েছে খুব। আর তোর তো একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়!"

www.monersathe.com

॥ ১৭ ॥

প্রতিটা শহর কিছু বলে। ছোট-বড় যেমনই হোক, প্রতিটা শহরের নিশ্চিত ভাবে নিজস্ব কিছু কথা থাকেই! আজ এই ক'মাসের মধ্যে বাদামপাহাড়ের কথা যেন অনেকটাই বুঝতে পেরেছে রিজুল। বুঝতে পেরেছে, রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকাটা কোনও জীবন নয়!

অসুস্থ বাবা হয়তো জোর করে ওকে বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছিল এখানে! হয়তো চেয়েছিল বিয়ে করে সেটল করল ছেলে সেটা দেখে যেতে! কিন্তু তাতে স্বার্থপরতা ছিল না তো! ভালবাসাই ছিল। উদ্বেগ ছিল। আর সেখানে কী করল রিজুল! রাগ করে এই চাকরিটা নিয়ে চলে এল বাদামপাহাড়!

এখন ঝিলকে দেখার পর ওর কেবলই মনে হয় বিয়ে ব্যাপারটা খুব কিছু খারাপ নয় কিন্তু! বাবা তো খুব একটা ভুল বলেনি! বিদেশে থাকার সময় নারীসঙ্গ করেছে রিজুল। কিন্তু ওই সব হয়ে গেলেই মনে হত মেয়েটা এখনও কাটছে না কেন! কিন্তু এখন তা মনে হয় না! বরং ঝিলকে দেখলে ওসব মাথাতেই আসে না! শুধু ইচ্ছে হয় ওর সঙ্গে থাকতে। কথা বলতে। ইচ্ছে হয় ওর হাত ধরে বসে থাকতে!

আগে এসব কেউ করলে তাকে ন্যাকা মনে হত রিজুলের। কিন্তু এখন নিজে প্রেমে পড়ার পর আর তেমন কিছু মনে হচ্ছে না! বরং এটাকেই স্বাভাবিক লাগছে! আসলে অন্যের জীবন নিয়ে বিজ্ঞের মতো বাঁকা কথা বলাই যায়, তাদের অপমান করাই যায়, কিন্তু নিজে যখন অমন অবস্থায় মানুষ পড়ে তখন আসল ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে। অন্যের ক্ষেত্রে বিতরণ করা বাতেলা আর লজিক নিজের ক্ষেত্রে কাজ করে না!

www.monersathe.com

নীলগিরিতে ট্রান্সফার হয়ে গেছে রিজুলের। রাঠিস্যার করিয়ে দিয়েছেন। মানে নিজেও যাচ্ছেন যখন, রিজুলকেও ওখানে বদলি করিয়ে নিয়েছেন!

ঘরটার চারিদিকে ভাল করে দেখে নিল রিজুল। কিছু নেই! সব প্যাক করে ও কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে গতকাল। শুধু ব্যাকপ্যাকটা পড়ে রয়েছে খাটের উপর। টেবলের উপর থেকে ও চাবিটা তুলে নিল। বাইকটা সন্ধের মুখে নিয়ে এসেছে। যদিও বাড়িতে রাখেনি। বাজারের সামনে বিহান গাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর জন্য।

ছুটি নিলেও আজ শেষবারের মতো একবার অবজারভেটরিতে যেতে হয়েছিল ওকে! কিছু কাগজে সইসাবুদ বাকি ছিল। ওকে দেখে রাঠিস্যার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "সে কী, এখনও তুমি কলকাতায় যাওনি? আজ ডিসেম্বরের দশ তারিখ হয়ে গেল! আর চার দিন পর তো জয়েন করতে হবে! এখনও লাস্ট মোমেন্টের জন্য এসব রেখে দিয়েছ!"

বিহান ফোন করছিল ওকে। কিন্তু ধরতে পারেনি রিজুল। রাঠিস্যারের সামনে ওভাবে ধরা যায় না ব্যক্তিগত ফোন।

তবে বেরিয়ে এসে কথা হয়েছিল। বিহান বলেছিল ও অপেক্ষা করছে, যেন তাড়াতাড়ি আসে!

ফোনটা পেয়ে তাড়াতাড়িই গিয়েছিল রিজুল। ওর নিজেরই তো তাড়া ছিল! বাজারের কাছে এসে ফোন করেছিল বিহানকে। বিহান ওকে স্পোর্টস গুডস-এর দোকানটার সামনে আসতে বলেছিল।

সন্ধে হয়ে এসেছিল তখন। কুয়াশার ভিতর ল্যাম্পপোস্টের আলোর জোর ছিল না বিশেষ। তাও বিহানকে কেমন যেন লাগছিল রিজুলের। কী হয়েছে মানুষটার? অন্য দিন খুব কম্পোজড থাকে বিহান। কিন্তু আজ কেমন যেন এলোমেলো লাগছিল ওকে!

বিহান ওকে চাবিটা দিয়েছিল বাইকের। তারপর বলেছিল, "এটা রাখো। ফুল ট্যাঙ্ক তেল আছে। অসুবিধে হবে না।"

"তোমার কোনও অসুবিধে হবে না তো বিহানদা?" রিজুল চাবিটা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

www.monersathe.com

"না। হবে না," ছোট করে বলেছিল বিহান।

"তুমি তো তিন-চার দিন পরেই চলে যাবে, না?" রিজুল বলেছিল, "কলকাতায় যাবে কি?"

বিহান সময় নিয়েছিল একটু। তারপর বলেছিল, "না, এখনই যাব না। ভাবছি আরও কয়েকটা দিন থেকে যাব। ক্রিসমাসটা কাটিয়ে যাব বাদামপাহাড়ে।"

অবাক হয়েছিল রিজুল। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করেনি!

বরং বিহান জিজ্ঞেস করেছিল, "আজ যে চলে যাচ্ছ, সেটা মিতু জানে তো?"

"হ্যাঁ জানে। ওদের বাড়িতে কিছু লোকজন এসেছে। মধুকাকিমার আত্মীয়রা। তাই সকালে বলে এসেছি। যাওয়ার আগে শুধু বাড়ির চাবিটা দিয়ে যাব।"

"ও বাড়িতে লোক আছে!" যেন নিজের মনেই বলেছিল, "তাই বাজারে এসে... যাক গে, সাবধানে যেয়ো রিজুল। যা করছ, সাবধানে কোরো।"

রিজুল হেসেছিল, "করলে আজই করতে হবে বিহানদা। না হলে আর চান্স পাওয়া যাবে না। বাইকটা আমি শিলিগুড়িতে আমার এক কোলিগের বাড়িতে রেখে যাব। ও তোমায় ফোন করে নেবে। কেমন?"

ব্যাগটা পিঠে নিয়ে চারিদিকটা ভাল করে শেষবারের মতো দেখে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রিজুল।

মিতুদের বাড়িতে কিছু আত্মীয়স্বজন এসেছে সকালবেলায়। বাইরে থেকে তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে! ডোরবেলটা বাজিয়ে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল রিজুল।

একটু সময় নিয়ে মিতুই দরজা খুলল।

রিজুল বলল, "এই যে চাবি মিতুদি। আমি এবার যাব।"

"যাবে?" মিতু বলল, "সাবধানে যেয়ো। যা করতে যাচ্ছ, সাবধানে কোরো। রিস্ক আছে কিন্তু।"

www.monersathe.com

রিজুল বলল, "কোন কাজে থাকে না মিতুদি? আমার দ্বারা বিহানদা হওয়া সম্ভব নয়। অত মনের জোর আমার নেই। আমার যা চাই তা অন্যের হাতে তুলে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

মিতু কথা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। তারপর বলল, "আমার সাহস ছিল না ভাই। ঝিল সাহসী! যাই হোক, সাবধানে যেয়ো।"

রিজুল পিছনে ফিরতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, "সময় যায়নি কিন্তু মিতুদি। লোকটা কিন্তু এখনও এখানেই আছে। সাহসী হতে বলছি না, নিজে যা চাও সেটা রিয়ালাইজ করতে বলছি শুধু। আসি।"

রাস্তায় বেরিয়ে দ্রুত পা চালাল রিজুল। সামনের ছোট একটা চায়ের দোকানের পাশে দাঁড় করানো আছে বাইকটা। দোকানের লোকটা ভাল। রিজুলকে চেনে।

বাইকটার সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে কান, মাথা ঢেকে নিল ও। আজ ঠান্ডা পড়েছে খুব। বাইকে করে যাওয়াটা রিস্ক হয়ে যাবে। কিন্তু কোনও গাড়ি করা যাবে না। সবাই রবিকে চেনে। কেউ যদি খবর দিয়ে দেয় তা হলেই মুশকিল! তাই ভাল করে গরম জামা পরে নিয়েছে। ঝুঁকি থাকলেও আজকের মতো সুযোগ আর পাবে না রিজুল।

বেশ কয়েকদিন আগে আলোঝোরায় ফলক এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল ওর। লোকটাকে প্রথমে দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল রিজুল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সোজা পথের মানুষ নয়। তারওপর আবার রবির লোক! একটু সময়ের জন্য হলেও বুক কেঁপে উঠেছিল ওর। কী বলতে এসেছে লোকটা? মারবে নাকি!

কিন্তু সেটা ফলককে বুঝতে দেয়নি রিজুল। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, "ঠিক আছে, বলুন।"

ফলক সময় নিয়েছিল। ভাল করে মেপেছিল রিজুলকে। তারপর বলেছিল, "তোমার ঝিলকে পছন্দ?"

www.monersathe.com

"এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না।"

"আবার ঢ্যামনামো হচ্ছে?" ফলক চোয়াল শক্ত করেছিল, "ভাল কথায় কাজ হবে না? সোজা প্রশ্নের অমন মনোজ্ঞ টাইপের উত্তর আমি চাই না। এই যে মেয়েটার পিছনে লেজুড়ের মতো লেগে আছ, তাকে পছন্দ? হ্যাঁ কী না?"

"হ্যাঁ," রিজুল মাথা নেড়েছিল।

"বিয়ে করতে চাও?"

"ইভেনচুয়ালি।"

"আবার!" ধমকে উঠেছিল ফলক, "বেশি ইংরিজি মারাবে না। চাও কী না?"

রিজুল মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল।

"তবে নিয়ে ভাগো..." ফলক কথাটা বলে সোজা তাকিয়েছিল রিজুলের দিকে, "রবি সামন্ত হল কেউটের বাবা। কাউকে রেয়াত করে না। ওই মেয়েটাকে একটা আধবুড়ো জানোয়ারের সঙ্গে গছাবার তালে আছে। লোকটার থেকে কিছু ধার আছে মালটার। আর সে মালটাও ঝিলের দিকে চোখ দিয়েছে। ডিসেম্বরের শেষে আসছে মালটা। তখনই ঝিলকে ওর সঙ্গে লটকে দেবে রবি। তার আগে ভাগো ওকে নিয়ে। ভাল যদি বাসো তবে ভাগো।"

রিজুল অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ফলকের দিকে।

ফলক বলেছিল, "দশই ডিসেম্বর বিকেলে রবি গ্যাংটক যাবে। এগারো তারিখ ফিরবে। ওই ফাঁকটা কাজে লাগাও। তুমি বেশি দিন কিন্তু লুকিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। রবি জেনে যাবে। আর তারপর তোমায় মেরে অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখবে নয়তো ফকিরঘাটের চোরাবালিতে ফেলে দেবে! কারও বাপ খুঁজে পাবে না! ঝিল ওর একটা ইনভেস্টমেন্ট। ওতে হাত পড়লে কিন্তু ও ছাড়বে না! তাই সময় থাকতে থাকতে লাটাই গুটোও, বুঝেছ?"

www.monersathe.com

আজ দশই ডিসেম্বর। আজই সেই দিন যে সত্যিকারের বলতে গেলে রাত্রি।

ঘড়িটা দেখল রিজুল। পৌনে নটা বাজে। আর পনেরো মিনিট সময় আছে। তারপর ব্রিগাঞ্জাদের বাড়ির সামনে যাবে ও। পাশেই বড়-বড় চারটে দেবদারু গাছ আছে। তার নীচে দাঁড়িয়ে থাকবে ঝিল।

সেই পিকনিকের পরে আর-একটা দিনই ওর দেখা হয়েছিল ঝিলের সঙ্গে। এখানে ঠান্ডা এত পড়ে যে, আলোঝোরায় ওদের স্কুল সেশনটা বন্ধ থাকে তিন সপ্তাহ। শীতের ছুটি দেওয়া হয়।

শেষ দিন ক্লাসের পর ঝিলকে আলোঝোরাতেই ধরেছিল রিজুল। সেদিন আর চলে যাওয়ার জন্য হুইস্কি করেনি মেয়েটা। বরং শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রিজুল বলেছিল, "আমার সঙ্গে যাবে তো?"

ঝিল বলেছিল, "তুমি কেমন মানুষ আমি জানি না। এতটা ভরসা করব?"

"আমি রবি সামন্তর চেয়ে খারাপ নই। বাড়িতে আমার বাবা আছে। মা আছে। বাবা অসুস্থ। আর কত দিন বাঁচবে জানি না। এক দিদিও আছে। কিন্তু বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তুমি বাবা মায়ের কাছে কলকাতায় থাকবে। ওখানে পড়বে। আমি তো থাকব না। দেখবে, আমার বাবা-মা খুবই ভাল। কোনও অসুবিধে হবে না তোমার।"

"ওঁরা মেনে নেবেন কেন?"

"নেবে ঝিল। আমার বাবা-মাকে আমি চিনি তো! ওঁদের নিজেদেরও ভালবাসার বিয়ে। তখনকার দিনে পালিয়ে বিয়ে করেছিল দু'জনে। বুঝলে?"

ঝিল বলেছিল, "তা হলেও..."

"আরে ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন বলে একটা ব্যাপার আছে না!" রিজুল হেসেছিল, "না, এক্ষুনি আমায় বিয়ে করতে হবে না। আমাদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া কোরো। তারপর চাকরি-টাকরি করে যদি বিয়ে করার

www.monersathe.com

ইচ্ছে হয় কখনও, তখন না হয় আমার কথা ভেবো। মানে যদি আমায় বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়, তবেই আর কী।"

ঝিল বলেছিল, "আমার ভয় করছে! মায়ের কী হবে? মায়ের থেকে দু'লাখ টাকা পায় রবিদা। যদি আমি চলে যাই তবে..."

"বিদেশে সেক্স স্লেভ হয়ে থাকতে চাও? কলকাতায় গিয়ে মায়েরও একটা ব্যবস্থা করা যাবে। খুব বেশি টাকা ওটা নয়। তুমি তো চাকরি করবেই! তখন না হয় আমায় শোধ দিয়ে দিয়ো! কিন্তু তার জন্য তুমি এভাবে নিজেকে বলি দেবে নাকি?"

"তাও ভয় করছে!" ঝিলের চোখটা ছলছল করে উঠেছিল।

রিজুল সাহস দিয়ে বলেছিল, "ভয় আমারও করছে ঝিল। সবার ভয় করে। ভয় একটা ইনস্টিঙ্কট। ওটা আসবেই। কিন্তু সেটাকে হিনড্রেন্স না করে ফুয়েল করো। লেট ফিয়ার প্রপেল ইউ ফরওয়ার্ড। ভয় পাও ঝিল। ভয়টাকে প্রপার পারসপেক্টিভে পুট করো। বিদেশ সেক্স স্লেভের জীবনকে ভয় পাওয়াই উচিত। দশ তারিখ আমরা যাব। টেন্‌থ ডিসেম্বর। আমি সময়টা ঠিক তোমায় জানিয়ে দেব পরে।"

"কী করে?" তিরতির করে ভয়ে কাঁপছিল ঝিল, "আমার তো মোবাইল নেই।"

"আগেকার দিনে কি মোবাইল ছিল? তবে? আমার কাছে অন্য জিনিস আছে।"

"জিনিস?" অবাক হয়েছিল ঝিল।

রিজুল হেসে বলেছিল, "আমার মেসেঞ্জার। উড়ো খই।"

খই প্রথমটায় শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিল খুব। বলেছিল, "শালা নিজে তো কেটে পড়বি আর তারপর রবি জানতে পারলে কেলিয়ে লাট করে কাকতাড়ুয়া করে রাখবে আমায়। ভাগ শালা, আমি যাব না।"

রিজুল বলেছিল, "বাড়িতে সেদিন রবি থাকবে না। তুই নাইট স্কুলের ক্লাসের সময় পালটে কী হয়েছে, সেটা বলতে যাবি। সামনে লোক থাকলে

www.monersathe.com

বানিয়ে যা হোক কিছু বলে দিবি, আর সুযোগমতো ওকে..."

"বলে দেব? তারপর যদি ধরা পড়ে যাই?" খই বলেছিল।

"বোকার মতো কথা বলিস না। বিকেলে যাবি। স্মার্টলি কথাটা বলবি চলে আসবি। বুঝেছিস! পারবি না?"

খই মাথা নেড়ে বলেছিল, "ঠিক আছে! তবে ধরা পড়লে বলব তুই আমার বাবা-মাকে কিডন্যাপ করিয়ে আমায় এসব করাচ্ছিস!"

রিজুল বলেছিল, "বলিস, ওদের মাথায় আমি কামান, না, না, নিউক্লিয়ার বোম ধরে আছি। কেমন?"

আজ ঠান্ডাটা পড়েছে খুব। তাই রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা! ব্রিগ্যাঞ্জাদের বাড়ির সামনেটা পুরো শুনশান হয়ে আছে। আশেপাশের সামান্য কয়েকটা বাড়িঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ। খই বিকেলে গিয়েছিল। কোনও অসুবিধে হয়নি কাজ সারতে। কিন্তু আসতে পারবে কি ঝিল? সাহস করতে পারবে কি?

"আমি এসেছি।"

নরম গলার স্বরটা কেমন যেন প্রজাপতির মতো এসে বসল রিজুলের কাঁধে। ও চট করে পিছনে ফিরল। তুলোর কোট পরে আছে ঝিল। মাথা, কান পুরো ঢাকা। পিঠে একটা ব্যাগ।

রিজুল হাতটা ধরল ওর। তারপর চারিদিক দেখে বলল, "চলো। আর দেরি নয়।"

"কীসে যাব?" ঝিলের গলাটা কাঁপছে।

"এই যে, বাইক!" রিজুল দেখাল, "ভাল করে মুখটা ঢাকা দাও। আমি কাচের রাইডিং গগল্‌স এনেছি। পরে নাও। কোনও প্রবলেম হবে না।"

ঝিলের হাতে গগল্‌সটা দিয়ে রিজুল এগোল বাইকের দিকে। কিন্তু ঝিল নড়ল না।

রিজুল অবাক হল, "কী হল। হারি আপ। তোমার দাদার লোকজন দেখলে সব ভেস্তে যাবে।"

ঝিল সময় নিল একটু। তারপর বলল, "আমার জীবনটা আজকের পর

www.monersathe.com

পালটে যাবে একদম। আমি ঠিক করছি কী না জানি না। তবে বিশ্বাস করছি তোমায়।"

"আমায় বিশ্বাস করা যায় ঝিল!" রিজুল গ্লাভসের উপর দিয়ে হাতটা ধরল ওর।

ঝিল ছলছলে চোখে তাকাল রিজুলের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমায় সত্যি ভালবাস তো? সত্যিকারের ভালবাস তো?"

রিজুল তাকাল ঝিলের দিকে। বুঝল প্রতিটা শহর, তার বুকপকেটে, তার জিভের তলায়, তার কানা অন্ধ গলির খাঁজে কবিতার মতো নিজের মানে লুকিয়ে রাখে। সিগন্যালের দপদপ করা প্রদীপের আলোয় আর দীপাবলির পরের একটা দু'শো মাইল লম্বা লোডশেডিংয়ে মধ্যে সে লুকিয়ে রাখে তার মাত্রাবৃত্ত, তার পয়ার আর ছড়ার সুকুমার রায়। হলুদ রেনকোট-পরা বাচ্চাদের পায়ে-পায়ে, বড় বারান্দায় বসে থাকা কেডস-পরা পাগলদাদুর বিকেলগুলোয় আর কেমিস্ট্রি ল্যাবের টাইট্রেশনে ধরা-পড়া সূর্যাস্তের মধ্যে প্রতিটা শহর চকখড়ি দিয়ে এঁকে রাখে তার প্রেমের গল্প। ও বুঝল, বাদামপাহাড়ও আজ তার নিজস্ব সত্যির ছবিটা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। এই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো এক সত্যি। সাধারণ আর সহজ। একটি নারী আর পুরুষের নিজস্ব সম্পর্কের সত্যি! তাদের বিশ্বাস আর ভরসার সত্যি!

ঝিল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হল, ভালবাস না?"

রিজুল হাসল। পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল ঝিলের দিকে। তারপর কাছে সরে গিয়ে আলতো গলায় বলল,

"The Rosette Nebula is red
The Pleiades star cluster is blue
The Universe is ever expanding
Like my love for you."

www.monersathe.com

॥ ১৮ ॥

ব্যাগের চেন টেনে বন্ধ করে ঘড়িটা দেখল ফলক। সোয়া দশটা বাজে। পাহাড়ে রাত গভীর। মা দুশ্চিন্তা নিয়ে বসে আছে সারাটা সন্ধে! বিপ্লবকে পাওয়া যাচ্ছে না! কোথায় গেল ছেলেটা কে জানে! মা বলেছে পুলিশে খবর দিতে। কিন্তু ফলক ও পথে যায়নি। এর আগেও দু'-এক দিন গায়েব থেকে ফিরে এসেছে বিপ্লব। এবারও তেমনই কিছু হবে!

মা আরও বলেছিল, রবিকে ফোনে একবার গোটা ব্যাপারটা বলতে। কিন্তু ফলক ফোন করেনি। আজ এখানে নেই রবি। গ্যাংটক গিয়েছে গোপাকে নিয়ে। বলে গিয়েছে যেন ফোন না করে কেউ। ফলক জানে আজ ফোন ধরবে না রবি।

ও মনে-মনে হাসল। গোপাকে নিয়ে ফুর্তিই করুক ব্যাটা। এ দিকে কাজ গুছিয়ে কেটে পড়বে ও! এক রাতে দুটো চাল। ব্যস, চেকমেট!

দিনের পর দিন অসভ্যতা আর অপমান সহ্য করে এসেছে ফলক। কিন্তু পালটা কিচ্ছু বলেনি! শুধু অপেক্ষা করে গিয়েছে। সময়ের, সুযোগের।

কত টাকা চেয়েছিল ফলক? আড়াই লাখ। সেটা কি রবির কাছে কোনও টাকা? কিন্তু তাও দিল না! উলটে কী বলল, না বিহানকে মারতে। তবেই দেবে টাকা! কেন মারবে বিহানকে ও? কী করেছে বিহান? কার পাকা ধানে মই দিয়েছে?

ফলক নানা খারাপ কাজ করতেই পারে, কিন্তু সেসব ব্যবসার খাতিরে, রবির পারসোনাল অ্যাজেন্ডা নিয়ে কাউকে মারার ইচ্ছে ওর নেই। জোলাকাকু এটাই তো শিখিয়ে গিয়েছিল। ফলক কি পাতি খুনি নাকি যে, সামান্য ক'টা

www.monersathe.com

টাকার জন্য অন্যকে পেটাবে? এখনও অতটা পশু হতে পারেনি! তাই বিহানের দিকেই যায়নি ও।

নুড়ি সবসময় বলে এই কাজ ছেড়ে দিতে। বলে, তা হলেই ওকে বিয়ে করার কথা ভাববে। ও চায় না ওদের বাচ্চা হলে সে দেখুক, তার বাবা একটা ক্রিমিনাল। এমনি-এমনি কি আর ভেড়িটা নেওয়া এত দরকার! কিন্তু তার জন্য রবির হয়ে অকারণে ভুলভাল কাজ করতে হবে নাকি? এতদিন যা সার্ভিস দিয়েছে, তাতেই অনায়াসে টাকাটা পাওয়া উচিত ছিল ওর!

সেই বহু বছর আগে সেই বিকেলবেলায় রবি ফলককে বলেছিল, "যা, বিহানকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি মিতু ডেকেছে। ওকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলতে হবে।"

বিহানকে ডেকে এনেছিল ফলক। রবির কথা তো তখন থেকেই শোনে ও! কিন্তু বুঝিয়ে বলার বদলে কী করেছিল রবি? বিহানকে পিটিয়ে প্রায় মেরেই ফেলছিল! সামনে কেউ যেতেই পারছিল না ভয়ে! বিহানের ঠাকুমা যদি না আসত তবে সেদিন হয়তো মরেই যেত ছেলেটা!

কিন্তু বিহান সেটা ধরে রাখেনি মনে। বরং বিপদে সাহায্য করেছে ওকে! এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারবে না ফলক। নিজের ভিতরে যেটুকু মানুষ বেঁচে আছে সেটাকে মারতে পারবে না।

আজ এত কাণ্ড করে রবি যে মিতুকে সরিয়ে দিল বিহানের থেকে, কিন্তু তারপর নিজেও বিয়ে করল না। কী না অন্য একটা মালদার পার্টি পেয়ে গিয়েছিল! এ কেমন মানুষ! এখনও তো সেই খুনের দৃশ্যটা ফলকের চোখের সামনে ভাসে। ওটা যে পারে, সে সব পারে।

ফলকের মনে হয়, অন্যের জীবন, তার ইচ্ছে, ভাল লাগা নষ্ট করতে পারলেই যেন খুশি হয় রবি। এই যেমন নুড়ির সঙ্গে ওর সম্পর্কটাকে নষ্ট করতে চায় রবি। যেমন টাকা না দিয়ে নষ্ট করে দিতে চায় ওর বাকি জীবনটাও!

কিন্তু নষ্ট হতে দেবে না ফলক। বহুদিন পর আজ সময় এসেছে। এক ধাক্কায় ওর এই শ্যাওলার মতো জীবনটাকে পালটে ফেলবে ও। কাল

www.monersathe.com

গ্যাংটক থেকে ফিরে রবি বুঝতেও পারবে না কোথা থেকে কে মারল ওকে!

ফলক ঘরের বাইরে এল। ওদের ঘরটা বাড়ির পিছনের দিকে। সামনের গেটটা দেখাই যায় না। তাও মা বসে রয়েছে বারান্দায়! আজ ঠান্ডা পড়েছে খুব। তবু মা ঘরের ভিতরে থাকতে পারছে না!

ওকে দেখে মা বলল, "তোর নিজের ভাই না? একটু চিন্তা হচ্ছে না?"

ফলক শান্ত গলায় উত্তর দিল, "এটা তো প্রথমবার নয়। আগেও তো হয়েছে! তবে? ফালতু চিন্তা করার মতো সময় আমার হাতে নেই!"

মা বলল, "এটা আগের মতো নয়। জানিস না সিন্ডারেলা মারা গিয়েছে! তারপর থেকেই তো বিপুটা কেমন করছে! তুই কি মানুষ?"

"একটা কুকুর গাড়ি চাপা পড়েছে। এতে হয়েছেটা কী? তা ছাড়া ওটা চাপা পড়তই। একবার আমার বাইকের তলাতেই এসে গিয়েছিল প্রায়। নেহাত আমি বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। সবাই তো আমি নয় মা। আর এখনকার পৃথিবীতে মানুষের দাম আছে কোনও যে, কুকুরের জন্য বুক চাপড়াতে হবে?" ফলক দোতলার দিকে তাকাল।

বাড়ির দোতলাটা নিস্তব্ধ হয়ে আছে। পুরো অন্ধকার। পিসি দশটার মধ্যে নিজে খেয়ে-শুয়ে পড়ে। আজ জ্বর হওয়ায় ন'টার আগেই শুয়ে পড়েছে। অন্যান্য দিন ঝিল জেগে থাকে অনেক রাত অবধি। কিন্তু আজ...

নিজের মনেই হাসল ফলক। মা আরও কিছু বলছিল। কিন্তু কান না দিয়ে চলে এল ঘরে।

ঝিলের ব্যাপারে ও যেটা করেছে, সেটা মাস্টার স্ট্রোক।

খইকে খুব ভাল করে চেনে ফলক। আর ওর সঙ্গে সামান্য বড় কোঁকড়া চুলের যে ছেলেটা মাঝে-মাঝে ঘোরে তাকেও লক্ষ করেছে। পরে নামটাও জেনেছিল। রিজুল।

ছেলেটাকে প্রথমে আমল দেয়নি ফলক। ভেবেছিল হবে কেউ! বড় বাপের ছেলে। কিন্তু এক দিন ওর ভুলটা ভাঙায় বিপ্লব।

www.monersathe.com

বেশ কিছুদিন আগে এক বিকেলে বিপ্লবকে সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে গিয়েছিল ফলক। তখন রিজুলকে দেখে বিপ্লব বলেছিল, "এই শালাটা প্রেম করে! আমি রেভলিউশন করব ভাবছি, আর এই শালা খালি গল্পটাকে প্রেমের গল্প বানিয়ে দিচ্ছে!"

বিপ্লবের কোনও কথাই ধরে না ফলক। তাও সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "কে প্রেম করে?"

"ওই শালাটা," আঙুল তুলে রিজুলকে দেখিয়ে ছিল বিপ্লব, "ঝিলের পিছনে ঘুরঘুর করে। সাইকেল নিয়ে এসে পথের বাঁকে দাঁড়ায়। এই মালগুলোর জন্যই শালা পৃথিবীর কিছু হয় না! ক্যালাও শালাকে। ঝপাঝপ কেলিয়ে বিপ্লব স্টার্ট করে দাও!"

কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে ফলকের মাথায় ঝিরঝির করে অনেকগুলো তারাবাতি জ্বলে উঠেছিল যেন! সত্যি তো এমনই একটা কথা বিপ্লব আগেও বলেছিল একবার!

ঝিলকে নিয়ে রবির প্ল্যানটা ভালই জানে ফলক। আর এটাও জানে যে, সেটা ভেস্তে গেলে বিশাল ঝামেলায় পড়বে রবি। গৌতম চান্দেল বলে যে আধবুড়ো লোকটা বিয়ে করতে চায় ঝিলকে, তার কাছে অনেক দেনা হয়ে আছে রবির। তাই লোকটাকে খুশি করতে পারাটা রবির কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

দশই ডিসেম্বর রবি যে বাদামপাহাড়ে থাকবে না, সেটা জানার পরই বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল ফলকের। খই-কে ধরে রিজুলের বায়োডেটা বের করে নিয়েছিল সহজেই। তবে বলেছিল সেটা যেন রিজুল না জানে। তারপর ঝিলের ক্লাসের দিনে আলোঝোরায় গিয়ে ওত পেতে থেকে রিজুলকে ধরতে অসুবিধে হয়নি! উর্বর মাটির সুবিধে হল, বীজ পুঁতে সামান্য জল দিলেই হল। বাকিটা মাটির গুণ করিয়ে নেবে। রিজুলের সামনে থেকে চলে আসার সময় ফলক বুঝেছিল বীজ ফাটিয়ে সবুজ কাণ্ড সূর্যের আলোর দিকে হাত বাড়াচ্ছে!

মনে-মনে হাসল ফলক। পঞ্চাশ শতাংশ কাজ শেষ। এবার বাকি পঞ্চাশ!

www.monersathe.com

ব্যাগটা পিঠে নিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল ফলক। মা বারান্দায় বসে ছিল। কিন্তু তাকাল না ও। ছোটবেলায় ও খুব মায়ের কোল-ঘেঁষা ছিল। কিন্তু এখন সেসব কিছু নেই। মাও ওকে পছন্দ করে না তেমন। আর ও নিজেও এড়িয়ে যায় মাকে। ও সব ইমোশন্যাল ব্যাপারগুলো আর ভাল লাগে না ওর। মা বিপ্লবকে নিয়ে থাকে, থাকুক।

বাইকে বসে একবার পিছনে ফিরে বাড়িটাকে শেষবারের মতো দেখল ফলক। তারপর বেরিয়ে গেল সোজা।

রাস্তা অন্ধকার। শুধু বাইকের হেডলাইটের আলো তরোয়ালের মতো অন্ধকার কাটছে। ফাঁকা রাস্তায় যেন উড়ছে ও!

তাড়াতাড়ি করতেই হবে। জোড়পুবায় যে করেই হোক, পৌনে এগারোটার মধ্যে পৌঁছতে হবে।

আজ জীমূতকে রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ মনোহর পাটিলের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছে রবি। দেড় লাখ ডলার আসবে আজ। সেটা জীমূতকে তুলে নিতে হবে। তারপর রাতের মধ্যেই পৌঁছে দিতে হবে শিলিগুড়িতে। রবির কমিশনের বিদেশি কারেন্সি ম্যানেজ করে শিলিগুড়ির একটা লোক।

এ ব্যাপারগুলো আগে ফলককে সামলাতে দিত রবি। এখন দেয় না! এখন জীমূত সেই জায়গাটা নিয়েছে। ও একাই যাবে গোটা ডিলটা করতে। রবি মনে করে কারও এখনও এত বুকের পাটা নেই যে, ওর টাকা খেয়ে হজম করে নেবে!

ওভার কনফিডেন্স সব সময় খারাপ। কারণ বাসরঘর লোহার হলেও তাতে ছোট একটা ফুটো থাকার আশঙ্কা থেকেই যায়!

আর সেটা দিয়েই ঢুকে পড়েছে ফলক। জোড়পুবার অন্ধকার রাস্তায় ও অপেক্ষা করে থাকবে জীমূতের জন্য। ওই ডলার নিয়ে কোথাও ও যেতে দেবে না জীমূতকে। ওকে দেখে ফিকফিক করে হাসা জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেবে আজ!

নুড়িকে ও বলে এসেছে, বাড়ির সামনে অপেক্ষা করতে। ঝড়ের মতো

www.monersathe.com

গিয়ে ওকে তুলে বেরিয়ে যাবে ফলক। এখান থেকে প্রথমে সোজা মালদা যাবে। তারপর কিষানগঞ্জ হয়ে বিহারে ঢুকবে। সেখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে কিছু দিন। আমন পরে জানাবে, এখানের হাওয়া কেমন। তারপর সুযোগ বুঝে ফলক গিয়ে থানা গাড়বে সুন্দরবনে।

মনোহরের বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার মতো দূরে, রাস্তার হেয়ারপিন বাঁকের মুখে বাইক থেকে নামল ফলক। তারপর জ্যাকেটের ভিতর থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিল। আর সময় নেই।

ও শুনল দূর থেকে গোঙানির মতো শব্দ করে আসছে জিপটা। অন্ধকার নির্জন রাস্তায় স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তার আওয়াজ। ফলকের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। মানুষ মারা ওর কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু ও জানে জীমূতও ছেড়ে দেওয়ার ছেলে নয়। সামান্য ভুল হলে ওর নিজের বিপদ হবে।

গোঙানিটা এগিয়ে এল দ্রুত। বাঁকের আড়ালে দাঁড়িয়ে হেডলাইটের আলোকস্তম্ভটা দেখতে পেল ফলক। ও জানে বাঁকের কাছে গাড়িটা একদম আস্তে করে দিতে হয়। আর সেই সুযোগটাই নিল ও।

জীমূত গাড়িটা ঘোরাবে বলে গতি কমাল আর তখনই গিয়ে গাড়ির সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ল ফলক। হকচকিয়ে গিয়ে কোনওমতে ব্রেক করল জীমূত। আলোটা চোখে এসে পড়ায় জীমূতকে দেখতে পাচ্ছে না ফলক। ও পিস্তল ধরা হাতটা লুকিয়ে রেখেছে পিছনে।

জীমূত চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হল? তুমি? এখানে?"

ফলক বলল, "তোকে মোবাইলে পাচ্ছি না। বিপদ হয়েছে খুব। রবিদা বলল তোর কাছে আসতে, তোকে খবর দিতে। তুই তাড়াতাড়ি নেমে আয়।"

"মোবাইলে পাচ্ছ না?" জীমূতের গলায় অবিশ্বাস, "কী হয়েছে?"

"আঃ, সময় নষ্ট করিস না, নেমে আয়..." ফলক অধৈর্য হল।

"ঠিক আছে। নামছি।"

ফলক রাস্তা থেকে সরে গিয়ে জিপের পাশে আসবে বলে পা বাড়াল।

www.monersathe.com

আর সঙ্গে-সঙ্গে জীমূত গাড়িটা স্টার্ট করে ওর পাশ দিয়ে বেরতে গেল।

নিমেষে সিদ্ধান্ত নিল ফলক। এটা ক্যানভাসের হুড দেওয়া জিপ। দরজার পাল্লা নেই। গাড়িটা সবে গড়াতে শুরু করেছে। স্পিড ওঠেনি এখনও। ও আর দেরি না করে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সামনের সিটে।

জীমূত বুঝতে পেরে গেছে যে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা গোলমাল আছে!

গাড়িটা গতি নিয়ে জোড়থুবার বিপজ্জনক রাস্তা দিয়ে মাতালের মতো টলতে-টলতে চলেছে। এক ঝলকে পিছনের সিটে বড় কালো ব্যাগটা দেখল ফলক।

ও চেঁচিয়ে বলল, "গাড়ি থামা, বাঞ্চোত। থামা, না হলে..."

ফলকের হাতের পিস্তলটা দেখে আচমকা স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে একটা ঝটকা মারল জীমূত। অপ্রস্তুত ফলক বেসামাল হয়ে পড়ল। সেই সুযোগে নিজের কোমরের কাছে হাত নিয়ে পিস্তলটা নিতে গেল জীমূত। আর কিছু ভাবল না ফলক। ট্রিগার টেনে দিল।

আধো অন্ধকারে হলুদ আলোটা ঝলকে উঠল একবার। জীমূত অদ্ভুত একটা ভোঁতা শব্দ করল মুখ দিয়ে। ফলক দেখল জীমূতের মাথার পিছনটা টমেটোর মতো ফেটে, ছেতড়ে, ছিটকে গিয়ে লাগল পেছনের ক্যানভাসে। আর গাড়িটাও প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কাত হয়ে নেমে গেল খাদের দিকে।

ফলকের শরীরটা খেলনা পুতুলের মতো দুলছে। চাকার তলার পাথুরে মাটি যেন ছিটকে ফেলে দিতে চাইছে জিপটাকে। এক হাতে স্টিয়ারিং সামলাবার চেষ্টা করে পিছনের সিটের দিকে হাত বাড়িয়ে কোনওমতে ব্যাগের হাতটা ধরল ফলক। আসলে ওটা তো শুধু ব্যাগ নয়, ওর বেঁচে ওঠার অবলম্বনও।

হাতলটা ধরে ব্যাগটাকে কোনও মতে নিজের কাছে প্রায় এনে ফেলল ও। আর একটু... আর একটু... তারপরেই গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে...

www.monersathe.com

ভাবনাটা শেষ করতে পারল না ফলক। গাড়িটা বড় একটা পাথরের ধাক্কা খেয়ে রবারের বলের মতো লাফিয়ে উঠল। ওর হাত থেকে ব্যাগটা ছিটকে পড়ে গেল বাইরে। আর গাড়িসমেত তালগোল পাকিয়ে ও দ্রুত নেমে গেল খাদের আরও নীচে। ভারহীন শরীর! কয়েকমুহূর্ত! তারপর ফেটে পড়ার মতো চুরমার শব্দ!

চোখটা অল্প খোলার চেষ্টা করল ফলক। সব আবছা। ও কোথায়? শরীরে এত ব্যথা কেন? হাত? পা? অনুভব করতে পারছে না কেন কিছু? আর মাথাটা... মাথাটা এত ভারী... যন্ত্রণা... গলা শুকিয়ে আসছে কেন এমন? চোখ বন্ধ হয়ে এল ফলকের।

আবার খুললও! দেখল মা বসে গুনগুন করে গান গাইছে আর শীতের রাতে মায়ের শরীরের ওম নিয়ে শুয়ে আছে ছোট্ট ফলক। মা কোথায় তুমি? কোন অন্ধকারে বসে আছ তোমার পাগল ছেলের জন্য? কোন ছেলে ফিরে আসবে মা তোমার কাছে? আমি ফিরতে চাই মা, তোমার কাছে আবার ফিরে আসতে চাই আমি... ছোট হয়ে, একা হয়ে তোমার কাছে আবার আসতে ইচ্ছে করছে মা! আর বিপ্লব! তুই কোথায় বিপু? ওই তো সিন্ডারেলাকে নিয়ে হেঁটে-হেঁটে আসছে বিপ্লব। হাসছে ও। হাওয়ায় কী সুন্দর উড়ছে ওর চুল! সিন্ডারেলা কি তবে ফিরে এল? আর ওর সিন্ডারেলা? নুড়ি তুমি কি অপেক্ষা করছ এখন? দাঁড়িয়ে আছ বাড়ির সামনে? আমি তোমার কাছেও যেতে চাই নুড়ি। তোমার সঙ্গে থাকতে চাই... বাকি জীবনটা তোমার সঙ্গেই...

রাত নিস্তব্ধ হয়ে এল আরও। অন্ধকার নিজের শরীরের খাঁজে ধীরে-ধীরে লুকিয়ে নিল সব কিছু। শুধু আকাশের উপরে, অনেক অনেক উপরে জেগে থাকা তারারা দেখল পাথরের মতো চোখ নিয়ে শুয়ে আছে ছিন্নভিন্ন ফলক। দেখল কোনও এক বাড়ির সামনে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে। আর দেখল মা বসে আছে অন্ধকার বারান্দায়। আর সামান্য পাতার মর্মরেও ভাবছে, এই বুঝি ছেলে ফিরে এল ঘরে!

www.monersathe.com

আজ ওর অশৌচ। আচ্ছা, বিপ্লবীরা কি অশৌচ পালন করে? তারা তো সন্ন্যাসীদের মতো হয়। পূর্বাশ্রম থাকে না। জাগতিক টান থাকে না। তারা শুধু নিজের লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধ। আর কারও প্রতি নয়! তবে? তবে কেন বারবার মনে হচ্ছে আজ ওর অশৌচ!

বুকের কাছে পুঁটলির মতো করে বিপ্লব ধরে রেখেছে চারটে কুকুর ছানা। দু'দিন ঠিকমতো খায়নি ও। ক্লান্ত লাগছে খুব। মাথা ঘুরছে। কিন্তু তা বলে থেমে গেলে তো চলবে না। ও জানে নভেম্বর শেষ হয়ে গিয়েছে, তা বলে বিপ্লব তো আর শেষ হয়ে যায়নি! এই চারটে ছানাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে তবেই বাড়ি যাবে! তার আগে নয়।

ও জানে মা অপেক্ষা করছে। জানে কীসব যেন হয়েছে এই অঞ্চলে। পুলিশ দৌড়চ্ছে। মানুষ জটলা করছে। জানে রবি আসবে দুপুরের দিকে। তারপর আরও কীসব যেন হবে!

হোক যা খুশি হোক। ওর কিছু আসে যায় না। বিপ্লবীদের এত সহজে বিচলিত হলে চলে না!

টলতে-টলতে এগোল বিপ্লব। ওই তো বিহান দাঁড়িয়ে আছে মিতুদের বাড়ির সামনে। দু'জনে কথা বলছে! হেসে-হেসে কথা বলছে!

প্রেম! শালা আবার প্রেম! আবার এই গল্পটাকে প্রেমের গল্প বানাবার কলপিরেসি! সেই উত্তমকুমারের মোটরবাইকে চড়ার ইচ্ছে! আধার কার্ডের বাইরে সুচিত্রা সেনের ছবি তোলার ধান্দা? এই ভারতবাসী, তুই শালা দেবদাস হয়েই থেকে যাবি, চে হতে পারবি না! প্রেমপত্রগুলো জ্বালিয়ে সেই আগুনে ভাত রান্না করার প্রোপোজালটার কী হল? তার জন্যও বাজেট স্যাংশন করাতে হবে নাকি? বিপ্লবের জন্য বাজেট স্যাংশন করাতে হবে এখন?

আবছা হয়ে আসছে রাস্তা! বিহান কি কিছু বলছিল ওকে? ভাগ, ওসব পেঁচো প্রেমিককে পাত্তা দেয় না কোনও বিপ্লবী! তাকে এগিয়ে যেতে হয় সামনে। প্রেম, ভালবাসার মতো পিছনে টানার জিনিসপত্র

www.monersathe.com

ছিঁড়ে ফেলে এগিয়ে যেতে হয় ব্রিগ্যাঞ্জাদের বাড়ির দিকে!

ওই তো বাড়িটা। কাঠের। সুন্দর মতো। বুড়ো ব্রিগ্যাঞ্জা আর বুড়ি ব্রিগ্যাঞ্জা তো বসেই আছেন বারান্দায়। দু'জনে মিলে একলা ব্রিগ্যাঞ্জা বসে আছেন! ওখানেই তো যেতে হবে ওকে!

কোনওমতে বারান্দায় গিয়ে বসে পড়ল বিপ্লব।

মিস্টার আর মিসেস ব্রিগ্যাঞ্জা এগিয়ে এলেন। মুখে উদ্বেগ। বিপ্লবকে আগে দেখেছেন ওঁরা।

"কী হয়েছে?" বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়লেন সামনে।

বিপ্লব হাত তুলে চারটে ছোট্ট কুকুরছানা রাখল ওঁদের সামনে। বলল, "ওদের মা নেই। তাই আপনাদের কাছে... আপনারা যদি..."

বৃদ্ধা ঝুঁকে পড়ে একসঙ্গে তুলে নিলেন চারটে কুকুরছানা। বিপ্লব দেখল বৃদ্ধার চোখে জল। দেখল, বুকের কাছে একদম আঁকড়ে রেখেছেন ছানাগুলোকে।

বিপ্লব বলল, "রাস্তায় পড়ে ছিল... খেতেও পায়নি... কাল অত ঠান্ডা... অত ঠান্ডায়..."

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ওদের কোথায় পেলে? ওদের বাঁচালে কেমন করে এই ঠান্ডায়?"

বিপ্লব চোখ বুজল। সামান্য হাসলও বোধ হয়। সব কিছু সবাইকে বলতে নেই। বিপ্লবীদের অনেক কিছু গোপন করতে হয়। বুকের ভিতরে জমিয়ে রাখতে হয় অনেক চোরাগলি আর গোলকধাঁধা। সেই সব কারও সঙ্গে ভাগ করতে নেই। এই যে ছানাগুলো পেয়ে বুড়ি ব্রিগ্যাঞ্জার মুখে আনন্দ ফুটে উঠেছে এটাই শুধু ভাগ করতে হয়। জীবনে আনন্দই শুধু ভাগ করতে হয় অন্যের সঙ্গে। আর সমস্ত অন্ধকার, দুঃখ ও যন্ত্রণাগুলো বিপ্লবীদের একার। কেবলমাত্র একলার!

বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে। দশই ডিসেম্বর। রাত প্রায় এগারোটা।

ছোট্ট ধুলো ময়লার ভিতরে কুঁইকুঁই শব্দ পেয়েই টর্চ ঘুরিয়ে দেখল বিপ্লব।

www.monersathe.com

চারটে কুকুরছানা জবুথবু হয়ে শুয়ে আছে। এত দূরে! বাড়ি থেকে এত দূরে ওদের নিয়ে এসেছিল সিন্ডারেলা! কেন? কীসের জন্য? আর এখন? নিজে তো চাপা পড়ল! এই বাচ্চাগুলোর কী হবে? এমন রক্ত জমে যাওয়ার মতো ঠান্ডায় ওরা বাঁচবে কী করে?

চারটে ছানাকে দ্রুত কোলে তুলে নিল বিপ্লব। তারপর নিজের ঢোলা সোয়েটারের ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। কিন্তু হচ্ছে না! ছানাগুলো কাঁপছে খুব। মায়ের ওম পাচ্ছে না তো! কী করবে বিপ্লব? কী করবে এখন?

ও পকেট হাতড়ে লাইটার বের করল। বিহান এটা কিনে দিয়েছিল ওকে! ও সবসময় সঙ্গে রাখে। কিন্তু কী জ্বালাবে? শিশিরের গাছপালা ভিজে আছে। গাছের ডালপালাও স্যাঁতস্যাঁতে! তবে? আগুন জ্বালাবে কী করে?

বুকের কাছে চারটে ছোট্ট ধুকপুকে প্রাণকে আঁকড়ে ধরে সামনের দিকে পা বাড়াল বিপ্লব। আর তখনই শুনল শব্দটা। একটা বিকট ধাতব শব্দ যেন অন্ধকারকে ফাটিয়ে দিল কাঁচের মতো। তারপর দ্রুত মিলিয়ে গেল অতলে!

কীসের শব্দ এটা? কী হল সামনের রাস্তায়?

জমাট অন্ধকার ঠেলে সামনে এগোলো বিপ্লব। শূন্য পথ। লাইটার পকেটে রেখে ও টর্চ জ্বালাল এক হাত দিয়ে। সামনের গাছপালাগুলো লণ্ডভণ্ড! ও ঝুঁকল খাদের ধারে। আলোর লাঠি দিয়ে অন্ধকার সরিয়ে দেখার চেষ্টা করল! পারল না। আলো পৌঁছচ্ছে না অতল মাটিতে। আরও একটু ঝুঁকল বিপ্লব। আর তখনই চোখে পড়ল জিনিসটা। একটা গাছের ডালে আটকে আছে!

কী ওটা? আলোতে ভাল করে দেখল এবার। ব্যাগ! এখানে? ও দ্রুত ছানাগুলোকে মাটিতে রেখে হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে নেমে গেল কিছুটা। হ্যাঁ ব্যাগই বটে! তুলল হাতে। বেশ ভারী! কী আছে? জামাকাপড়? ছানাগুলোকে জড়িয়ে নেওয়া যাবে?

ও আবার উঠে এল পথে। ছোট্ট টর্চটা দাঁতে চেপে খুলে ফেলল ব্যাগের চেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে আঁতকে উঠল! সেলোফেনে জড়ানো এসব কী?

প্যাকেটটা বের করে দেখল বিপ্লব। সাদা-সবুজে রাঙানো নোট। ডলার!

www.monersathe.com

এটা ভালই চেনে বিপ্লব। রবির কাছে আগে দেখেছে।

ব্যাগের তলাটা অনেকখানি ছেঁড়া, তাও পড়ে যায়নি নোটগুলো। কী করবে এখন? কী করবে ও এগুলো নিয়ে? এত টাকা নিয়ে কী করে মানুষ?

প্রাণ বাঁচায়! মা বলে, টাকা প্রাণ বাঁচায়।

মাটিতে গোল্লা পাকানো ছানাগুলোকে দেখল বিপ্লব। শীতে অসাড় প্রায়!

ও দ্রুত সেলোফেন ছিঁড়ে ফেলে ডলারগুলো ঢেলে ফেলল মাটিতে। তারপর লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে দিল আগুন! শুকনো কড়কড়ে নোট জ্বলে উঠল নিমেষে। হলুদ আলোর বৃত্ত জেগে উঠল অন্ধকারের বুকের কাছে।

ছানাগুলোকে কোলে নিয়ে আগুনের সামনে বসল বিপ্লব। তাপ লাগছে শরীরে। শীত সরে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে! বিপ্লব জানে এই আগুনটাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। ডলারগুলো ধীরে-ধীরে খাইয়ে আগুনটাকে জাগিয়ে রাখতে হবে সারারাত।

পাশের একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে তাপ পোহাতে লাগল ওরা। আর আগুন তার সমস্ত ওম দিয়ে রক্ষা করতে লাগল সামান্য প্রাণগুলোকে। রক্ষা করতে লাগল তাদের বেঁচে থাকার আর আনন্দে পৌঁছে যাওয়ার ইচ্ছেকে। রক্ষা করতে লাগল এই নীল রংয়ের গ্রহ আর তার নীল রংয়ের মানুষগুলোকে!

(বাটারফ্লাই ফল্‌স, কালো টেলিস্কোপ আর পাহাড়ি কুয়াশা বাদ দিলে বাকি গল্পটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।)

---

www.monersathe.com